বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং ১৪৭৮৩/২০১৮

শংকর চাওলা

------দরখাস্তকারী।

-বনাম-

বাংলাদেশ ও অন্যান্য

------ প্রতিপক্ষগণ।

এডভোকেট মোঃ আজিজুর রহমান

----- দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল হালিম

--------আদালতের বন্ধু

ড. ফস্টিনা পেরিরা

--------আদালতের বন্ধু

এ্যাডভোকেট খন্দকার শাহরিয়ার শাকির

------০৭ নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ মনজুর আলম, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল
সংগে
এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শোয়েব মাহমুদ, সহকারী এটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট মোঃ ওবায়দুর রহমান তারেক, সহকারী এটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট মোঃ আবুল হাসান, সহকারী এটর্নী জেনারেল

---------রাষ্ট্রপক্ষে

উপস্থিতঃ

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল
এবং
বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম

শুনানীর তারিখ: ৩১.১০.২০২৪ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৩.০১.২০২৫।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

দরখাস্তকারী শংকর চাওলা কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ এর অধীন দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ কর্তৃক প্রতিপক্ষগণের উপর কারণ দর্শানোপূর্বক নিম্নোক্ত উপায়ে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ-

> *"Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why their inaction/failure in deporting the petitioner to his motherland, that is to say, Nepal as per the direction embodied in the order no. 8 dated 02.03.2015 passed by the 1 Court of Senior Judicial Magistrate, Lalmonirhat in G. R Case No. 93 of 2013(Kaliganj) should not be declared to be*

without lawful authority and of no legal effect and why a direction should not be given upon the respondents to deport the petitioner in accordance with the terms of the aforesaid order no. 8 dated 02.03.2015, regard being had to the observations made in the case of Faustina Pereira, Advocate Supreme Court ... Vs... State and others reported in 53 DLR (HCD) 414 and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.

The Rule is returnable within 4(four) weeks from date.

The petitioner is directed to put in requisites for service of notices upon the respondents by registered post as well as through usual process within 3(three) working days, failing which, the Rule shall stand discharged."

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মো. আজিজুর রহমান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে ৭ নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট খন্দকার শাহরিয়ার শাকির বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল হালিম এবং ড. ফস্টিনা পেরিরা আদালতের বন্ধু হিসেবে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মো: মনজুর আলম যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র রীট পিটিশন এবং এর সাথে সংযুক্ত সকল সংযুক্তি পর্যালোচনা করা হলো। আদালতের বন্ধু হিসেবে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল হালিম এবং ড. ফস্টিনা পেরিরা এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো। ৭ নং প্রতিপক্ষ পক্ষে দাখিলকৃত হলফনামা এবং এর সাথে সংযুক্ত সকল সংযুক্তি পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারী, ৭ নং প্রতিপক্ষ এবং রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ এডভোকেটগণের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অত্র বিভাগ এর রীট শাখা কর্তৃক বিগত ইংরেজী ০৫.১১.২০১৯ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

*" নোটিশ জারীর কাজ সম্পন্ন। মামলাটি শুনানীর জন্য প্রস্তুত।
জারীর প্রতিবেদন প্রশাসনিক নথিতে সংযুক্ত করা হলো।
স্বা/অস্পষ্ট"*

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২৬.০১.২০২০ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

" 26.01.2020
Mr. Md. Azizur Rahman, Advocate
-----For the petitioner
Let this matter be fixed for hearing.

(Justice Md. Ashraful Kamal
and
Justice Razik-Al-Jalil)"

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০৩.০২.২০২০ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

" 03.02.2020
Mr. Md. Azizur Rahman, Advocate
-----For the petitioner
Heard-in-part

(Justice Md. Ashraful Kamal
and
Justice Razik-Al-Jalil)"

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০৪.০২.২০২০ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

" 04.02.2020

Mr. Md. Azizur Rahman, Advocate

-----For the petitioner

In this matter, we heed the assistance of some eminent members of the Bar and as such we appoint the following lawyers as Amici Curiae:

1. *Advocate Dr. Faustina Pereira, Supreme Court of Bangladesh and Professor of General Education in Law and Head of Legal Empowerment and Sustainable Development, Centre for Peace and Justice, BRAC University, Mohakhali, Dhaka, Mobile No. 01715007470.*
2. *Advocate Md. Abdul Halim Room No. 403, (Level-3), Supreme Court Bar Association Bhavan (Main Building) Mobile No. 01777481153.*

   Let a photocopy of the record of the writ petition including this order be transmitted to each of the Amici Curiae for his/her information and necessary preparation.

(Justice Md. Ashraful Kamal
and
Justice Razik-Al-Jalil)"

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ১৮.০২.২০২০ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

" 18.02.2020

Mr. Md. Azizur Rahman, Advocate

-----For the petitioner

Ms. Dr. Faustina Pereira, Advocate

------Amici Curiae

Mr. Md. Abdul Halim, Advocate

-----Amici Curiae

Heard-in-part and adjourned to 23.02.2020.

(Justice Md. Ashraful Kamal
and
Justice Razik-Al-Jalil)"

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২৩.০২.২০২০ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

" 23.02.2020

Mr. Md. Azizur Rahman, Advocate

-----For the petitioner

Hearing concluded and judgment on 01.03.2020.

(Justice Md. Ashraful Kamal
and
Justice Razik-Al-Jalil)"

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০৪.০৩.২০২০ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

" ০৪.০৩.২০২০

এ্যাডঃ মোঃ আজিজুর রহমান

-----দরখাস্তকারীপক্ষে

অত্র মোকদ্দমাটি অদ্য রায় প্রদান হতে উত্তোলন করা হলো এবং আগামীকল্য আবেদনপত্রসহ কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

(বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল)"

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০৫.০৩.২০২০ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

“ 05.03.2020

এ্যাডঃ মোঃ আজিজুর রহমান

-----দরখাস্তকারীপক্ষে

এটি একটি পক্ষভুক্তির দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আজিজুর রহমান অত্র আবেদনপত্রটি উপস্থাপনপূর্বক আবেদনপত্রে বর্ণিত পক্ষগণকে অত্র রীট মোকদ্দমায় প্রয়োজনীয় পক্ষ হেতু তাদেরকে ৫-৯ নং প্রতিপক্ষ হিসেবে অন্তর্ভূক্তের আবেদন করেন।

আবেদনপত্রটি পর্যালোচনা করা হল এবং আবেদনকারীরগণের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আজিজুর রহমান এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হল।

আবেদনপত্রটি মঞ্জুর করা হলো। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। সচিব, সুরক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। কারা পুলিশ পরিদর্শক, ৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, জেলা-ঢাকা। কারা অধিকর্তা, লালমনিরহাট জেলা কারাগার, লালমনিরহাট। জাতীয় মানিবাধিকার কমিশন, বিটিএমসি ভবন (৮ম তলা), ৭-৯ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-কে অত্র মোকদ্দমায় ৫-৯নং প্রতিপক্ষ হিসেবে পক্ষভুক্ত করা হলো।

দরখাস্তকারীর নিজ খরচে বিশেষ দূতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষগণের উপর নোটিশ জারি করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

(বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল) ”

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২৪.০৩.২০২০ তারিখে রীট শাখা প্রেরিত আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

“ ২৪.০৩.২০২০

মাননীয় কোর্টের গত ১৭.১২.২০১৮ এবং ০৫.০৩.২০২০ ইং তারিখের আদেশ বিশেষ দূত মারফত জারী করা হইয়াছে। জারীর প্রতিবেদন প্রশাসনিক নথিতে রাখা হইল।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট”

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ২৪.১০.২০২৪ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

“ ২৪.১০.২০২৪

এ্যাডঃ মোঃ আজিজুর রহমান

-----দরখাস্তকারীপক্ষে

মোকদ্দমাটি শুনানীর জন্য তালিকাভুক্ত করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

(বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম) ”

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ৩১.১০.২০২৪ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

“ ৩১.১০.২০২৪

এ্যাডভোকেট মোঃ আজিজুর রহমান

-----দরখাস্তকারীপক্ষে

এ্যাডভোকেট খন্দকার শাহরিয়ার শাকির

-----০৭নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

আংশিকশ্রুত।

অত্র মোকদ্দমাটি আগামী ইংরেজী ০৬.১১.২০২৪ তারিখে কার্যতালিকায় আসবে।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

(বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম) ”

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০৬.১১.২০২৪ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

“ 06.11.2024

This matter is adjourned to 26.11.2024.

(Justice Md. Ashraful Kamal
and
(Justice Kazi Waliul Islam)"

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ০৩.১২.২০২৪ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

" 03.12.2024
Hearing concluded and judgment on 05.12.2024.
(Justice Md. Ashraful Kamal
and
(Justice Kazi Waliul Islam)"

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিগত ইংরেজী ১১.১২.২০২৪ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

" 11.12.2024
Judgment deferred to 07.01.2025
(Justice Md. Ashraful Kamal
and
(Justice Kazi Waliul Islam)"

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এনেক্সার -১ নিম্নে অবিকল অনুলিখন করা হলো:

STATEMENT OF RELEASED FOREIGN NATIONAL DETAIND IN LALMONIRHAT DISTRICT JAIL

Prisoners No	NAME OF THE PRISONERS WITH FULL ADDRESS	AGE & SEX	DATE OF ADMISSION IN JAIL	CASE REFERRENCE WITH SECTION OF LAW & COMMITING COURT	TERM OF SENTENCE WITH COMMITING & EFFECTING DATE	PROBALE DATE OF RELEASE	Date of Release	AUTHORITY UNDER WHICH RELEASED WITH ORDER NO	REMARKS	
							Normally	On Bail		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R.P NO. 06/2015	SHONKAR CHAWLA S/O RAJA CHAWLA VILL-BHUTHRA – PO-BORUGH AT P.S-BORUGH AT DIST-LALPORASH NEPAL	35 YEARS MALE	30-04-13	KALIGONG P.S CASE NO-31. DATE-29-04-2013 G.R-93/2013 (K) SECTION-4 OF BANGLADESH BORDER CONTROL OF ENTRY ACT, 1952 LD. ADD. CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE LALAMONIRHAT	0-6-O S.I D/S 02-03-15 D/E 30-04-13	12-12-13	02-3-2015 (DEDUCTING THE UNUDERTRIAL PERIOD FROM SENTENCE)		LD-SENIOR JUDICIAL MAGISTRATE LALMONIRHAT MEMO NO-36(2)/15 DATE-02-03-2015	AWAITING FOR REPATRIATION

Superintendent
Lalmonirhat District Jail

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এনেক্সার -২ নিম্নে অবিকল অনুলিখন করা হলো:

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF BANGLADESH,
DHAKA

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

No. 19.00.0000.520.31.056.17-34

The Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh presents its compliments to the Embassy of Nepal in Dhaka and has honour to inform that the following Nepalese citizens are awaiting repatriation to Nepal after completion of their term of sentences in Bangladesh Jail.

Sl. No.	*Name and Particulars*	*Currently held in*	*To be repatriated through Waiting for repatriation*
1.	*RP No-01/15, Pabon Kumar Yeadob, S.O-Deb Narayan Yeadob, Village-Parbehe, P.S.-Rajib Raj, Dist-Sobtari, Nepal*	*Rangpur Central Jail*	*Waiting for repatriation*
2.	*RP No-06/15, Shongkar Chawla, S.O-Raja Chawla, Village-Bhuthra, P.O. Bourghat P.S.-Bourghat, Dist-Lalporash, Nepal*	*Lalmonirhat District Jail*	*Waiting for repatriation*

It would be deeply appreciated if the esteemed Embassy could kindly take necessary measures for repatriation of the above mentioned two Nepalese nationals at the earliest convenience by contacting concerned authorities of Bangladesh government.

The Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Nepal in Dhaka the assurances of its highest consideration.

Dhaka, 09 January 2017

The Embassy of Nepal
U.N. Road # 2, Baridhara Diplomatic Enclave
Dhaka-1212.

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এনেক্সার -৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন করা হলো:

No. EOND/Jail/074/679

The Embassy of Nepal in Dhaka presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh in Dhaka and has the honour to refer the latter's Note No 19.00.0000.520.31.056.17- 34 dated 09 January 2017 and has the honour to inform that Mr. Paban Kumar Yadav currently held in Rangpur Central jail and waiting for repatriation, has been identified as Nepalese National.

Therefore, the Embassy requests the concern authority to handover Mr Paban Kumar Yardav to the Embassy of Nepal for necessary repatriation to the concerned authority or his family members in Nepal.

The Embassy of Nepal in Dhaka avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs. Government of the People's Republic of Bangladesh in Dhaka the assurances of its highest consideration.

Ministry of Foreign Affairs,
Government of the People's Republic of Bangladesh
Dhaka

Attention: DG, consular & Welfare Wing

C.C to:

Ministry of Home Affairs
Government of the People's Republic of Bangladesh
Security Services Division
Dhaka

Inspector General of Prison
Prison Directorate, Dhaka

Senior Jail Super
Rangpur Central jail

Government of People's Republic of Bangladesh
Prisons Directorate, Dhaka.

Memo No-44.07.0000.027.01.05517-1659 (2) *Dated: 28-8-2017*

Copy with enclosure forwarded for information and necessary action.

Senior Jail Super/Jail Super

Lalmonirhat Central/ Dist Jail

(Suraiya Akter)
Incharge Asstt. Inspector
General of Prison (Law)
For Inspector General of Prison
prison.bd.statistics@gmail.com

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এনেক্সার -৪ নিম্নে অবিকল অনুলিখন করা হলো:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বহিরাগত শাখা-১
www.sad.gov.bd

স্মারক নং ৫৮.০০.০০০০,০৪০,৩৪,০০১.১৭-১৫১১ *তারিখ: ০৬ ভাদ্র ১৪২৪ / ২১ আগস্ট, ২০১৭*

বিষয়ঃ Repatriation of 02(Two) Nepal Nationals from Bangladesh.

সূত্রঃ কারা অধিদপ্তর, ঢাকার স্মারক নং- ৫৮.০৪,০০০০ ০২৭.০২ ০৫১.১৭-১০৩১(৩), তারিখ-২৯/০৫/২০১৭ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রসমূহের ছায়ালিপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। পত্রে বর্ণিত বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক ০২ (দুই) জন মুক্তিপ্রাপ্ত নেপালী নাগরিকের সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ায় নিম্নেবর্ণিত শর্তে স্বদেশ প্রত্যাবাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০২। নিম্নে স্বদেশ প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় বিভিন্ন কারাগারে আটক ০২ (দুই) জন নেপালী নাগরিকদের তথ্য নিম্নরূপ:

SI. NO	Name and Particulars	Currently held in	To be repatriated through
1.	01/15 Pabon Kumar Yeadob, S/O-Deb Narayan Yeadob, Vill-Parbehe, P/S-Rajib Raj, Dist-Sobtari, Nepal	Rangpur Central Jail, Rangpur	Wating for repatriation
2.	06/2015 Shongkar Chawla, S/O-Raja Chawla, Vill-Bhuthra, P.O-Bonighat, P/S-Borughat, Dist-Lalporash, Nepal.	Lalmonirhat District Jail.	Wating for repatriation

শর্তাবলীঃ

১। প্রত্যাবাসন কার্যক্রম কারাবিধি মোতাবেক এবং বিশেষ শাখার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে হতে হবে।
২। তাঁদের সাজার মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে হবে এবং অন্য কোন মামলায় জড়িত থাকলে প্রত্যাবাসন করা যাবে না।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

স্বাঃ অস্পষ্ট
(মুহাম্মদ আবদুর রউফ মিয়া)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৪৫২০
Email: immi1@ssd.gov.bd

বিতরন: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২। H.E. Ambassador, Embassy of Nepal, Gulshan-2, Dhaka.
৩। মহাপরিচালক, বিজিবি, পিলখানা, ঢাকা।
৪। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। জেলা প্রশাসক, রংপুর/লালমনিরহাট।
৬। পুলিশ সুপার, রংপুর/লালমনিরহাট।
৭। সিনিয়র জেল সুপার, রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার, রংপুর।
৮। জেল সুপার, লালমনিরহারহাট জেলা কারাগার, লালমনিরহাট।

কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং ৫৮.০৪.০০০০.০২৭.০১.০৫৪.১৭-১৬০৯(২) তারিখ: ২২-০৮-২০১৭ খ্রি.

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার

লালমনিরহাট নিরহাট কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার।

স্বাঃ অস্পষ্ট
(সুরাইয়া আক্তার)
ভারপ্রাপ্ত সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (আইন)
পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক।
Prison.bd statistics@gmail.com

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এনেক্সার -৫ নিম্নে অবিকল অনুলিখন করা হলো:

Superintendent
Lalmonirhat District Jail

Lalmonirhat.

I am writing this letter in reference to the Home Ministry's letter No 00.0000.040.34.001.17-1511 dated 21 August 2017 regarding Mr. Shongkar Chawla.

Ministry of Foreign Affairs Government of Bangladesh has also informed the illegible that Mr. Shongkor Chowla is waiting for repatriation to Nepal. In this regard to verify his identify and address in Nepal. Mr. Dhan Bahadur Oli, Ministry Counsector & Deputy Chief of Mission at the Embassy along with his Secretary Ms. Reya Seatry will be visiting Lalmonirhat District Jail on 7 September 2017 at 10 am to see Mr. Chawla.

Your kind cooperation in this matter would be highly appreciated.

Dillii Prasad Acharja
Second Secretary

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এনেক্সার -৬ নিম্নে অবিকল অনুলিখন করা হলো:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা সুপারের কার্যালয়
লালমনিরহাট জেলা কারাগার।

স্মারক নং- ৫৮.০৪.৫২০০.১৬৬.০২.০০৬.১৮-২৫৫৭/২

বিষয়ঃ মুক্তিপ্রাপ্ত বিদেশী (নেপাল) বন্দি (আর পি নং-০৬/১৫) শংকর চাওলা, পিতা- রাজা চাওলা, সাং ভতরা, পোঃ বরুঘাট, থানা- বরুঘাট, জেলা- লালপরাস, দেশ নেপালকে মুক্তি প্রদান করতঃ

প্রস্তাবায়নের জন্য- "DEMAND OF JUSTICE NOTICE" প্রেরণ।

১। কারা অধিদপ্তরের পত্র নং-৪৪.০৭.০০০০.০২৭.০১.০৫৫.১৭-১৬৫৯(২)

তারিখ- ২৭/০৮/২০১৭ খ্রিঃ

২। এ দপ্তরের পত্র নং- ৫৮.০৪.৫২০০.১৬৬.০৩.০১৬.১৮-১৯৩৩

তারিখ- ০৬/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিষয়োক্তা মুক্তিপ্রাপ্ত বিদেশী (নেপাল) বন্দি (আর পি নং- ০৬/১৫) শংকর চাওলাকে কালীগঞ্জ থানার মামলা নং-৩১ তারিখ-২৯-০৪-২০১৩ খ্রিঃ জি আর-৯৩/১৩ (কালিঃ) ধারা- বাংলাদেশ বর্ডার কন্ট্রোল এন্ট্রি এ্যাক্ট ১৯৫২ সালের ৪ ধারা এর অন্তবর্তী হাজতের পরোয়ানাসহ গত ৩০/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে এ কারাগারে পাওয়া যায় (ছায়ালিপি সংযুক্তঃ দুই পাতা)। পরবর্তীতে মাননীয় আদালত গত ০২/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাকে এ মামলায় ০৬(ছয়) মাসের বিনাশ্রম সাজা প্রদান করতঃ তার হাজতবাসকালে সাজার মেয়াদ হতে বাদ দেয়ার নির্দেশ দেন। নির্দেশ মোতাবেক তিনি গত ০২/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে মুক্তিপ্রাপ্ত বিদেশী নাগরিক হিসেবে এ কারাগারে অবস্থান করছেন (সংযুক্ত দুই পাতা)।

বরাতে বর্ণিত ০১নং স্মারক (ছায়ালিপি সংযুক্ত চার পাতা) মোতাবেক নেপাল দূতাবাসের মাননীয় মিনিস্টার কাউন্সেলর ও ডেপুটি চাফ অফ মিশন জনাব ধন বাহাদুর অলি এবং তাঁর সেক্রেটারী জনাব রিয়া সেত্রি বর্ণিত নেপালী নাগরিকের পরিচয় যাচাই এর জন্য গত ০৭/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে এ কারাগারে আগমন করেন এবং উক্ত বন্দির সাথে তাঁরা কথা বলেন।

জনাব মোঃ আজিজুর রহমান (দুলু), লিগ্যাল প্রাকটিশনার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সংশ্লিষ্ট নেপালী নাগরিক শংকর চাওলাকে অনতিবিলম্বে কারাগার হতে মুক্তি প্রদান করতঃ তার নিজ দেশে ফেরত প্রদানের জন্য এ দপ্তরে একটি "DEMAND OF JUSTICE NOTICE" প্রেরন করেন (ছায়ালিপি সংযুক্ত তিন পাতা)।

পরবর্তী সদয় নির্দেশ কামনা করে উল্লেখিত নোটিশটি মহোদয় সমীপে এতদসংগে সবিনয়ে প্রেরন করা হইল।

সংযুক্তঃ সংযুক্ত বর্ণনামতে............ ১৪ (চৌদ্দ) পাতা।

(কিশোর কুমার নাগ)
১৮/১১/২০১৮
জেল সুপার
লালমনিরহাট জেলা কারাগার

কারা মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে :-
কারা উপ-পরিদর্শক
রংপুর বিভাগ, রংপুর।
সংযুক্তঃ সংযুক্ত বর্ণনামতে..............১৪ (চৌদ্দ পাতা)

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এনেক্সার -৭ নিম্নে অবিকল অনুলিখন করা হলো:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

পত্র নং ৫৮.০৪.০০০০.০২৭ ০২.০৫৫.১৮-২৫২৪(২) তারিখ: ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৫
০৪ ডিসেম্বর, ২০১৮

বিষয়: বিদেশি (নেপালী) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দি নং-০৬/১৫ (লালমনিরহাট) শংকর চাওলা, পিতা-রাজা চাওলাকে স্বদেশ প্রত্যাবাসনের অনুমোদন প্রসংগে।

সূত্র : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৫৮.০০,০০০০,০৪০,৩৪,০০১.১৭-১৫১১ তারিখঃ ২১-৮-২০১৭ খ্রিঃ।

সরকারের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিষয়োক্ত বিদেশি (নেপালী) বন্দিকে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, লালমনিরহাট কর্তৃক গত ০২-০৩-২০১৫ খ্রিঃ ০৬ (ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন এবং হাজতবাসকাল সাজা হিসেবে গণ্য করার নির্দেশ দেন। সে মোতাবেক উক্ত বন্দির সাজার মেয়াদ গত ০২-৩-২০১৫ খ্রিঃ শেষে হয়েছে। বর্তমানে তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দি হিসেবে স্বদেশ প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় লালমনিরহাট জেলা কারাগারে আটক আছেন। উক্ত বন্দির ০২ (দুই) কপি কারা বিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

২। নেপাল দূতাবাসের মাননীয় মিনিস্টার কাউন্সিলর ও ডেপুটি চীফ অফ মিশন জনাব ধন বাহাদুর অলি এবং তাঁর সেক্রেটারী রিয়া সেত্রি কর্তৃক উক্ত নেপালী নাগরিকের পরিচয় যাচাইয়ের জন্য গত ০৭-৯-২০১৭ খ্রিঃ বন্দির সাথে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট এর বিজ্ঞ আইনজীবী মোঃ আজিজুর রহমান (দুলু), কর্তৃক উক্ত বন্দিকে অনতিবিলম্বে কারাগার হতে মুক্তি প্রদান করতঃ তার নিজ দেশে ফেরত প্রদানের নিমিত্তে গত ৬-১১-২০১৮ খ্রিঃ "DEMAND OF JUSTICE NOTICE" প্রেরণ করা হয় (ছায়লিপি সংযুক্ত)।
৩। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত বিদেশি (নেপালী) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিকে স্বদেশ প্রত্যাবাসনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদাশয় সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
সংযুক্ত: বর্ণনামতে- ১৫ পাতা।

মোঃ ইকবাল হাসান, বিজিবিএম
কর্নেল
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক। পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক।
ফোন-৫৭৩০০২২২ (দপ্তর)।
addl.ig@prison.gov.bd

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃঃ আঃ- অতিরিক্ত সচিব (বহিরাগমন)।

অনুলিপিঃ
জেল সুপার, লালমনিরহাট জেলা কারাগার।
তার পত্র নং-৪৪.০৭.৫২০০.১৬৬.০২.০০৬.১৮-২৫৫৭/২, তারিখঃ ১৮-১১-২০১৮ খ্রিঃ উল্লেখ্য।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এনেক্সার -৯ নিম্নে অবিকল অনুলিখন করা হলো:

EMBASSY OF NEPAL, DHAKA
United Nations Road-02
Baridhara Diplomatic Enclave
Dhaka-1212, Bangladesh

No.EOND/CON-20/80-81/281 24 March 2024

To Jail Super
district Jail
Lalmonirhat

Sub: Authorization Letter

Dear Sir/Madam,

With referecne to the Note no. 84.00.0000.040.34.001.17-1511 dated 21 August 2017, of the Ministry of Home Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, the Embassy of Nepal in Dhaka authorizes Ms. Reya Seatry, Secretary to the Ambassador at this Embassy to sign in the documents and to receive a Nepali national, Mr. Shongkar Chwal, currently at Lalmonirhat District Jail, for his repatriation to Nepal on 03 April 2024. The repatriation approval letter is enclosed herewith for your kind reference.

Your cooperation in this regard would be highly appreciated.

Ghanshyam Bhandari
Ambassador

CC:
Inspector General of Prisons, Prisons Headquarters, Bangladesh
Deputy Inspector General of Prisons, Rangpur Division
District Magistrate, Lalmonirhat
Superintendent of Police, Lalmonirhat

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এনেক্সার -১০ নিম্নে অবিকল অনুলিখন করা হলো:

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of Jail Superintendent
Lalmonirhat District Jail

ACKNOWLEGEMENT OF PRISONER ACCEPTANCE

According to the Ministry of Home Affair's memeo no 58.00.0000.040.34.001.17.1511, Date 21.08.2017 and Prison directorate, Dhaka memo no. 58.04.0000.027.01.054.17.1609(2), Date-22/08/2017 foreign nationals (Nepal) prisoner name (RP No-06/15 Shongkar Chawla, S.O-Raja Chawla, Village-Bhuthra, P.O. Bourhgat, P.S- Boourghat, Dist- lalporash, Nepal detained in Lalmonirhat District jail awaiting for repatriation at the end of the sentence as released prisoner (RP). I am undersigned Reya Seatry7, Secretary to the Ambassador, Embassy of Nepal, Dhaka and hereby accepted the said jail superintendent office of Lalmonirhat District jail on Wednesday dated 03.04.2024 for repatriation to the Nepal. At the same time, I committed that I will sent him back bear all the responsibilities of the prisoner from the time of receiving to repatriation.

Reya Seatry
Secretary to the Ambassador
Embassy of Nepal, Dhaka

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এনেক্সার -১১ নিম্নে অবিকল অনুলিখন করা হলো:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেল সুপারের কার্যালয়
জেলা কারাগার, লালমনিরহাট।
jailsuperlalalmonirhat@gmail.com

পত্র নং- ৫৮.০৪.৫২০০.১৬৬.০৩.০১৬.২৪-১০২৯/৫ *তারিখ:* *২১ চৈত্র ১৪৩০*
০৪ এপ্রিল ২০২৪

বিষয়: নেপালী নাগরিক আরপি নং-০৬/২০১৫ শংকর চাওলা, পিতা- রাজা চাওলা, সাং ভুতরা, পো: বরুঘাট, থানা-বরুঘাট, জেলা- লালবারাস, দেশ- নেপালকে স্বদেশ প্রত্যাবাসন প্রসঙ্গে।

বরাত: ১। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বরিগমন-১, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০৪০.৩৪.০০১.১৭-১৫১১, তাং-২১.০৮.২০১৭।

২। কারা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৮.০৪.০০০০.০২৭.০১.০৫৪.১৭-১৬০৯(২), তাং-২২/০৮/২০১৭।

৩। MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH DHAKA. MEMO NO. 19.00.000.520.31.056.17-34, DATE 09 JANUARY 2017 এবং নেপালী হাইকমিশন ঢাকার স্মারক নং- Dhaka Eond/Con-20/80-81/281. Date March 24.2024

মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বরাতে বর্ণিত স্মারক সমূহের আলোকে বিষয়োক্ত মুক্তিপ্রাপ্ত নেপালী নাগরিক বন্দিকে কারাগার হতে গত ০৩.০৪.২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ নেপালী দূতাবাসে কর্মরত এম এস. রিয়া ছেত্রী সেক্রেটারী রাষ্ট্রদুত, দূতাবাস নেপাল এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। হস্তান্তরের ছায়ালিপি এতদসংগে সবিনিয়ে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ১। বিশদ বিবরণী......................০৩(তিন)টি।
২।হস্তান্তর কপি..........................০১(এক)টি।

মোঃ ওমর ফারুক
বিজে-১৯৭৩০০০৫৮
জেল সুপার
লালমনিরহাট জেলা কারাগার।

কারা মহাপরিচালক
বাংলাদেশ, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১।কারা উপ-মহাপরিদর্শক, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
২। বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, লালমনিরহাট।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বহিরাগমন-১, বাংলাদেশ সবিচবালয়, ঢাকা।
৪। নেপালী দূতাবাস, ঢাকা ইউনাইটেড নেশসস রোড-২, বারিধারা ডিপ্রোমেটিক এনক্ল্যাভ ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় The Control of Entry Act, 1952 নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো:

An Act to make better provision for controlling the entry of Indian citizens into Bangladesh.

WHEREAS it is expedient to make better provision for controlling the entry of Indian citizens into Bangladesh;

It is hereby enacted as follows:-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the 1[* *] 2[Control of Entry] Act, 1952.*

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "enter" means enter by water, land or air;

(b) "passport" means a passport issued or renewed by or under the authority of a person duly empowered to issue or renew it and satisfying the conditions prescribed relating to the class of passports to which it belongs;

(c) "visa" means a visa duly endorsed by an authority empowered in this behalf by or under the authority of the Government on a passport valid and in force;

(e) "Indian citizen" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under the law for the time being in force in India;

(f) "Bangladesh citizen" means a person who is or is deemed to be a citizen of Bangladesh under the law for the time being in force in Bangladesh;

(g) "officer" means an officer or an employee of the Government 4[* *].*

Control of entry

5[3. No Indian citizen shall enter any part of Bangladesh unless he is in possession of a passport with a visa authorising the entry.]
Penalty

4. Whoever contravenes [6][the provision of section 3 shall] be punished with imprisonment which may extend to one year, or with a fine which may extend to one thousand Taka, or with both.

False information
5. Any person who for the purpose of obtaining a passport or a visa 7[* *] makes a statement which he knows to be untrue or does not believe to be true, or makes use of a statement which he knows to be untrue or has reason to believe to be untrue shall be punished with imprisonment which may extend to one year or with a fine which may extend to one thousand Taka or with both.*

Power to arrest
6. (1) Any police officer, customs officer, or other officer empowered in this behalf by a general or special order of the Government 8[* *] or under a rule made under this Act, may arrest without a warrant any person whom such officer reasonably suspects of having contravened 9[the provision] of section 3.*

(2) An officer making an arrest under this section shall, without unnecessary delay, take the person arrested or cause him to be taken before a competent Magistrate having jurisdiction in the place where the arrest is made, or to the officer-in-charge of a police station within whose jurisdiction the arrest is made; and the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898 10[* *] shall, so far as may be, apply in respect of such arrested person.*

Power to remove from Bangladesh
7. (1) The Government may order any person who is not a citizen of Bangladesh convicted under section 4 or section 5 to remove himself from Bangladesh within the time specified in the order.
(2) If such person refuses or fails so to remove himself within the specified time,-

(a) he shall be punished with imprisonment which may extend to one year or with a fine which may extend to one thousand Taka or with both, and

(b) he may be removed from Bangladesh under the order of the Government, who may use all such means as may, in the circumstances, be necessary to effect the removal.

(3) [Omitted by section 3 and the Second Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973).]

Power to make rules

8. (1) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules to carry into effect the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, the rules may provide for,-

(a) the different types of visas which may be granted;

(b) the authorisation or appointment of persons by whom visas may be granted, varied, extended and cancelled;

(c) the charges and fees payable for obtaining application forms and visas and the extension of visas;

(d) the conditions and restrictions which may be imposed under this Act on the holder of a passport;

(e) the exemptions which may be granted, with or without conditions, to any person or class of persons in respect of any provision of this Act or the rules made thereunder;

(f) the conditions and restrictions which Indian citizens may be required to comply with;

(g) the alteration or modification of or exemption from any condition or restriction imposed under a visa on the holder of a passport after his entry into Bangladesh;

(h) the fixing and notification of check-posts and routes; and

(i) the procedure for registering and reporting to the police required under the rules for certain categories of visa holders.

(3) Rules made under this section may provide that any contravention thereof or of any order issued thereunder shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand Taka, or with both.

Delegation of powers

9. The Government may by order direct that any power conferred on it under this Act may in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercised by any officer or authority subordinate to it or specified by it.

Protection of persons acting under this Act

10. No prosecution, suit or other legal proceeding shall be commenced against any person in respect of anything done or purporting to be done in exercise of the powers conferred by or under this Act, except with the sanction of the Government 11[* *].*

[Omitted.] 11. [Repeal of Ordinance X of 1952 and savings.- Omitted by section 3 and the Second Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973).]

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় "The Control of Entry Act, 1952" এর সরকার কর্তৃক গেজেট আকারে প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো:

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ৩০, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৮ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও নং ৮৮-আইন/২০২৪। সরকার, কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ২৯(খ) এর ক্রমিক ৫ ও ৮ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত "Control of Entry Act, 1952" এর বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল-

(কন্ট্রোল অব এন্ট্রি অ্যাক্ট, ১৯৫২ এর অনুদিত বাংলা পাঠ)

কন্ট্রোল অব এন্ট্রি অ্যাক্ট, ১৯৫২

(১৯৫২ সনের ৫৫ নং আইন)

[১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫২]

ভারতীয় নাগরিকগণের বাংলাদেশে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিকতর কার্যকর বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু ভারতীয় নাগরিকগণের বাংলাদেশে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিকতর কার্যকর বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন। (১) এই আইন ***] কন্ট্রোল অব এন্ট্রি অ্যাক্ট, ১৯৫২) নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(ক) 'প্রবেশ' অর্থ জলপথ, স্থলপথ বা আকাশপথে প্রবেশ,

(খ) 'পাসপোর্ট' অর্থ কোনো পাসপোর্ট যাহা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্বাধীনে প্রদান বা নবায়ন করা হইয়াছে, এবং যাহা যে শ্রেণির পাসপোর্ট সেই শ্রেণি সম্পর্কিত নির্ধারিত শর্ত পূরণ করিয়াছে।

(গ) "ভিসা" অর্থ সরকার কর্তৃক বা উহার কর্তৃত্বাধীনে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো বৈধ ও কার্যকর পাসপোর্টের উপর যথাযথভাবে পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত কোনো ভিসা;

[বিলুপ্ত]

(ঙ) 'ভারতীয় নাগরিক' অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি ভারতে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন ভারতের নাগরিক বা ভারতের নাগরিক হিসাবে গণ্য;

(চ) "বাংলাদেশের নাগরিক' অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন বাংলাদেশের নাগরিক বা বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য:

(ছ) "কর্মকর্তা" অর্থ সরকারের [***] কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী।

৩। প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ।- কোনো ভারতীয় নাগরিক পাসপোর্ট ও প্রবেশের ভিসা ব্যতীত বাংলাদেশের কোনো অংশে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।)

৪। দন্ড।- যদি কোনো ব্যক্তি [ধারা ৩ এর বিধান] লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক বৎসরের কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৫। মিথ্যা তথ্য।- যদি কোনো ব্যক্তি পাসপোর্ট ও ভিসা [***] প্রাপ্তির জন্য এমন কোনো বিবৃতি প্রদান করেন যাহা তিনি অসত্য বলিয়া জানেন বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, অথবা এমন কোনো বিবৃতি ব্যবহার করেন যাহা তিনি অসত্য বলিয়া জানেন, বা অসত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক বৎসরের কারাদন্ড, বা এক হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬। গ্রেফতারের ক্ষমতা।- (১) কোনো পুলিশ কর্মকর্তা, শুল্ক কর্মকর্তা বা সরকার [***] কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, বা এই আইনের প্রণীত বিধির অধীন, ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারি পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেফতার করিতে পারিবেন যদি উক্ত কর্মকর্তা যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করেন যে, উক্ত ব্যক্তি ধারা ৩ এর কোনো বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন।

(২) এই ধারার অধীন গ্রেফতারকারী কোনো কর্মকর্তা, অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব ব্যতীত, গ্রেফতারের স্থানের উপর এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট, বা যে থানার এখতিয়ারাধীন এলাকায় গ্রেফতার করা হইয়াছে সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে হাজির করিবেন এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর [***] বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

৭। **বাংলাদেশ হইতে বহিষ্কারের ক্ষমতা।-(১)** বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি যদি ধারা ৪ বা ধারা ৫ এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে সরকার তাহাকে আদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি উক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন বা ব্যর্থ হন, তাহা হইলে

(ক) তিনি অনধিক এক বৎসরের কারাদন্ড, বা এক হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং

(খ) তাহাকে সরকারের আদেশবলে বাংলাদেশ হইতে বহিষ্কার করা যাইবে এবং উক্ত বহিষ্কারাদেশ কার্যকর করিবার জন্য, পরিস্থিতি বিবেচনায়, প্রয়োজনীয় যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

[(৩) বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

৮। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা। (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া উক্ত বিধিমালায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:-

(ক) মঞ্জুর করা যাইতে পারে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের ভিসা:

(খ) ভিসা মঞ্জুর, পরিবর্তন, মেয়াদবৃদ্ধি ও বাতিল করিবার জন্য ব্যক্তিবর্গকে ক্ষমতা প্রদান বা নিয়োগ:

(গ) আবেদনের ফরম ও ভিসা প্রাপ্তি এবং ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পরিশোধ্য চার্জ ও ফি নির্ধারণ;

(ঘ) এই আইনের অধীন কোনো পাসপোর্টধারীর উপর আরোপণীয় শর্ত ও বিধিনিষেধ নির্ধারণ;

(ঙ) এই আইন বা তদদীন প্রণীত কোনো বিধিমালার অধীন কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিশ্রেণিকে, শর্তসহ বা শর্ত ব্যতীত, প্রদেয় অব্যাহতি নির্ধারণ;

(চ) ভারতীয় নাগরিক কর্তৃক প্রতিপালনীয় শর্তাবলি ও বিধিনিষেধ নির্ধারণ;

(ছ) বাংলাদেশে প্রবেশের পর কোনো পাসপোর্টধারীর প্রতি ভিসার অধীন আরোপিত কোনো শর্ত বা বিধিনিষেধের পরিবর্তন বা সংশোধন বা উহা হইতে অব্যাহতি প্রদান,

(জ) চেকপোস্ট ও রুট নির্ধারণ ও তৎসম্পর্কে প্রজ্ঞাপন; এবং

(ঝ) কতিপয় শ্রেণির ভিসাধারীর জন্য বিধিমালা অনুসারে পুলিশের নিকট নিবন্ধন ও রিপোর্ট করিবার পদ্ধতি নির্ধারণ।

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত বিধিমালায় উহার কোনো বিধান বা উহার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ লঙ্ঘনের জন্য অনধিক এক বৎসরের কারাদন্ড, বা এক হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত করিবার বিধান করা যাইবে।

*৯। **ক্ষমতার্পণ**। সরকার, আদেশ দ্বারা, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, এই আইনের অধীন উহার উপর অর্পিত ক্ষমতা, আদেশে উল্লিখিত পরিস্থিতি ও শর্তে, যদি থাকে, কোনো কর্মকর্তা বা উহার অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ করা যাইবে।*

*১০। **এই আইনের অধীন কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তির রক্ষণ**।- সরকারের [***] অনুমোদন ব্যতীত, এই আইনের দ্বারা বা উহার অধীন অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কৃত কোনো কার্যের জন্য বা কোনো কার্যের অভিপ্রায়ের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি, ফৌজদারি বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।*

*[১১। **১৯৫২ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ এর রহিতকরণ ও হেফাজত**।- বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা বিলুপ্ত।।*

রাষ্ট্রপতির
আদেশক্রমে
মোঃ আমিন আল
পারভেজ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় কালিগঞ্জ (লালমনিরহাট) থানার মামলা নং-৩১ তারিখ ২৯.০৪.২০১৩ (The Control of Entry Act, 1952 এর ধারা ৪) নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো:

সিডি নং-২২২৬/১৭
প্রাথমিক তথ্য বিবরণী
(নিয়ন্ত্রন নং ২৪৩)

থানায়পেশ কৃত ফৌজদারী বিধান কোষের ১৫৪ নং ধারায় ধর্তব্য অপরাধ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য

উপজেলা- কালীগঞ্জ

জেলা- লালমনিরহাট।

নং- ৩১/৯৩ ঘটনার তারিখ ও সময়ঃ ইং ২৯/০৪/১৩ সময় ১১.৩০ ঘটিকা।

পেশ করার তারিখ ও সময়ঃ ২৯/০৪/১৩-১৭.৪৫।

ঘটনার স্থান, থানা হইতে দূরুত্ব ও দিক এবং দায়িত্বাধীন এলাকা নঙ্ঘ ঘটনাস্থল-

চন্দ্রপুর মৌজাস্থ বাংলাদেশ সীমান্তের মেইন পিলার ৯১৩ এর এ এস হইতে অনুঃ ৫০০ গজ বাংলাদেশের ভিতরে। থানা হইতে দুরত্ব অনুমান ২৪ কিঃ মিঃ উঃ পূর্ব

দিকে। জে এল নং ৪৩ ইউ.পি নং-V (চন্দ্রপুর) চন্দ্রপুর ইউপি।

থানা হইতে প্রেরণের তারিখঃ ৩০/০৪/১৩।

সংবাদদাতা এবং অভিযোগকারীর নাম ও বাসস্থান/ ঠিকানাঃ মোঃ নুরুল ইসলাম হাঃ নং ৪৬৮২৭ ইউ ১৫ বিজিবি বি এন ডি কোম্পানী বুড়িরহাট, বিওপি কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট।

আসামীর নাম ও বাসস্থান/ঠিকানাঃ ১। শংকার চাওলা (৪৫) পিতা রাজা চাওলা গ্রাম ভূতরা থানা বরতঘাট জেলা-লাল বারাস নেপাল।

ধারাসহ অপরাধ এবং লুন্ঠিত দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ-ধারা- বাংলাদেশ বর্ডার কন্ট্রোল ই.এ্যাক্ট এর ৪ ধারা। অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করার অপরাধ।

উদ্ধার বিভিন্ন মূল্য মানের নেপালী রুপী ১৪৪/ ভারতীয় রুপী ২১/ ও সৌদি ৩/রিয়েল।

তদন্ত চালনার কর্ম তৎপরতা এবং বিলম্বে তথ্য রেকর্ড করার কৈফিয়তঃ বাদীর লিখিত অভিযোগ ধৃত আসামী ও জব্দকৃত মালামাল সহ অদ্য থানায় প্রাপ্ত হইয়া এজাহারের সকল কলাম সমুহ পূরন পূর্বক অত্র মামলা রুজু করিলাম। খতিয়ানে নোট দিলাম। মামলাটির তদন্তভার এস আই এস এম আঃ রাজ্জাক বিপি নং-৬৪৮৩০৪২৮৬০ এর উপর অর্পন করা হইল।

বাদীর লিখিত অভিযোগ মূল এজাহার হিসাবে গন্য করিয়া অত্রের সাথে কপি সংযুক্ত করিলাম।

স্বাঃ/২৯/০৪/১৩
উরিদ উদ্দিন
পুলিশ পরিদর্শক
কালীগঞ্জ থানা, জেলা-
লালমনিরহাট।

স্বাঃ/অস্পস্ট
২৯/০৪/১৩
অফিসার ইনচার্জ
কালীগঞ্জ থানা, জেলা- লালমনিরহাট।
বরাবর,
অফিসার ইনচার্জ,
কালীগঞ্জ থানা, লালমনিরহাট।
বিষয়ঃ- নেপালী নাগরিক আটক সমন্ধে এজাহার।
জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নং ৪৬৬২৭ হাবিৎ মোৎ নুরুল ইসলাম সংগে নং-৭০৩৭৭ সিপাহী মোঃ আঃ কাদের নং ৭৩৩৬৭ সিপাহী মোঃ খবির উদ্দিন ও নং ৮৪৬২১ সিপাহী মোঃ রেজাউল ইসলাম সহ আটককৃত নেপালী নাগরীক আসামী শংকর চাওলা পিতা রাজা চাওলা গ্রাম ভূতরা থানা বরত ঘাট জেলাঃ লালপরাস নেপাল কে থানায় হাজির করিয়া লিখিত এজাহার দাখিল করিতেছে যে, অদ্য ২৯/৪/২০১৩ ইং সময় ০৭.০০ ঘটিকার সময় উপরোক্ত সৈনিক সহ চন্দ্রপুর এলাকায় টহলে বাহির হই। চন্দ্রপুর বাজারে ১১০০ ঘটিকার সময় অবস্থানকালে লোক মারফতে সংবাদ পাইযে চন্দ্রপুর গ্রামের ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় একজন ব্যাক্তি ভারত হইতে বাংলাদেশে প্রবেশ করিতেছে এই সংবাদের প্রেক্ষিতে আমি আমার টহলহদ নিয়ে চন্দ্রপুর সীমান্তের মেইন পিলার ৯১৩ এর ৩ এস হইতে আনুমানিক ৫০০ গজ বাংলাদেশের ভিতরে উপরোক্ত আসামীকে স্থানীয় জনসাধারন স্বাক্ষী ১ নং মোঃ এনতাজ আলী পিতা জমির উদ্দিন শেখ গ্রাম চন্দ্রপুর পোঃ চন্দ্রপুর থানা-কালীগঞ্জ জেলা-লালমনিরহাট ২নং মোঃ শফিকুল ইসলাম পিতা মৃত ইব্রাহিম গ্রাম-চন্দ্রপুর পোঃ চন্দ্রপুর থানা-কালীগঞ্জ জেলা- লালমনিরহাট দ্বয় সহ অনেকের উপস্থিতিতে ১১৩০ ঘটিকার সময় আটক করিয়া তাকে জিজ্ঞাসাবদ করিলে সে হিন্দি ভাষায় উপরোক্ত নাম ঠিকানা জানায়।
কি কারনে বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হয়। অতপর উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তাহার শরীর তল্লাশী করিয়া নেপালী মুদ্রা-১৪৪ রুপী, ভারতীয়-২১ রুপী ও সৌদি ৩ রিয়েল পাওয়া যায়। যাহা সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ করিয়া স্বাক্ষর গ্রহন করি।
অতএব উল্লেখিত আসামী অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করিয়া দন্ডনীয় অপরাধ করায় তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
সংযুক্তঃ- সিজার ফরম মূল ০১ কপি,
ফটোকপি ০১ পাতা।

বিনীত স্বাঃ/
মোঃ নুরুল ইসলাম
নং-৪৬৮২৭
পদবীঃ হাবিলদার
ইউ ১৫ বিজিবি এন
ডি কোম্পানী- বুড়িরহাট বিওপি

কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট।

বাদীর লিখিত অভিযোগ ধৃত আসামী ও জব্দকৃত মালামাল সহ অদ্য ইং ২৯/০৪/১৩ তারিখ সময় ১৭.৪৫ ঘটিকায় থানায় প্রাপ্ত হইয়া কালীগঞ্জ থানার মামলা নং-৩১ তাং ২৯/০৪/১৩ ইং ধারা- বাংলাদেশ বর্ডার কন্ট্রোল, ই এ্যাক্ট এর ৪ ধারা রুজু করা হইল।

দেখিলাম
স্বাঃ/ অস্পস্ট
অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল
ম্যাজিস্ট্রেট
লালমনিরহাট।

স্বাঃ/ অস্পস্ট
২৯/০৪/১৩ অফিসার ইনচার্জ
কালীগঞ্জ থানা, জেলা- লালমনিরহাট।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় কালিগঞ্জ (লালমনিরহাট) থানার অভিযোগ পত্র নং-৯৬ তারিখ ৩১.০৫.২০১৩ (The Control of Entry Act, 1952 এর ধারা ৪) নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো:

সিডি নং-২২২৬/১৭
অভিযোগপত্র
[নিয়ন্ত্রন নং- ২৭২]
I/O:-এস এম আঃ রাজ্জাক, এস আই কালীগঞ্জ থানা, জেলা- লালমনিরহাট।
ধারা-বাংলাদেশ বর্ডার কন্ট্রোল ই এ্যাক্ট ১৯৫২ স।

অভিযোগ পত্র নং-৯৬ *তারিখঃ ৩১/০৫/২০১৩খ্রিঃ*

বিচারের নির্ধারিত তারিখঃ বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক ধার্য্য হইবে।
প্রাথমিক তথ্য নং- ৩১ *তারিখঃ ২৯/০৪/২০১৩ খ্রিঃ।*
জেলা- লালমনিরহাট। *থানা- কালীগঞ্জ*

১। অভিযোগকারী অথবা তথ্য প্রদানকারীর নাম ও ঠিকানা পেশাঃ- মোঃ নুরুল ইসলাম হাঃ নং ৪৬৮২৭ ইউ ১৫ বিজিবি বি এন ডি কোম্পানী- বুড়িরহাট বিওপি।
২। গ্রেপ্তারকৃত অথবা পলাতক সমেত অগ্রেপ্তারকৃত যে সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হয় নাই তাহাদের নাম ও ঠিকানা। (পলাতকগণের বেলায় লাল কালিতে চিহ্নিত করিতে হইবে।):-
৩। কাহার তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেঃ- SENT UP IN C/S:-১। শংকর চাওলা (৪৫) পিতা রাজা চাওলা সাং ভূতরা থানা বরুঘাট জেলা- লালপরাস নেপাল। উল্লেখিত আসামীকে গ্রেফতার পূর্বক গত ইং ৩০/০৪/১৩ তাং বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হইয়াছে।
৪। জামিনে অথবা মুচলেকায়ঃ-
৫। প্রাপ্ত মালামাল (অস্ত্রসহ) কোথায়, কখন এবং কাহার দ্বারা প্রাপ্ত তাহার বিবরণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাটানো হইয়াছে কিনা? আলামতঃ- ১। নেপালী ১০০ রুপি ১ টি নোট ২। নেপালী ১০ রুপির ৩ টি নোট ৩। নেপালী ৫ রুপির ২টি নোট ৪। নেপালী ১ রুপির ১ টি কয়েন। ৫। ভারতের ১০ রুপির ১ টি নোট। ৬। ভারতের ২ রুপির ৩ টি কয়েন ৭। ভারতের ১ রুপি ৫ টি কয়েন ৮। সৌদী রিয়াল ১ রিয়াল ৩ টি নোট। ৯। একটি মানি ব্যাগ। উল্লেখিত আলামত চালান মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হইয়াছে।
৬। স্বাক্ষীদের নাম ও ঠিকানাঃ ১। বাদী ২। মোঃ এন্তাজ আলী (৫২) পিতা মৃত জমির উদ্দিন শেখ সাং চন্দ্রপুর ৮নং ওয়ার্ড। ৩। শফিকুল ইসলাম (৫৫) পিতা মৃত ইব্রাহীম সাং চন্দ্রপুর বাজার ৪। আঃ রহিম উদ্দিন (৬০) পিতা মৃত গুড়ু শেখ সাং খামার ভাতী ৭ নং ওয়ার্ড সর্বথানা কালীগঞ্জ জেলা- লালমনিরহাট ৫। সিপাহী নং-৭০৩৭৭ আঃ কাদের ৬। নং ৭৩৩৬৭ খবির উদ্দিন ৭। নং ৮৪৬২১ রেজাউল ইসঃ সরব ইউ ১৫ বিজিবি বি এন ডি কোম্পানী বুড়িরহাট বিওপি, কালীগঞ্জ থানা, লালমনিরহাট। ৮। R/O জনাব মোঃ আমিরুজ্জামান অফিসার ইনচার্জ, ৯। I/O এস এম আঃ রাজ্জাক এস আই উভয় থানা- কালীগঞ্জ জেলা- লালমনিরহাট। উল্লেখিত সাক্ষীগনের প্রতি সমন ইস্যু করিতে মর্জি হয়।
৭। অভিযোগ অথবা তথ্য, অপরাধের নাম ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং আইনে যে ধারায় অভিযুক্ত করা হইয়াছে।:- অত্র মামলার এজাহারের সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে, বাদী অভিযোগ করেন গত ইং ২৯/০৪/১৩ তারিখ বাদী সংগীয় ফোর্স সহ চন্দ্রপুর এলাকায় টহল ডিউটি কালে গোপন সংবাদ পাইয়া ১১.৩০০ ঘটিকার সময় চন্দ্রপুর সীমানা পিলার ৯১৩ এর এ এস হইতে ৫০০ গজ অভ্যন্তরে আসামী শংকার চাওলা কে ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসাবাদে সে হিন্দিতে তাহার নাম ঠিকানা প্রকাশ করে। অবৈধ ভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ সংক্রান্তে কোন সঠিক উত্তর দিতে পারে নাই। বাদী তাহার দেহ তল্লাশী করিয়া ১৪৪ রুপ ভারতীয় ২১ রুপি এবং সৌদি ৩ রিয়াল উদ্ধার করেন। বাদী উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ করিয়া ধৃত আসামী ও জব্দকৃত আলামত থানায় হাজির করিয়া উপরোক্ত

এজাহার দায়ের করেন। বাদীর উপরোক্ত এজাহারের প্রেক্ষিতে অফিসার ইনচার্জ সাহেব মামলাটি রুজু করিয়া তদন্তভার আমার উপর অর্পন করিলে আমি মামলার তদন্তভার গ্রহন করি।

মামলাটি তদন্তকালে এজাহার পর্যালোচনাকরি আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করি। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি, খসড়া মানচিত্র অংকন ও সুচীপত্র প্রস্তুত করি। জব্দকৃত আলামত পর্যালোচনা করি। স্বাক্ষীদের জবানবন্দী কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করি। তদন্ত তদারকিতে সহায়তা সহ প্রতিবেদন সংগ্রহ করি। মামলার ঘটনার বিষয়ে প্রকাশ্য ও গোপনে তদন্ত করি।

অত্র মামলাটি প্রাথমিক তদন্তে প্রাপ্ত স্বাক্ষ্য প্রমানে ঘটনা ও ঘটনাস্থলের পারি পার্শ্বিকতার আলোকে তদন্তকালে জানা যায় সে গত ইং ২৯/০৪/১৩ তারিখ মামলার বাদী হাবিলদার নুরুল ইসলাম সংগীয় ফোর্স সহ সকাল ০৭.০০ ঘটিকার সময় চন্দ্রপুর এলাকায় টহল ডিউটি করিতেছিলেন। বেলা অনুমান ১১.০০ ঘটিকার সময় চন্দ্রপুর বাজারে অবস্থান কালে বাদী গোপনসূত্রে জানতে পারেন চন্দ্রপুর সীমান্ত দিয়ে একজন লোক অবৈধ ভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। উক্ত সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বাদী সংগীয় ফোর্স সহ চন্দ্রপুর সীমান্ত এলাকায় অভিযান কালে বেলা ১১.৩০ ঘটিকার সময় চন্দ্রপুর সীমানাবর্তী মেইন সীমানা পিরার ৯১৩ এর এ এস হইতে অনুমান ৫০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পায়ে হাটা কাঁচা রাস্তার উপর বাদী সংগীয় ফোর্স সহকারে আসামী শংকার চাওলাকে ধৃত করেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্বাক্ষীদের সামনে আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে সে তাহার এজাহার বর্ণিত নাম ঠিকানা হিন্দি ভাষায় প্রকাশ করে। আসামী শংকর চাওলা অবৈধ ভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ সংক্রান্তে কোন বৈধ কোন কাগজপত্র সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে নাই। বাদী সাক্ষীদের সামনে আসামী শংকর চাওলার দেহ তল্লাশী করিয়া বিভিন্ন দেশের মুদ্রা নেপালী ১৪৪ রুপ, ভারতীয় ২১ রুপি সৌদি ৩ রিয়াল উদ্ধার করেন। বাদী জব্দ তালিকা মূলে মুদ্রা গুলো জব্দ করেন। জব্দকৃত আলামত ও ধৃত আসামী সংকর চাওলা কে থানায় সোপর্দ করেন। তদন্তকালে আসামী শংকর চাওলার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বাংলাদেশ অনু প্রবেশের অপরাধ বাংলাদেশ বর্ডার কন্ট্রোল ই এ্যাক্ট ১৯৫২ সালের ৪ ধারা প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়ায় উল্লেখিত আসামীর বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে প্রকাশ্য বিজ্ঞ আদালতে বিচারার্থে কালীগঞ্জ থানার অভিযোগ নং ৯৬ তাং ৩১/০৫/১৩ ইং ধারা বাংলাদেশ বর্ডার কন্ট্রোল ই এ্যাক্ট ১৯৫২ সালের ৪ দাখিল করিলাম। বাদীকে তদন্তের ফলাফল অবহিত করা হইয়াছে।

দাখিলকারী
স্বাঃ/৩১/০৫/২০১৩
এস এম আব্দুর রাজ্জাক
ডবপি নং-৬৪৮৩০৪২৮৬০
এস আই অব পুলিশ
কালীগঞ্জ থানা, লালমনিরহাট।

১। আমি, দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের (গ্রাম্য অপরাধনোট- বহি) রেজিষ্ট্রার সহিত পরীক্ষা করিয়া এবং অন্যান্য সমস্থ বিষয়ে পূর্ণ তদন্ত করিয়া নিশ্চিত ভাবে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, অভিযুক্ত বা পলাতক ব্যক্তি, যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে, মিথ্য নাম ও ঠিকানা দিয়েছে অথবা পূর্বে দন্ডভোগ করিয়াছে এবং আমি জানতে পারিয়াছি যে,- C&A veryfied নাম ঠিকানা যাচাই কৃত।

২। আমি এই মর্মেও প্রত্যয়ন করিতেছি যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি গন অত্র এলাকায় দশ বৎসরের কম/বেশি সময় যাবত বসবাস করিতেছে।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পূর্ব ইতিহাস নিম্ন রুপঃ PC & PR NIL

অগ্রগামী করা হল।
স্বাঃ/ ৩১/০৫/১৩
মোঃ আমিরুজ্জামান
বিপি নং-৬৭৯২০৩৪৫২৩
পুলিশ পরিদর্শক
অফিসার ইনচার্জ
কালীগঞ্জ থানা, জেলা-
লালমনিরহাট।

দাখিলকারী
স্বাঃ/৩১/০৫/২০১৩
এস এম আব্দুর রাজ্জাক
ডবপি নং-৬৪৮৩০৪২৮৬০
এস আই অব পুলিশ
কালীগঞ্জ থানা, লালমনিরহাট।

দেখিলাম
স্বাঃ/ অস্পস্ট
অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল
ম্যাজিস্ট্রেট
লালমনিরহাট।
১৩/০৬/১৩ ইং

গৃহীত
স্বাঃ/ অস্পস্ট
অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল
ম্যাজিস্ট্রেট লালমনিরহাট।
১৩/০৬/১৩ ইং

মোঃ মশিউর রহমান মন্ডল
কম্পিউটার
মুদ্রাক্ষরিক/কপিষ্ট।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-১. লালমনিরহাট এর আদেশ নং-৮ তারিখ ০২.০৩.২০১৫ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো:

সিডি নং-২২২৬/১৭

জেলাঃ লালমনিরহাট।
মোকামঃ বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-১. লালমনিরহাট।
উপস্থিতঃ জনাব আলমগীর কবির শিপন, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, লালমনিরহাট।
মামলা নং- জি আর- ৯৩/১৩ (কালীঃ)

রাষ্ট্র----------------
-----------বাদী
বনাম
শংকর চাওলা--- আসামী।

আদেশের ক্রমিক নং- ০৮ তারিখঃ ০২/০৩/১৫
অদ্য চার্জ শুনানীর জন্য আছে। আসামী মোট ৩১ জন শংকর C/W মূলে হাজির। অত্র মামলার হাজতী আসামী দোষ স্বীকারের আবেদন করেন। দেখিলাম। অদ্য চার্জ বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য আছে। এজাহার, চার্জশীট, সাক্ষীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারার বিধান মোতাবেক প্রদত্ত জবানবন্দী এবং তৎসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দালিলিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা করা হলো। সার্বিক পর্যালোচনায় আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ধারায় চার্জগঠনের মতো সুনির্দিষ্ট উপাদান সাক্ষ্য সমুহে পরিলক্ষিত হয় সঙ্গত কারনে আসামী শংকর চাওলার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ (কন্ট্রোল অফ এন্ট্রি) এ্যাক্ট এর ৪ ধারায় চার্জ গঠন করা হলো। গঠিত অভিযোগ আসামীকে পাঠ করে শোনালে তিনি দোষ স্বীকার করে জবানবন্দী প্রদান করে। উপর্যুক্ত পর্যালোচনার আলোকে আসামী শংকর চাওলা, পিং রাজা চাওলা সাং ভূতয়া থানা বরুঘাট জেলা- লাগবারস নেপাল কে বাংলাদেশ (কন্ট্রোল অফ এন্ট্রি) এ্যাক্ট ১৯৫২ এর ৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত পূর্বক ৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হলো। সাজা পরোয়ানা মুলে আসামীকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হোক। আসামী ইতোপূর্বে হাজত বাস করে থাকলে তা প্রদত্ত সাজার মেয়াদ হতে বাদ যাবে। উল্লেখ্য যে, আসামী ৩০/০৪/১৩ ইং হতে হাজতে আছে। এতে প্রতীয়মান তার সাজার মেয়াদ বহু পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে। সঙ্গত কারনে আসামীকে তার নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমিগ্রেশন, বুড়িমারী স্থলবন্দও পাটগ্রাম কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। আদেশের কপি ওসি ইমিগ্রেশন, পাটঃ, জেল সুপার (লালমনিরহাট) পুলিশ সুপার (লালমনিরহাট) এবং মাননীয় সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ বরাবর প্রেরণ করা হোক।

স্বাঃ/
আলমগীর কবির শিপন
সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
আদালত-১, লালমনিরহাট

মোঃ মশিউর রহমান মন্ডল
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ কপিষ্ট।

The Control of Entry Act, 1952 এর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, *“ভারতীয় নাগরিকগণের বাংলাদেশে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিকতর কার্যকর বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন”*। অর্থাৎ এই আইনটি শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকগণের জন্য প্রযোজ্য।

স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী শংকর চাওলা একজন নেপালী নাগরিক। তাহলে একজন নেপালী নাগরিককে কিভাবে ভারতীয় নাগরিকগণের জন্য প্রযোজ্য আইনে গ্রেফতার এবং সাজা প্রদান করা হলো?

The Control of Entry Act, 1952 এর ৪ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে দরখাস্তকারী শংকর চাওলাকে আলমগীর কবির শিপন বিজ্ঞ সিনিয়র

জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, লালমনিরহাট বে-আইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে ০৬ মাসের সাজা প্রদান করেছেন।

দরখাস্তকারী শংকর চাওলা উপরিউল্লিখিত বে-আইনী সাজার মেয়াদ বিগত ইংরেজী ০২.০৩.২০১৫ তারিখে শেষ হওয়ার পর হতে "মুক্তি প্রাপ্ত" বিদেশী নাগরিক হিসেবে লালমনিরহাট জেলা কারাগারে বিগত ইংরেজী ০৩.০৪.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ছিলেন।

"মুক্তি প্রাপ্ত" ব্যক্তি কিভাবে কারাগারে আটক থাকে? এমন আইন আমাদের দেশে তো দূরের কথা পৃথিবীর কোথাও নেই।

নথী পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, লালমনিরহাট জেলা কারাগার কর্তৃক প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে নেপাল দূতাবাসে মিনিস্টার কাউন্সিলর ও ডেপুটি জনাব ধন বাহাদুর ওলি এবং তার সচিব রিয়া সেত্রী দরখাস্তকারী শংকর চাওলার পরিচয় যাচাইয়ের নিমিত্তে দরখাস্তকারী শংকর চাওলার সাথে বিগত ইংরেজী ০৭.০৯.২০১৭ তারিখে লালমনিরহাট কারাগারে গিয়ে কথা বলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, নেপাল দূতাবাসের উপরিউল্লিখিত কর্মকর্তাদ্বয় দরখাস্তকারী শংকর চাওলার সাথে কথা বলে যাওয়ার দীর্ঘ ০৭ বছর পর বিগত ইংরেজী ০৩.০৪.২০২৪ তারিখে দরখাস্তকারী শংকর চাওলাকে লালমনিরহাট জেলা কারাগার হতে গ্রহণ করেন এবং নেপালে পাঠান।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজিবী সমিতি বনাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য **(BLT497)** মোকদ্দমার রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো:

LEX/BDHC/0164/2008
Equivalent Citation: 2008 28 810 180, 2013(21) BLT(HCD)497

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
(HIGH COURT DIVISION)

Writ Petition No. 5359 of 2006
Decided On: 14.08.2008

Appellants: ***BANGLADESH JATIYO MAHILA AINJIBI SAMITY (BJMAS)***
Vs.
Respondent: ***MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND OTHERS***

Hon'ble Judges:
Syed Mahmud Hossain and Farid Ahmed, JJ.

Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Fawzia Karim Firoze with Rehaka Sultan and Sathi Shajahan
For Respondents/Defendant: M. Sajawar Hossain for respondent Nos. 4 and 6, Md. Asaduzzaman, for respondent No. 5, Mahmudul Islam, Amicus Curiae

JUDGMENT

Syed Mahmud Hossain, J.

1. *In this application under Article 102 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, a Rule Nisi was issued calling upon the respondents to show cause as to why respondent No. 4 should not be directed to hand over the seven children described in paragraph No. 3 of the supplementary affidavit dated 18.6.2006, to the custody of the Bangladesh Jatiyo Mahila Ainjibi Samity (the petitioner herein) till submission of the report after D.N.A test of respondent No. 4 and his wife including the said seven minor children. At the hearing, it was detected that the Rule was not issued upon Mrs. Anwara Rahman, the alleged mother of seven children. Consequently, the Rule was treated as not heard. Subsequently, the petitioner filed an application for addition of party and for issuance of supplementary Rule. Accordingly, supplementary Rule was issued on Mrs. Anwara Rahman, added respondent No. 6 who also appeared by filing a vokalatnama and affidavit-in-opposition before this Court. After that, the Rule Nisi was heard on merit.*
2. *The facts leading to the issuance of the Rule, in brief, are:*

3. *The Bangladesh Jatiyo Mohila Ainjibi Samity (in short, BJMAS) is a group of lawyers providing legal aid to women and children. In 1979, BJMAS started trafficking research. advocacy, providing shelter to victims of violence, repatriating victims of trafficking and illegal immigration. BJMAS is well known to the judiciary. The Courts holding trial frequently sent the victims of violence to stay in the shelter home of BJMAS. After reading the news item of seven children's delivery of the wife of a former Deputy Inspector General of Police (DIG) in a single instance of pregnancy a serious doubt was created about their parenthood in the mind of the general public. It was alleged that the DIG's wife used to procure children of various ages in order to traffic them out of the country as gathered from various news papers. Meanwhile, the news regarding the paternity of the seven children created suspicion amongst the people and different organization moved the Court for an possible sib-pairs tested.*

The result of the Sibling Index therefore, indicates that all the seven children are highly unlikely to be related to each other. (When Sibling Index is less than 1.0, it is unlikely that the individuals are biological siblings. A Sibling. Index of 1.0 or greater increases the likelihood that two individuals are biological siblings). (Emphasis ours)

Y-Chromosome Analysis

The Y-chromosome haplotypes of the four male children as those from Daiyan Rahman Ushad (Child-4), Nafes Akon Anis Usham (Child-5), Aiman Rahman Anis (Child-6) and Anas Akon Anis (Child-7), are listed in Table 4.

The result of Y-chromosome analysis shows that the Y-chromosome haplotype of the four male children (Child 4 to Child 7) do not match each other.

"It is therefore, sufficient to conclude that all the male children (Children 4 to Child 7) do not share a common biological father. A male child's Y-chromosome represents a unique record of his

paternal inheritance. Male siblings therefore should share identical Y-chromosome haplotype by decent"]. (Emphasis ours)

26. We have already stated about the result of the sibling DNA test. The following points lead us to believe that respondent Nos. 4 and 6 are not the parents of the septuplet.

(1) Total non-cooperation of the respondent Nos. 4 and 6 to undergo DNA Paternity Test. Therefore, the presumption will be that had there been DNA paternity test, it would have been proved that respondent Nos. 4 and 6 are not the parents of the seven children.

(2) Respondent No. 6 gave birth to the septuplet, at home without the aid of any doctor, a story hardly believable to a man of ordinary prudence in the twenty first century.

(3) All the seven children are severely malnourished and were not immunized although respondent Nos. 4 and 6 are affluent and highly qualified.

(4) Respondent No. 4 was conspicuous by his absence in the Court even when the custody of the seven children was given to the petitioner and respondent No. 5. Such a behavior is unusual for a biological father.

(5) Result of Sibling DNA Test shows that all the seven children are unlikely to be related to each other.

(6) Result of Y-Chromosome Analysis is always taken to be infallible and the result shows that the four male children do not share a common biological father.

27. The Rule was not issued in the terms of Article 102(2)(b)(i) of the Constitution, but this Court can exercise such power when somebody is detained without any lawful authority or in an unlawful manner. In the case in hand, the seven children are being illegally detained in the custody of respondent Nos. 4 and 6 and as a result, the life, safety and welfare of the seven children are at stake. In such a situation, this Court cannot but exercise its power under Article 102(2)(b)(i) of the Constitution known as habeas corpus to do justice even if we are required to go beyond the Rule. This cannot operate to the prejudice of respondent Nos. 4 and 6 inasmuch as they were given adequate opportunity to prove their case that the seven children are of their biological parentage. Even such a Writ Petition is maintainable against private individuals like respondent Nos. 4 and 6. In this connection reliance may be made on the case of Abdul Jalil and Others Vs: Sharon Laily Begum Jalil 1998 BLD (AD 22-50 DLR 55 and also in the case of Farhana Vs. Samudra Eiazul Haque and Others (2008): LEX/BDHC/0154/2007: 60 DLR 12. The facts of those cases are different. But the principle enunciated in those cases that a Writ Petition in the form of habeas corpus is maintainable against a private individual when the question of illegal custody arises. We are conscious that our task, of course, is to resolve the issue involved in this case by constitutional measurement, free from emotion and predilection. It is worth mentioning that determination of legal or illegal custody is ingrained in

Article 102(2)(b)(i) of the Constitution. The Sub-Article provides that this Court can direct that a person in custody be brought before it so that it may satisfy itself that he is not held in custody without lawful authority or in an unlawful manner. The DNA test clearly proves that the seven children involved in this case are not the offspring of respondent Nos. 4 and 6. Respondent Nos. 4 and 6 miserably failed to prove that the seven children were lawfully held in their custody, they being the biological parents of the children. Since we have found that respondent Nos. 4 and 6 are not the parents of the seven children, it is very unsafe to allow them to continue with the custody of respondent Nos. 4 and 6. Considering welfare of the children, we are of the opinion that they should remain in the custody of an organization, which can safeguard their life, welfare and safety.

28. In a proceeding like this, it is not the right of the parties but the rights of the children are at issue. The General Assembly of the United Nations adopted a proclamation on November 20, 1959 the Declaration of the Rights of the Child and among the principles proclaimed, it was said

> *The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities. to enable him to develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount consideration*

29. The General Assembly of the United Nations adopted the International Convention of the Rights of the Child on November 20, 1989. The documents is a binding treaty to which 176 nations including Bangladesh became "state parties" Article 3(1) of the Convention provides "In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration"

30. Our courts will not enforce those Covenants as treaties and conventions, even if ratified by the State, are not part of the corpus juris of the State unless these are incorporated in the municipal legislation. However, the court can look into these conventions and covenants as an aid to interpretation of the provisions of the provisions of Part 111, particularly to determine the rights implicit in the rights like the right to life and the right to liberty, but not enumerated in the Constitution.

31. In the case of H.M. Ershad V. Bangladesh, 2001 BLD (AD) 69, it is held that the national courts should not straightway ignore the international obligations which a country undertakes. If the domestic laws are not clear enough or there is nothing therein the national courts should draw upon the principles incorporated in the international instruments.

32. In the case of Apparel Export Promotion Council v. Chopra,:

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় **Faustina Pereira, Advocate, Supreme Court Vs State and Others (53 DLR 414)** মোকদ্দমায় প্রদত্ত রায়টি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো:

LEX/BDHC/0022/2001
Equivalent Citation: 53 DLR (2001) 414

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
(HIGH COURT DIVISION)

Criminal Miscellaneous Case (Suo Motu Rule) No. 2737 of 2001
Decided On: 22.05.2001
Appellants: ***Faustina Pereira, Advocate, Supreme Court***
Vs.
Respondent: ***State and others***

Hon'ble Judges:
Md Hamidul Haque and Nazmun Ara Suttana, JJ.

Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Nizamul Haquewith Faustina Pereira, Advocates
For Respondents/Defendant: M Faruque, Assistant Attorney-General with Md Fazlul Haque Choudhury, Assistant Attorney-General

JUDGMENT

Md Hamidul Haque, J.

1. *This suo-motu Rule was issued on the basis of a letter addressed to Hon'ble Chief Justice by Dr Faustina Pereira, Advocate of Supremes Court and also Coordinator of Advocacy Ain o Salish Kendro. The Hon'ble Chief Justice directed the Registrar to place the matter before this bench for taking appropriate action. In the above letter the attention of Hon'ble Chief Justice was drawn to the fact that 29 prisoners of different countries were languishing in the jail for about 5(five) years even after serving out their sentence. The Rule was issued upon the relevant Ministry of the Government and we have heard the learned Deputy Attorney-General and the learned Advocate on behalf of the petitioner Md Nizamul Haque and also Dr Faustina Pereira. Today we also heard Mr Armand Roussclot, Regional Representative of International Organisation for Migration who also appeared before us and informed us about the activities of the Organisation after this Rule was issued.*
2. *We have received the Memo bearing No. 4288 dated 7-5-2001 from Md Jahangir, Senior Jail Superintendent, Central Jail, Dhaka. This memo contains the report as to the steps taken by the jail authority for facilitating release of the prisoners in question. It appears that as regards the prisoners of India and Pakistan the authority contacted High Commissions of those two countries. It further appears from the memo that except the prisoner at SI No. 14 Miss Dibba Bharati, the Indian High Commission is verifying the fact whether the 13(thirteen) Indian Prisoners are actually citizens of India. It further appears that the Ministry of Home Affairs, also made contact with the Tanzanian Embassy regarding repatriation of 2(two) Tanzanian Prisoners. As regards 10 (ten) prisoners of Myanmar. Government of Bangladesh has not yet taken any step and, as such, no contact was made with the Embassy of Myanmar regarding release of those 10 citizens of that country. Lastly, from the report we have found that one of the prisoners of Myanmar at SI No. 7 Md. Safi, died at Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Medical University Hospital on 5-5-2001.*

3. *On perusal of list of the foreign prisoners who are now at Dhaka Central Jail we find that some of the prisoners served out their sentence in the middle of 1995, Somein 1996 and others in 1999. So, we find that some of the prisoners are in jail for a long time even after serving out their sentence. This pitiable fact was not brought to the*

notice of this court earlier by any authority and, as such, no action could be taken. Even it was not known to this court that so many prisoners were languishing in jail after serving out their sentences. Dr Faustina Pereira, Coordinator, Advocacy Unit Ain-o-Salish Kendro deserves thanks for bringing this fact to the notice of the Hon'ble Chief Justice.

4. *At the time of hearing however, we have learnt from the submission of learned Deputy Attorney-General Mr M Faruque that the Government of Bangladesh is also anxious to release these prisoners but due to some formalities the prisoners could not be released. As we have noticed earlier that some of the prisoners already are in jail for more than 6 years after serving out the sentences, it should have been proper for the jail authority and also Ministry of Home Affairs to take appropriate steps for their release at the earliest possible time. But it is unfortunate that no such steps were taken. We are afraid, if timely steps are not taken in future more prisoners will meet the same fate. It is also learnt from the letter of the Inspector General of Prisons, Bangladesh dated 12-4-2001 that about 822 more foreign prisoners are waiting for release after serving out their sentence. The learned Advocate for the Ain-O-Salish Kendro Mr Nizamul Haque, in this connection has invited our attention to rule 78 and rule 578 of the Jail Code and has submitted that keeping any prisoner in jail after serving out of the sentence is gross violation of Human Rights and Fundamental Rights as guaranteed under our Constitution. From Rule 78 we find that it is the first duty of the Superintendent of Jails to release time-expired prisoners after observing all the rules regarding return of their private property, grant of subsistence allowance for the return to their homes, etc.*

5. *Rules 570 to 578 contain the detailed procedure for release of the prisoners and also contain formalities which are to be observed. Mr M Faruque, learned Deputy Attorney-General has submitted that as regards the prisoners if they are released immediately after serving out of sentence according to the above rules, in that case such prisoners may face more difficulties and may be arrested again as they would not be in a position to show any valid papers regarding their entry in this country.*

6. *We have considered the question Raised above. To our knowledge there is no rule either in the Jail Code or any other law as to the release of foreign prisoners. The procedure, so long followed, is to contact with the respective embassies of such prisoners and to make arrangement for their repatriation through their embassies and we have learnt that the Government have already taken steps in this regard and contacted with the High Commission of India and Pakistan. But by this time more than five years has past. We agree with the submission of the learned Advocate for the Ain-o-Salish Kendro that keeping in jail any prisoner after serving out the sentences amounts to violation of the Human Rights and Fundamental Rights as guaranteed by the Constitution of the country. So, we are of the view that the Government should take steps for release of such prisoners at least 3*

months prior to the date of their release so that such prisoners do not languish in jail for indefinite period for no fault of their own.

7. *In the memo dated 7-5-2001 of the Senior Jail Superintendent, it is mentioned that Ministry of Foreign Affairs has not yet taken any decision regarding the return of Myanmar prisoners. We have no material before us as to why the Ministry of Foreign Affairs is not taking such decision by this time though four of the prisoners served out the sentences in middle of 1995 and two in 1996 and three in 1998 It is unfortunate that the Jail Authority, Ministry of Home Affairs and Ministry of Foreign Affairs remained silent regarding all those ten prisoners for such a long time of 5/6 years. On receipt of the copy of the judgment and order the Ministry of Home Affairs and Ministry of Foreign Affairs shall take immediate steps in this regard.*

8. *We have learned from the learned Deputy Attorney-General and also from the above memo that as regards two prisoners of Tanzania, no steps could be taken as that country has no Embassy in Bangladesh. We have confirmed that Tanzania has Embassy at New Delhi. We fail to understand why our Ministry of Home Affairs and Ministry of Foreign Affairs did not contact with the Tanzania Embassy at New Delhi regarding those two prisoners of Tanzania. The explanation that Tanzania has no Embassy in Bangladesh cannot be a ground for keeping those two prisoners for indefinite period in jail.*

9. ***From our above discussion it is clear to us that so long the steps taken by the Government of Bangladesh to solve the problem of repatriation of foreign prisoners after expiry of their terms of their sentence of imprisonment were not at all sufficient, as keeping in jail custody any prisoner after expiry of his term of sentence is violation of Human Rights and Fundamental Rights. It was the duty of the Government to take steps in time for their release. It is natural that some time would be needed to complete formalities of their release because Embassies of***

the different countries require to be contacted but even if after a reasonable time such prisoners cannot be released with the help and assistance of the respective Embassy. Government should release such prisoners and under no circumstances the prisoners should be kept in jail. We have tried to confirm whether there is any centre for giving shelter to such prisoners but neither the learned Deputy Attorney-General nor the learned Advocate for the other side could provide us any such information. Further, we also think that it is the duty of the Government to ensure their safety and security after their release and for the purpose, the Government may consider making contact with Human Rights bodies or any International body such as International Red Cross Society or United Nations Commission for Refugee Rehabilitation, the International Organisation for Migration. Government may also consider setting up of separate cell in the Ministry of Foreign Affairs with a representative of Ministry of Home Affairs and the office of the Inspector General of Prisons to facilitate the timely release of the foreign prisoners and their repatriation.

> *In the result, the Rule is made absolute. The Superintendent of Central Jail Dhaka is directed to release 28 prisoners mentioned in the Rule (except the prisoner Md. Safi who died on 5-5-2001) after receipt of the reply from the respective Embassies of the countries of those prisoners. If the Embassies fail to make any arrangement for the repatriation of the prisoners to their countries within one month. The Ministry of Home Affairs shall take necessary steps within one month next for the shelter of those prisoners on their release from the prison in the light of observations made in the judgment till their repatriation is finally arranged. The Superintendent of Central Jail Dhaka shall report about the release of the above prisoners within 3 (three) months. The Inspector General of Prisons is directed to furnish full particulars of the remaining 822 foreign prisoners and also to report within seven days as to what steps have been taken by this time for their release.*

©Manupatra Information Solutions Pvt. Ltd

উপরিল্লিখিত মোকদ্দমা (**Faustina Pereira, Advocate, Supreme Court Vs State and Others (53 DLR 414)**) পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, অত্র বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুনির্দিষ্টভাবে, সুস্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়তার সাথে উচ্চস্বরে বলেছে যে, সাজার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোন ব্যক্তিকে কারাগারে আটক রাখা মানবাধিকার পরিপন্থি এবং সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি।

উপরিল্লিখিত রায় মোতাবেক সাজার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া ব্যক্তিকে সাথে সাথে মুক্তি প্রদান করা সরকারের আইনগত দায়িত্ব।

স্বীকৃতমতেই দরখাস্তকারী শংকর চাওলাকে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সাজার মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আদালতের উপরিল্লিখিত নির্দেশনা অমান্য করে দরখাস্তকারীকে বেআইনীভাবে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল।

নথীদৃষ্টে এটি প্রতীয়মান যে, মোঃ নুরুল ইসলাম হাবিলদার নং- ৪৬৮২৭ ইউ ১৫ বিজিবি বি এন ডি কোম্পানী বুড়িরহাট, বিওপি কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট ঘটনার দিন এবং সময়ে টহলদার, সংবাদদাতা এবং দরখাস্তকারী শংকর

চাওলাকে আটককারী তার দাখিলকৃত এজাহারে "নেপালী নাগরিক আটক সম্বন্ধে এজাহার" বললেও পুলিশ পরিদর্শক কালিগঞ্জ থানা, লালমনিরহাট প্রাথমিক তথ্য বিবরনীতে **The Control of Entry Act, 1952** এর ধারা ৪ উল্লেখ করেন। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিজিবির হাবিলদার মোঃ নুরুল ইসলাম এবং সংশ্লিষ্ট কালিগঞ্জ থানার পুলিশ পরিদর্শক ফরিদ উদ্দিন উভয়েই **The Control of Entry Act, 1952** আইনটি যে নেপালি নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য নয় এটাই বুঝতে সক্ষম হননি । এস.এম আব্দুর রাজ্জাক এস. আই কালিগঞ্জ থানা, লালমনিরহাট তার অভিযোগপত্র দাখিলের সময়ে একইরকমভাবে **The Control of Entry Act, 1952** এর ধারা ৪ মোতাবেক দাখিল করেন। অর্থাৎ তদন্তকারী কর্মকর্তাও **The Control of Entry Act, 1952** যে শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকের জন্য, নেপালী নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য নয় এটি অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আলমগীর কবীর শিপন, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আদালত নং-১, লালমনিরহাট তিনিও **The Control of Entry Act, 1952** আইনটি যে নেপালী নাগরিকের জন্য নয় কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিকের জন্য বুঝতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অতি প্রাচীন আইন তথা **Prisons Act, 1894** এবং **Prisoners Act, 1900** দ্বারা বাংলাদেশের সকল কারাগারসমুহ পরিচালিত হয়ে আসছে। কারাগারসমূহ আন্তর্জাতিক মানের সনদ অনুসরণ করে আধুনিকায়ন করা সময়ের দাবি বিবেচনায় সরকার "বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা আইন, ২০২৩ (খসড়া)" প্রণয়ন করলেও অদ্যাবধি এটি আইন হিসেবে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় "বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা আইন, ২০২৩ (খসড়া)" নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো:

২০২৩ সালের ---- নং আইন

Prisons Act, ১৮৯৪ (১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ নং আইন) ও Prisoners Act, ১৯০০ (১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ৩ নং আইন) রহিতক্রমে উহাদের

বিধানাবলি বিবেচনাসাপেক্ষে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে আনীত

বিল

যেহেতু Prisons Act, 1894 (Act No, IX of 1894) এবং Prisoners Act, 1900 (Act No, III of 1900) রহিতক্রমে উহাদের বিধানাবলি বিবেচনাসাপেক্ষে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু উক্ত আইন দুইটির আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনাপূর্বক আবশ্যক বিবেচিত বিধানসমূহ সকল অংশীজন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে আইন প্রণয়নের বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু কারাগারকে আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংস্কারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা প্রদান করিয়া কারাগারকে বন্দিশালা নহে বরং সংশোধনাগারে পরিবর্তন ও সংস্কার করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন;

সেইহেতু সরকারের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন- (১)** এই আইন 'বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা আইন, ২০২৩ [Bangladesh Prisons and Correctional Services Act, 2023)' নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বা ইহার অংশবিশেষ কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞার্থ** -বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(১) 'অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক' অর্থে ধারা ৯৩-তে বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট-এর অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক-কে বুঝাইবে;

(২) 'অপরাধ' অর্থ কোনো কার্য সম্পাদন করা বা করা হইতে বিরত থাকা, যাহা দেশে প্রচলিত কোনো আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য বা দন্ডনীয়;

(৩) 'অর্জিত সম্পত্তি' অর্থ কারাবাসকালে বন্দি কর্তৃক উপার্জিত যে-কোনো পরিমাণ টাকা;

(৪) 'আংশিক উন্মুক্ত অংশ' অর্থ ধারা ৫-এ বর্ণিত কারাগারের অভ্যন্তরে কোনো আংশিক উন্মুক্ত (Semi-open) স্থান:

(৫) 'আদালত' অর্থে সুপ্রীমকোর্টসহ যে-কোনো আদালত এবং বিভিন্ন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬) 'আদেশ' অর্থ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোনো বা সকল আদেশ;

(৭) 'আবদ্ধ অংশ' অর্থ ধারা ৫-এ বর্ণিত কারাগারের অভ্যন্তরে কোনো আবদ্ধ (closed) অংশ;

(৮) 'উন্মুক্ত অংশ' অর্থ ধারা ৫-এ বর্ণিত কারাগারের অভ্যন্তরে কোনো উন্মুক্ত (open) অংশ;

(৯) 'কারা অধিদপ্তর' অর্থ বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত কারা অধিদপ্তর;

(১০) 'কারা অপরাধ' অর্থ ধারা ৭৯-এ উল্লিখিত কারা অভ্যন্তরে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত যে-কোনো অপরাধ;

(১১) 'কারা উপ-মহাপরিদশক' অর্থ ধারা ৯৪-এর অধীন বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট-এর উপ-মহাপরিদর্শক:

(১২) 'কারা এলাকা' অর্থ কারা কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা কারাসংলগ্ন এলাকা;

(১৩) 'কারা কর্তৃপক্ষ' অর্থ কারা মহাপরিদর্শক এবং বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট-এর কর্মকর্তা বা কর্মচারীবৃন্দ;

(১৪) 'কারা মহাপরিদর্শক' অর্থ ধারা ১১-এর অধীন নিযুক্ত বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট-এর মহাপরিদর্শক:

(১৫) 'কারা হাসপাতাল' অর্থ কারাগারের অভ্যন্তরে স্থাপিত ও পরিচালিত হাসপাতাল;

(১৬) 'কারাগার' অর্থ ধারা ৪-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বা ঘোষিত বা ক্ষেত্রমতো, ধারা ৫-এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসকৃত কোনো কারাগার;

(১৭) 'কিশোর' অর্থ ১৮ (আঠারো) বৎসরের উর্ধ্বে কিন্তু ২১ (একুশ) বৎসরের নিম্নের যে-কোনো ব্যক্তি:

(১৮) 'ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটি' অর্থ ধারা ১৩-এর অধীন গঠিত ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটি:

(১৯) 'ডিপার্টমেন্ট' অর্থ ধারা ৬-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট;

(২০) 'তৃতীয় লিঙ্গ' অর্থে নারী ও পুরুষ ব্যাতিত অন্যান্য যেকোন লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(২১) 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত যে-কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(২২) 'নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি' অর্থে প্রচলিত আইনের অধীন বা সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, নিষিদ্ধ ঘোষিত যে-কোনো দ্রব্যাদি অথবা এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা কারাগারে নিষিদ্ধ যে-কোনো দ্রব্যাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৩) 'প্রতিবন্ধী' অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩ এ বর্ণিত যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি:

(২৪) 'বন্দি' অর্থ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত আসামি, বিচারাধীন মামলার অভিযুক্ত, নিরাপদ হেফাজতে বা প্রচলিত আইনের বিধান-অনুসারে আটকাদেশপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;

(২৫) 'বিচারাধীন বন্দি' অর্থ বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের অধীন গঠিত যে-কোনো আদালতে মামলা বা কোনো বিচারিক কার্যধারা চলমান থাকা অবস্থায় আটক থাকিবার আদেশপ্রাপ্ত হইয়া কারাগারে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তি;

(২৬) 'বিদেশি বন্দি' অর্থ কারাগারে অবস্থানরত বাংলাদেশের নাগরিক নহে এইরূপ ব্যক্তি;

(২৭) 'বিদ্রোহ' অর্থ অধিভুক্ত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক সম্মিলিতভাবে সরকার বা কারা কর্তৃপক্ষের বিধিসম্মত আদেশ অমান্য করা বা উক্ত কর্তৃপক্ষর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা, প্রতিহত করা বা উৎখাত করা অথবা দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তাহাদের অসন্তুষ্টি সম্মিলিতভাবে কর্তৃপক্ষর নিকট প্রকাশ করা বা উক্তরূপ কার্যকরণের কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা;

(২৮) 'ব্যক্তিগত তহবিল' অর্থ বন্দির ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অর্জিত সম্পত্তির সমন্বয়ে গঠিত তহবিল;

(২৯) 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' অর্থ কারাগারে আগমনের সময় বন্দির সহিত তাহার পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং বিধি অনুযায়ী অনুমোদিত চশমা, শিক্ষা উপকরণ বা অন্য কোনো দ্রব্যাদি ব্যতিরেকে অন্য যে-কোনো দ্রব্যাদি;

(৩০) 'মেডিক্যাল অফিসার' অর্থ ধারা ১০৩-এ উল্লিখিত মেডিক্যাল অফিসার;

(৩১) 'মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' অর্থ বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত ফার্মাসিস্ট, সেবক, সেবিকা, ল্যাব টেকনিশিয়ান বা প্যারামেডিক;

(৩২) 'যৌন হয়রানি' অর্থ অনাকাংঙ্খিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি বা ইঙ্গিতে); প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা; যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি, মন্তব্য বা ভঙ্গি, যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন; পর্নোগ্রাফি দেখানো; অশালীন ভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্যক্ত করা; চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিস, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিস বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরি, শ্রেণীকক্ষ, টয়লেট বা বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোন কিছু লেখা; ব্ল্যাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা; যৌন হয়রানির কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হওয়া; ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনে চেষ্টা করা ইত্যাদিসহ প্রচলিত আইন ও উচ্চ আদালখের নির্দেশনা অনুসারে অন্যান্য বিষয়াবলী;

(৩৩) 'রেয়াত' অর্থ এই আইন বা ইহার বিধি অনুসারে বন্দি কর্তৃক অর্জিত সাজা হ্রাসকরণ;

(৩৪) 'শিশু' অর্থ অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠারো) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি;

(৩৫) 'শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা কমিটি' অর্থ ধারা ৮০-এর অধীনে গঠিত শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা কমিটি;

(৩৬) 'সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা' অর্থ বন্দির আগ্রহ ও উপযোগিতা নিরূপণপূর্বক বন্দির সংশোধন, পুনর্বাসন ও সমাজে পুনঃঅঙ্গীভূতকরণের লক্ষ্যে ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটি কর্তৃক প্রণীত সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা;

(৩৭) 'সাজাপ্রাপ্ত বন্দি' অর্থ প্রচলিত আইনের অধীন গঠিত যে-কোনো আদালত কর্তৃক সশ্রম ও বিনাশ্রম সাজাপ্রাপ্ত বন্দি;

(৩৮) 'সিভিল বন্দি' অর্থে দেওয়ানি আদালত অথবা দেওয়ানি প্রকৃতির অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কারাগারে প্রেরিত কোনো ব্যক্তি; এবং

(৩৯) 'সুপারিনটেনডেন্ট' অর্থে ধারা ৯৬-এ উল্লিখিত সুপারিনটেনডেন্ট এবং সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্টও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

৩। এই আইন অতিরিক্ত গণ্য হওয়া- *এই আইনের বিধানাবলি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনগত দলিলের কোনো বিধানকে ক্ষুন্ন না করিয়া উহা অতিরিক্ত হিসাবে কার্যকর হইবে।*

দ্বিতীয় অধ্যায়

কারাগার ও ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা, কারাগারের শ্রেণিবিন্যাস ইত্যাদি

৪। কারাগার প্রতিষ্ঠা - *(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয়সংখ্যক কারাগার প্রতিষ্ঠা করিবে:*

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নারী বন্দির জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক কারাগার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, Prisons Act, ১৮৯৪-এর section ৩-এর sub-section (3)-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কারাগার এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সরকার কোনো স্থাপনা, ভূমি অথবা স্থানকে এই আইনের অধীনে কারাগার হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

৫। কারাগারের শ্রেণিবিন্যাস- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কারাগারসমূহকে কেন্দ্রীয় কারাগার, হাই সিকিউরিটি কারাগার, মেট্রোপলিটন কারাগার, জেলা কারাগার, উন্মুক্ত কারাগার এবং বিশেষ কারাগার হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস করিতে পারিবে।

(২) কারা কর্তৃপক্ষ কারাগারের বিভিন্ন অংশ আবদ্ধ (Closed), আংশিক উন্মুক্ত (Semi-open) বা উন্মুক্ত (Open) হিসাবে পৃথকীকরণ ও শ্রেণিবিন্যাস করিতে পারিবে।

৬। বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, 'বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট', অতঃপর 'উক্ত ডিপার্টমেন্ট' বলিয়া উল্লিখিত, নামীয় একটি ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) 'বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট'-এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনে, যে-কোনো বিভাগীয় শহরে বা জেলায় উক্ত ডিপার্টমেন্ট-এর বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

(৪) এই আইনের বিধানাবলিসাপেক্ষে, উক্ত ডিপার্টমেন্ট-এর স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৫) উক্ত ডিপার্টমেন্ট-এর একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে, উহা কারা মহাপরিদর্শকের হেফাজতে থাকিবে এবং কারা মহাপরিদর্শক কর্তৃক নির্দেশিত ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহৃত হইবে।

৭। বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি -বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(ক) তৃতীয় অধ্যায়-এ বর্ণিত 'কারাবন্দির ভর্তি ও মুক্তি'-সংক্রান্ত সকল বিধান প্রতিপালন করা;

(খ) চতুর্থ অধ্যায়-এ বর্ণিত 'বন্দির সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার' নিশ্চিত করা;

(গ) পঞ্চম অধ্যায়-এ বর্ণিত 'কারাগারের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা' নিশ্চিত করা;

(ঘ) ষষ্ট অধ্যায়-এ বর্ণিত 'সাজাপ্রাপ্ত বন্দি'-সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(ঙ) সপ্তম অধ্যায়-এ বর্ণিত 'সিভিল বন্দি, বন্দি (detainee), নিরাপদ হেফাজত ইত্যাদি' বন্দির জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(চ) অষ্টম অধ্যায়-এ বর্ণিত 'কারা প্রশাসন'-সংক্রান্ত বিধানাবলি বাস্তবায়ন করা;

(ছ) নবম অধ্যায়-এ বর্ণিত 'পুরস্কার, অপরাধ ও শাস্তি'-সংক্রান্ত বিধান প্রতিপালন করা;

(জ) দশম অধ্যায়-এ বর্ণিত 'কারা পরিদর্শন'-সংক্রান্ত বিধান বাস্তবায়ন করা;

(ঝ) একাদশ অধ্যায়-এর 'বিবিধ' বিধানাবলি প্রতিপালন করা; এবং

(ঞ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইন, বিধিমালা ও সরকারি নির্দেশনায় উল্লিখিত সকল কার্য সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করা।

তৃতীয় অধ্যায়

কারাবন্দির ভর্তি ও মুক্তি

৮। কারাগারে ভর্তি, আটক ইত্যাদি- *(১) আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা পরোয়ানা ব্যাতীত কোনো ব্যক্তিকে কারাগারে ভর্তি করা যাইবে না।*

(২) দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপধারা (১) অনুসারে প্রাপ্ত আদেশ বা পরোয়ানায় বর্ণিত সকল ব্যক্তিকে গ্রহণ করিবেন, দণ্ড বা আটকাদেশ কার্যকর করিবেন এবং আদেশে উল্লেখিত সময় পর্যন্ত কিংবা আইনগতভাবে খালাস বা মুক্তি প্রদান না করা পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখিবেন।

(৩) বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাহিরে কোনো আদালত কর্তৃক উপধারা (১) অনুসারে কোনো পরোয়ানা বা আদেশ জারি করা হইলে, সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে, উক্ত পরোয়ানা বা আদেশে বর্ণিত দণ্ড বা আটকাদেশ কার্যকর করা যাইবে।

৯। ভর্তি প্রাক্কালে অনুসরণীয় প্রক্রিয়া- *(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনয়নকারী কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি যাচাই করিবেন, যথা:*

(ক) বন্দির পরিচয় (প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণসহ);

(খ) আদালতের আদেশ বা পরোয়ানায় বর্ণিত তথ্যাবলির সঠিকতা ও যথার্থতা; এবং

(গ) বন্দির মানসিক ও শারীরিক অবস্থা।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত বন্দির পরিচয়, আদেশ বা পরোয়ানায় বর্ণিত তথ্যাবলির সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইলে এবং পরোয়ানা ত্রুটিমুক্ত হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে ভর্তি এবং হেফাজতে নেওয়ার প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত বন্দির পরিচয়, আদেশ বা পরোয়ানায় বর্ণিত তথ্যাবলি এবং আদেশ বা পরোয়ানা ত্রুটিযুক্ত (Defective) হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে ভর্তি করিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবেন এবং অতিসত্বর উহা সংশ্লিষ্ট আদালত অথবা আদেশ বা পরোয়ানা স্বাক্ষরকৃত কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যক্তিসহ পরোয়ানা বাহকের মাধ্যমে ফেরত পাঠাইবেন।

(৪) ভর্তির প্রাক্কালে মেডিক্যাল অফিসার অথবা তাহার মনোনীত অন্য কোনো সহকারী সার্জন বা মেডিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট কর্তৃক বন্দির মানসিক ও শারীরিক অবস্থার পরীক্ষা সম্পন্ন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই সময়সীমা পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার অতিরিক্ত হইবে না।

(৫) উপধারা (৪)-এর অধীন ডাক্তারি পরীক্ষায় বিধি দ্বারা নির্ধারিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং উহার গোপনীয়তা রক্ষা করিতে হইবে।

(৬) উপধারা (৪)-এর অধীন ডাক্তারি পরীক্ষায় যদি প্রতীয়মান হয় যে বন্দি কোনোরূপ নির্যাতনের শিকার হইয়াছেন কিংবা বন্দি অসম্মানজনক বা অমানবিক আচরণের শিকার হইয়াছেন অথবা বন্দির শরীরে দৃশ্যমান জখম, ক্ষত, আঘাত অথবা অন্য কোনো অসুস্থতার লক্ষণ রহিয়াছে এবং যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনোরূপ

ডাক্তারি সনদ সরবরাহ করা হয় নাই বা সনদ যথেষ্ট হিসাবে প্রতীয়মান হয় নাই, তাহা হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত জখম, আঘাত, ক্ষত অথবা অন্য কোনো অসুস্থতার লক্ষণ দাপ্তরিক নোটে এবং রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট আদালতকে উক্ত আঘাত, জখম, ক্ষত কিংবা অন্য কোনো অসুস্থতার লক্ষণ সম্পর্কে অনতিবিলম্বে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৭) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভর্তিকৃত ব্যক্তির তল্লাশি করিবেন এবং প্রাপ্ত নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি কারা কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিবেন এবং আনয়নকারী কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি যথাশীঘ্র সম্ভব অবহিত করিবেন।

(৮) উপধারা (৬)-এ উল্লিখিত প্রাপ্ত দ্রব্যাদি কারা কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আইন ও বিধি অনুসারে হেফাজত, ধ্বংস ও নিষ্পত্তি করিবে।

(৯) বন্দির ব্যক্তিগত সম্পত্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বন্দির জিম্মা হইতে তাঁহার নিজ হেফাজতে গ্রহণ করিবেন এবং ইহার তালিকা প্রস্তুতক্রমে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরত বন্দির স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণান্তে নিরাপদে সংরক্ষণ করিবেন।

(১০) উপধারা (৯)-এ বর্ণিত রেজিস্টার কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময়ে সময়ে, হালনাগাদ (update) করিতে হইবে।

(১১) উপধারা (১) হইতে (৯)-এ বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ সম্পন্নের পর আনয়নকারী কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যৌথভাবে দাপ্তরিক নোট এবং রেজিস্টারে স্বাক্ষর করিবেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বন্দিকে লিঙ্গ-অনুসারে স্ব স্ব স্থানে অবস্থানের জন্য প্রেরণ করিবেন।

(১২) এই ধারার বর্ণিত হয় নাই অথচ এই ধারার সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট এমন কোনো বিষয় উদ্ভূত হইলে উহা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে কারা কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশ জারি করিতে পারিবে।

১০। ভর্তির অব্যবহিত পর অনুসরণীয়- ধারা ৯-এর বিধান-অনুসারে বন্দি ভর্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নরূপ বিষয়াদি নিশ্চিত করিবেন, যথা:

(ক) বন্দির ব্যক্তিগত তথ্যাবলি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা করা হইয়াছে কি না;

(খ) মেডিক্যাল অফিসার, সহকারী সার্জন বা মেডিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা-সম্পর্কিত প্রতিবেদন দাখিল করা হইয়াছে কি না;

(গ) আইনগত পরামর্শ সম্পর্কে জ্ঞান প্রদানসহ সরকারি আইনগত সহায়তা-বিষয়ক তাহার অধিকার অবগত করা হইয়াছে কি না; এবং

(ঘ) আনুষঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়, যদি থাকে।

১১। ভর্তি পরবর্তী অনুসরণীয়- (১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভর্তির পরে অনতিবিলম্বে বন্দিকে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলি মৌখিক বা লিখিতভাবে, ছোটো ছোটো লিফলেট বা অন্য কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাহা বন্দি সহজেই অনুধাবন করিতে পারিবে এইরূপ ভাষায় ও পদ্ধতিতে প্রদান করিবেন, যথা:

(ক) কারাগারের শৃঙ্খলাবিধি:

(খ) সুরক্ষা ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত নিয়মাবলি;

(গ) কারা কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ ও অনুরোধের পদ্ধতি;

(ঘ) বন্দির নিজ হেফাজতে রাখিবার অনুমোদিত দ্রব্যাদির তালিকা;

(ঙ) সরকারি বা প্রযোজ্যক্ষেত্রে, বেসরকারি আইনগত সহায়তা-সম্পর্কিত তথ্যাবলি, এবং

(চ) অন্যান্য তথ্য যাহা বন্দির অধিকার ও দায়িত্ব এবং দৈনন্দিন কার্যাবলি বুঝাইবার জন্য আবশ্যকীয়।

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বন্দি ভর্তির পর অনতিবিলম্বে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন, যথা:

(ক) বন্দির সাক্ষাৎকার গ্রহণ;

(খ) তাৎক্ষণিকভাবে বন্দির ব্যক্তিগত ও প্রয়োজনীয় চাহিদা নিরূপণ এবং উক্তরূপ চাহিদা যথাসম্ভব পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) বন্দিকে প্রাসঙ্গিক আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিতকরণ;

(ঘ) সাজাপ্রাপ্ত বন্দি হইলে তিনি যে মেয়াদে দন্ড ভোগ করিবেন উহা অবহিতকরণ;

(ঙ) জেল আপিলসংক্রান্ত বিষয়ে অবহিতকরণ এবং প্রয়োজনে এতদবিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) বন্দির অনুরোধসাপেক্ষে, তাহার পরিবার, নিকট বন্ধু অথবা আত্মীয়স্বজনকে কারাবাসের বিষয় অবহিতকরণ; এবং

(ছ) দফা (ক) হইতে দফা (চ)-তে বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তিসাপেক্ষে বন্দির জন্য আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) বন্দি ভর্তির সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহিত কোনো অসদাচরণ করিলে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যক্রমে বাধা প্রদান করিলে তিনি বিষয়টি লিপিবদ্ধক্রমে অনতিবিলম্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

১২। **বন্দির শ্রেণিবিভাগ-** (১) ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটি বন্দির ঝুঁকি নিরূপণ (Risk Assessment) এবং চাহিদা নিরূপণের (Need Assessment) ভিত্তিতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তাহাদের শ্রেণিবিন্যাস করিবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কারা কর্তৃপক্ষ, ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, আদেশ দ্বারা, বন্দির শ্রেণিবিন্যাস করিবে।

১৩। **ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটি-** (১) প্রত্যেক কারাগারে জেলার এর সভাপতিত্বে কমপক্ষে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ নামীয় একটি কমিটি থাকিবে।

(২) উপধারা (১) অধীন গঠিত ঝুঁকি ও চাহিদা নির্ধারণ কমিটিতে একজন নারী কারা কর্মকর্তা বা কর্মচারীসহ মনোবিজ্ঞানী (psychologist), সংশোধন কর্মকর্তা ও সহকারী সার্জন অন্তর্ভুক্ত হইবেন এবং সভাপতিসহ যে কোন তিন জন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিটির কোরাম পূর্ণ হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন নারী বন্দির ঝুঁকি ও চাহিদা নির্ধারণকালে নারী কারা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর উপস্থিতি আবশ্যকীয় হইবে।

(৩) ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(ক) ধারা ৮৩-এর বিধান মোতাবেক প্রত্যেক বন্দির ঝুঁকি নিরূপণ (Risk Assessment) চাহিদা নিরূপণ। (Need Assessment) করা, সময়ে সময়ে পুনর্মূল্যায়ন করা এবং উহার ভিত্তিতে বন্দিকে কারাগারের। আবদ্ধ (Closed), আংশিক উন্মুক্ত (Semi-open) বা উন্মুক্ত অংশে (Open) আবাসনের ব্যবস্থা অথবা প্রয়োজনে, অন্য কোনো কারাগারে আবাসনের জন্য স্থানান্তরের সুপারিশ করা;

(খ) ধারা ৮৪-এর বিধান মোতাবেক সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, পুনর্মূল্যায়ন, সংশোধন ইত্যাদি করা; এবং

(গ) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অন্য যে-কোনো প্রাসঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।।

(৪) ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটি ধারা ৮৩ এর বিধান মোতাবেক ঝুঁকি নিরূপণ (Risk Assessment) ও চাহিদা নিরূপণ (Need Assessment) পূর্বক কোন বন্দিকে ডিভিশন প্রাপ্ত হইবার যোগ্য বিবেচনা করিলে কারা মহাপরিদর্শক অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সুপারিশসহ সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৪। বন্দিমুক্তিসংক্রান্ত বিধানাবলি- (১) কারাগার হইতে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বন্দি মুক্তি পাইবে, যথা:

(ক) সাজার মেয়াদ পূর্ণ হইলে;

(খ) কোনো আদালত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুক্তি প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করা হইলে; বা

(গ) সংশোধন, পুনর্বাসন বা সমাজে অঙ্গীভূতকরণের নিমিত্ত বা অন্য কোনো শর্তসাপেক্ষে মুক্তির আদেশ প্রদান করা হইলে।

(২) উপধারা (১)-এর দফা (গ) কোনো বন্দিকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি প্রদান করা হইলে কারা কর্তৃপক্ষ মুক্তি প্রদানের শর্তাবলি এবং শর্তাবলি ভঙ্গের ফলাফল সম্পর্কে বন্দিকে অবহিত করিবে।

(৩) সাপ্তাহিক বা সরকারি ছুটির দিন উপধারা (১)-এর দফা (ক)-এর অধীন কোনো বন্দির সাজার মেয়াদ পূর্ণ হইলে সাপ্তাহিক বা সরকারি ছুটির পূর্বের দিন উক্ত বন্দিকে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে।

(৪) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপধারা (১) অনুসারে বন্দি মুক্তির কোনো আদেশ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত হইলে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কারা কর্তৃপক্ষ সশরীরে প্রতিনিধি প্রেরণপূর্বক প্রাপ্ত আদেশের সঠিকতা যাচাই করিতে পারিবে।

(৫) প্রকৃত সাজার মেয়াদ পূর্ণ হইলে এবং আদেশে প্রদত্ত কারাদণ্ডের সহিত অর্থদণ্ড পরিশোধের নির্দেশনা থাকিলে কারা কর্তৃপক্ষ উক্ত অর্থদণ্ডের অর্থ সম্পূর্ণ অথবা প্রযোজ্যক্ষেত্রে, আংশিক পরিশোধের প্রমাণপত্র প্রাপ্তিসাপেক্ষে বন্দিকে মুক্তি প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আংশিক পরিশোধের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট অর্থদণ্ডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সাজা ভোগের পর বন্দি মুক্তি পাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, বন্দি ব্যক্তিগতভাবে অর্থদণ্ডের অর্থ জমা প্রদানে অপারগ হইলে বিষয়টি বিবেচনাক্রমে বন্দির পক্ষে তাহার অনুমতিসাপেক্ষে ব্যক্তিগত তহবিল, যদি থাকে, হইতে কারা কর্তৃপক্ষ আদেশে প্রদত্ত অর্থদণ্ড সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধ করিতে পারিবে।

(৬) কোনো বন্দি উপধারা (১)-এ অধীন মুক্তি পাইলে অথবা বন্দির মৃত্যু হইলে কারা কর্তৃপক্ষ তাহার মুক্তির তারিখ অথবা ক্ষেত্রমতো, মৃত্যুর তারিখ ও কারণ উল্লেখপূর্বক এতৎসংশ্লিষ্ট আদেশ বা পরোয়ানা ইস্যুকারী আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট অনতিবিলম্বে ফেরত প্রদান করিবে।

১৫। মুক্তি পূর্ববর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি - (১) মেডিক্যাল অফিসার মুক্তি প্রদানের যথাসম্ভব কাছাকাছি সময়ে বন্দির শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করিবেন এবং উক্ত বন্দি কোনোরূপ নিপীড়নের শিকার হইয়াছেন কি না উক্তরূপ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ করিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুসারে বন্দির ডাক্তারি পরীক্ষাকালে কোনো অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হইলে বা বন্দি নিপীড়নের স্বীকার হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান ইহলে অথবা বন্দি কর্তৃক তাহার উপর কোনোরূপ নিপীড়ন করা হইয়াছে মর্মে অভিযোগ করিলে মেডিক্যাল

অফিসার উহা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরত বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিবেন এবং অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে বিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) উপধারা (১)-এ বর্ণিত বন্দির মুক্তির পর মেডিক্যাল অফিসার, তাঁহার সম্মতিতে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা অব্যাহত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

১৬। বন্দি মুক্তির প্রক্রিয়া- (১) বন্দি মুক্তির পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-

(ক) সংশ্লিষ্ট বন্দির পরিচয় এবং মুক্তির আইনগত ভিত্তি যাচাইপূর্বক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন; এবং

(খ) কারাগারে সংরক্ষিত বন্দির ব্যক্তিগত এবং অর্জিত সম্পত্তি, যদি থাকে, নির্ধারিত রেজিস্টারে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দির স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে ফেরত প্রদান করিবেন।

(২) কারা কর্তৃপক্ষ-

(ক) মুক্তির সময়ে বন্দি গুরুতর অসুস্থ থাকিলে বা ভ্রমণে অসমর্থ হইলে, তাহাকে উপযুক্ত সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে, বন্দির পরিবার অথবা বন্দি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে অবহিত করিবে;

(খ) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিকে তাহার গন্তব্যস্থলে, বাংলাদেশের মধ্যে, পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করিবে; বা

(গ) বিদেশি বন্দিকে তাহার নিজ দেশে ফেরত প্রদানের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৭। সাজার মেয়াদ গণনা- (১) বন্দি মুক্তির ক্ষেত্রে আদেশে বা পরোয়ানায় প্রদত্ত দন্ড হইতে নিম্নবর্ণিত সময় বিয়োগ করিয়া মুক্তির তারিখ গণনা করিতে হইবে, যথা:

(ক) বন্দি কর্তৃক অর্জিত রেয়াত, যদি উহা শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত হ্রাস না পায়; বা

(খ) প্রচলিত কোনো আইনে প্রদত্ত বিশেষ বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো আইনানুগ ব্যবস্থার কারণে প্রদত্ত যে-কোনো ধরনের মেয়াদ হ্রাস।

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সাজার মেয়াদ গণনা করা হইবে এবং অবশিষ্ট সাজার মেয়াদ, সময়ে সময়ে, হালনাগাদক্রমে বন্দিকে অবহিত করা হইবে।

(৩) সাজার মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে যদি কোনো বন্দি একই আদালত কিংবা একাধিক আদালত কর্তৃক-

(ক) একাধিক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হইলে, আদালতের আদেশে ভিন্নরূপ নির্দেশনা না থাকিলে, কারাদন্ডসমূহ ক্রমাগতভাবে একটি শেষ হইবার পর অন্যটি শুরু হইবে;

(খ) একাধিক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হইলে এবং পরবর্তীকালে আপিলে প্রথম মামলায় খালাসপ্রাপ্ত হইলে পরবর্তী মামলার সাজা গণনা প্রথম মামলায় সাজা কার্যকরের তারিখ হইতে শুরু হইবে;

(গ) একাধিক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হইয়া আপিল চলাকালীন প্রথম মামলায় জামিনপ্রাপ্ত হইলে উক্ত জামিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রথম মামলার সাজা স্থগিত থাকিবে এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তী মামলার সাজা গণনা প্রথম মামলার জামিনপ্রাপ্তির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে; এবং

(ঘ) মামলা বিচারাধীন অবস্থায় কোনো ব্যক্তি বিচারাধীন বন্দি হিসাবে কারাগারে অবস্থান করিলে এবং আদালত কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা প্রদান করা না হইলে তাহার মুক্তির তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮-এর ধারা ৩৫ (ক)-এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(৪) কোনো বন্দি শর্তাধীনে মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে মুক্ত অবস্থায় অতিবাহিত সময় তাঁহার কারাবাস হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অবস্থায় তিনি রেয়াত প্রাপ্ত হইবেন।

১৮। সাজার রেয়াত- (১) ৬ (ছয়) মাস বা ইহার অধিক মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত এমন কোনো বন্দি, তবে আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত নহে, কারাগারে সদাচরণ করিলে এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত অভিযুক্ত না হইলে রেয়াত অর্জন করিবে।

(২) উপধারা (১)-এ বর্ণিত রেয়াত সম্পূর্ণ কারাদন্ডের এক-তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না।

(৩) উপধারা (১) ও (২) যাহাই থাকুক না কেন, কারা মহাপরিদর্শক ও জেলসুপার, প্রয়োজনে, বিশেষ রেয়াত প্রদান করিতে পারিবেন।

[ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, **'বিশেষ রেয়াত'** অর্থ রেয়াত ব্যতিরেকেও কারা মহাপরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত অতিরিক্ত আরও ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত বর্ধিত সময়]

১৯। প্যারোলে মুক্তি- সমাজে পুনর্বাসন ও পুনঃঅঙ্গীভূতকরণ (Rehabilitation and Reintegration)-এর উদ্দেশ্যে বন্দিকে প্যারোলে মুক্তি প্রদান করা যাইতে পারে।

২০। প্যারোল বোর্ড গঠন-(১) ধারা ১৯-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক প্যারোল বোর্ড গঠিত হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট কারাগারের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অথবা জেলার প্যারোল বোর্ডের সদস্য-সচিব হইবেন।

(৩) প্যারোল বোর্ডের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি, কার্যপদ্ধতি, সভা, সিদ্ধান্ত, প্যারোলে মুক্তির শর্তাবলি ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২১। প্যারোল আবেদনের যোগ্যতা- (১) কোনো বন্দি প্যারোল আবেদন করিবার জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যদি তিনি-

(ক) যাবজ্জীবন কারাদন্ড ব্যতীত যে-কোনো মেয়াদের কারাদন্ডের ক্ষেত্রে, অর্জিত রেয়াতসহ মোট কারাদন্ডের ন্যূনতম অর্ধাংশ অতিবাহিত করিয়া থাকেন; বা

(খ) আমৃত্যু কারাদণ্ড ব্যতীত যাবজ্জীবন কারাদন্ডের ক্ষেত্রে, রেয়াতসহ ন্যূনতম ১৫ (পনেরো) বৎসর অতিবাহিত করিয়া থাকেন;

(গ) কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পুনর্বাসন কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকেন; এবং

(ঘ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে-কোনো যোগ্যতা অর্জন করিয়া থাকেন।

(২) নারী বন্দির ক্ষেত্রে উপধারা (১)-এর বিধানের পাশাপাশি 'সাজাপ্রাপ্ত নারী বন্দির বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬'-এর বিধানাবলিও প্রযোজ্য হইবে।

(৩) দুই বা ততোধিক মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দির ক্ষেত্রে, আবেদনের যোগ্যতা হইবে নিম্নরূপ, যথা:

যদি তাহার দণ্ডসমূহ

(ক) যুগপৎভাবে (concurrently) চলিতে থাকে, তাহা হইলে দণ্ডসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মেয়াদের দন্ডের ন্যূনতম অর্ধাংশ অতিবাহিত হইয়া থাকে; এবং

(খ) ক্রমান্বয়ে (consecutively) চলিতে থাকে, তাহা হইলে দণ্ডসমূহের মোট মেয়াদের ন্যূনতম অর্ধাংশ অতিবাহিত হইয়া থাকে।

২২। প্যারোলে মুক্ত বন্দি দন্ডাদেশ ভোগ করিয়াছে মর্মে গণ্য- প্যারোলে মুক্ত অবস্থায় অতিবাহিত সময় সংশ্লিষ্ট বন্দির কারাবাস হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অবস্থায় তিনি রেয়াত প্রাপ্ত হইবেন।

*২৩। **প্যারোল কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাহার দায়িত্ব**- ডিপার্টমেন্ট-এর অধীন ডেপুটি জেলার-এর মধ্য হইতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্যারোল কর্মকর্তা নিযুক্ত হইবে এবং তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।*

*২৪। **শর্তসাপেক্ষে বন্দির ছুটি মঞ্জুর ইত্যাদি**- (১) নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু, সন্তানের বিবাহ ইত্যাদি কারণে বন্দি কর্তৃক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, কারা কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়, শর্ত ও প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি অনুসরণক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে শর্তসাপেক্ষে ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।*

(২) উপধারা (১)-এ মুক্ত অবস্থায় অতিবাহিত সময় সংশ্লিষ্ট বন্দির কারাবাস হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অবস্থায় তিনি রেয়াত প্রাপ্ত হইবেন।

*২৫। **স্বাস্থ্যগত কারণে দন্ডপ্রাপ্ত বন্দির মুক্তি** -(১) মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক অবহিত হইবার পর যদি দেখা যায় যে সাজাপ্রাপ্ত বন্দি দীর্ঘস্থায়ীভাবে অসুস্থতায় ভুগিতেছেন এবং তাহার স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহা হইলে সুপারিনটেনডেন্ট উহা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সিভিল সার্জনকে অবহিত করিবেন।*

(২) সিভিল সার্জন উপধারা (১)-এর অধীন অবহিত হইবার পর তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক কারা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিবেন।

(৩) উপধারা (২) অনুসারে প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইয়া সুপারিনটেনডেন্ট যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বন্দির বিস্তারিত তথ্যসহ উক্ত প্রতিবেদন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপধারা (৩)-এর অধীনে প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নবর্ণিত যে-কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, যথা: কারাবন্দির অবশিষ্ট সাজার মেয়াদ-

(ক) ৬ (ছয়) মাসের কম হইলে তাহাকে মুক্তি প্রদান; বা

(খ) ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইলে সরকারের নিকট তাহার মুক্তির বিষয়ে সুপারিশ করা এবং বিষয়টির অনুলিপি কারা মহাপরিদর্শক-এর নিকট প্রেরণ করা।

(৫) সরকার উপধারা (৪)-এর দফা (খ) অনুসারে সুপারিশ প্রাপ্তির পর বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য হইলে সংশ্লিষ্ট বন্দির মুক্তির আদেশ জারি করিতে পারিবে এবং সরকারি সিদ্ধান্ত কারা মহাপরিদর্শক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করিবে।

*২৬। **স্বাস্থ্যগত কারণে বিচারাধীন বন্দির মুক্তি** -(১) মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক অবহিত হইবার পর যদি দেখা যায় যে বিচারাধীন বন্দি দীর্ঘস্থায়ীভাবে অসুস্থতায় ভুগিতেছেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহা হইলে সুপারিনটেনডেন্ট উহা সংশ্লিষ্ট আদালত-এর নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবেন।*

(২) উপধারা (১) অনুসারে অবগত হইবার পর সংশ্লিষ্ট আদালত প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বা গ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

*২৭। **দীর্ঘদিন যাবৎ বিচারাধীন বন্দি**- (১) যেক্ষেত্রে সুপারিনটেনডেন্ট-এর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো বিচারাধীন বন্দির মামলা দীর্ঘদিন যাবৎ বিচারাধীন অবস্থায় রহিয়াছে বা বন্দিকে সময়মতো আদালতে হাজির করা হইতেছে না বা বন্দির মামলা শুনানির জন্য আদেশ বা পরোয়ানায় কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ প্রদান করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে সুপারিনটেনডেন্ট বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক তাহা সংশ্লিষ্ট আদালত এবং প্রয়োজনে, জেলা আইনগত সহায়তা কমিটির সভাপতিকে প্রতিবেদন আকারে প্রেরণ করিতে পারিবেন।*

(২) উপধারা (১) অনুসারে প্রতিবেদন প্রেরণের সময়সীমা, ধরন ও বিচারাধীন বন্দির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৮। হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক মুক্তি ইত্যাদি- কোনো বন্দির সাজা মওকুফের আবেদন রাষ্ট্রপতির বিবেচনাধীন থাকিলেও হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত বন্দিকে নিজ মুচলেকায় মুক্তি প্রদান করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বন্দির সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার

২৯। আইন, বিধি ইত্যাদির প্রয়োজ্যতা- এই আইন, বিধি এবং সময়ে সময়ে, সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদেশ, নির্দেশিত বা অন্যান্য কেজানো পরিপত্র সকল বন্দির জন্য প্রযোজ্য হইবে এবং তাহারা উহা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

৩০। বন্দির- (১) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, নিম্নরূপ বন্দিগণের জন্য পৃথকভাবে আবাসন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যথা:

(ক) দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি;

(খ) বিচারাধীন-বন্দি;

(গ) পুরুষ বন্দি

(ঘ) নারী বন্দি;

(ঙ) কিশোর বন্দি;

(চ) মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত বন্দি;

(ছ) আমৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি;

(জ) তৃতীয় লিঙ্গের বন্দি;

(ঝ) বন্দি (detainee);

(ঞ) নিরাপদ হেফাজতি;

(ট) সিভিল বন্দি;

(ঠ) শারীরিকভাবে অসুস্থ বন্দি;

(ড) মানসিকভাবে অসুস্থ বন্দি:

(ঢ) প্রতিবন্ধী বন্দি,

(ণ)মাদকাসক্ত বন্দি;

(ত) বিদেশি বন্দি;

(থ) ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দি;

(দ) বিশেষ বন্দি, প্রযোজ্যক্ষেত্রে; এবং

(ধ) বিধি দ্বারা নির্দেশিত অন্যান্য বন্দি।

(২)শিশু আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিমেষ পরিস্থিতিজনিত অথবা কোনো শিশুকে কারাগারে সাময়িকভাবে রাখিবার প্রয়োজন হইলে কারা কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ বিষয়াদি নিশ্চিত করিবে, যথা:

(ক) শিশুর জন্য পৃথকভাবে আবাসনের ব্যবস্থা করা;

(খ) কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক বন্দি হইতে পৃথক রাখা; এবং

(গ) অনতিবিলম্বে নিকটস্থ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থান্তরের ব্যবস্থা করা।

(৩) বন্দির আবাসনস্থলে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখিয়া, বিধি দ্বারা নির্ধারিত, নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে, যথা:

(ক) ন্যূনতম পরিমাপে ও আদর্শ মানসম্পন্ন শয়নস্থল ও বিছানাপত্র;

(খ) স্বাভাবিক বা কৃত্রিম বা উভয়বিধ যথেষ্ট আলো;

(গ) নির্মল বায়ু প্রবাহের জন্য পর্যাপ্ত বায়ু সঞ্চালন;

(ঘ) বর্জ্য পদার্থ অপসারণ;

(ঙ) সহজে ব্যবহারযোগ্য এইরূপ সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনীয়সংখ্যক পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করা এবং

(চ) সুবিধাজনক স্থানে যথেষ্ট পরিমাণ আবর্জনা ফেলার বাক্স (bin) রাখা; এবং

(ছ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

(৪) উপধারা (৩)- এর দফা (ক)- এর উল্লিখিত শয়নস্থলের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গা অপেক্ষা কম জায়গা থাকিলে, সুপারিনটেনডেন্ট বিষয়টি অনতিবিলম্বে কারা মহাপরিদর্শক-কে অবহিত করিবেন।

৩১। বন্দির জন্য অস্থায়ী আবাসন- (১) কারাগারে বন্দি সংখ্যা ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত হইলে বা ধারা ৩০-এর উপধারা (৪) এর বিধান অনুসারে কারা মহাপরিদর্শক অবহিত হইলে, তিনি অতিরিক্ত-সংখ্যক বন্দিকে অন্য কোনো কারাগারে স্থানান্তরের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি রোগের প্রাদুর্ভাব অথবা এইরূপ অন্য কোনো কারণে মহাপরিদর্শকের নির্দেশক্রমে কারা কর্তৃপক্ষ বন্দির সুবিধাজনকভাবে ও নিরাপদ অবস্থানের জন্য সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১)ও (২)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কারা কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বাহিনী বা সংস্থার নিকট হইতে সহায়তা চাহিতে বা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট বাহিনী বা সংস্থা অনতিবিলম্বে উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিবে।

৩২। পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিছানাপত্র (১) বন্দির ধরন, স্বাস্থ্য, কারাগারে কাজের ধরন, দেশীয় সংস্কৃতি এবং আবহাওয়ার সহিত সংগতি রাখিয়া বন্দির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পোশাক- পরিচ্ছদ ও বিছানাপত্রাদি সরবরাহ করা হইবে।

(২) কারা কর্তৃপক্ষ বন্দির-

(ক) পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বিছানাপত্রাদি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবে; এবং

(খ) পোশাক- পরিচ্ছদ ধৌত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করিবে;

(গ) পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রয়োজনে, সেলাই করিবার সুবিধা প্রদান করিবে।

৩৩। সাজাপ্রাপ্ত বন্দির পোশাক-পরিচ্ছদ-(১) কারা কর্তৃপক্ষ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং ধারা ৩২-এর বিধানসাপেক্ষে সাজাপ্রাপ্ত বন্দির পোশাক সরবরাহ করিবে এবং বন্দিগণ উক্ত পোশাক পরিধানে বাধ্য থাকিবে।

(২) সাজাপ্রাপ্ত বন্দির পোশাক অন্যান্য বন্দির পোশাক হইতে পৃথক হইবে।

৩৪। বিচারাধীন বন্দির পোশাক-পরিচ্ছদ- (১) কারা কর্তৃপক্ষ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং ধারা ৩২-এর বিধানসাপেক্ষে। বিচারাধীন বন্দির পোশাক সরবরাহ করিবে।

(২) কারা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে বিচারাধীন বন্দি ও সাজাপ্রাপ্ত নহে এমন অন্যান্য বন্দি কারাগারের বাহির হইতে অতিরিক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ বা ক্রয় করিবার সুযোগ পাইবে।

৩৫। খাদ্য ও পুষ্টি- (১) বন্দির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিধি দ্বারা প্রণীত তালিকা-অনুসারে সুষম খাদ্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বন্দির স্বাস্থ্যগত বিষয় বিবেচনাক্রমে মেডিক্যাল অফিসার তাহার জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্যের পরিমাণ, খাদ্য তালিকা এবং খাদ্য প্রদানের সময় পরিবর্তনের জন্য কারা কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবেন।

(৩) খাদ্য তালিকায় মায়ের সহিত শিশু, স্তন্যদায়ী মা, গর্ভবতী নারী এবং অন্য যে-কোনো প্রকারের বন্দি, যাহাদের শারীরিক প্রয়োজনে বিশেষ খাদ্য আবশ্যক, তাহাদের জন্য খাদ্য তালিকায় বিশেষ খাদ্যের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৪) খাদ্য তালিকা প্রস্তুতের সময় যুক্তিসংগতভাবে সম্ভব হইলে, বন্দির ধর্ম, অঞ্চল ও সংস্কৃতি বিবেচনা করা হইবে।

(৫) খাদ্য যথাযথ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রস্তুত, সংরক্ষণ এবং পরিবেশন করা হইবে এবং নিয়মিত মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক পরীক্ষিত হইবে।

(৬) কারাগারের অভ্যন্তরে উহার কোনো সুবিধাজনক স্থানে সকল বন্দির পান করিবার জন্য পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) প্রত্যেক কারাগারে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এক বা একাধিক ক্যান্টিন পরিচালনা করা যাইবে এবং বন্দিগণ ক্যান্টিন হইতে ব্যক্তিগত অর্থে খাবার ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্যান্টিনে কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পণ্য বা দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য কোনো পণ্য বা দ্রব্যাদি বিক্রয়, সংগ্রহ, মজুত, সরবরাহ ইত্যাদি করা যাইবে না।

(৮) বন্দিগণ বিধি অনুসারে, কারা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে, তাঁহাদের পরিবার হইতে সরবরাহকৃত খাবার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৯) আদালতে উপস্থিতি অথবা ভিন্ন কারাগারে, চিকিৎসাকেন্দ্রে, হাসপাতালে বা অন্য কোনো কারণে স্থানান্তর করিতে হইলে কারা কর্তৃপক্ষ বন্দির খাবার এবং পানীয় বিধি অনুযায়ী সরবরাহ করিবে।

৩৬। **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা**-(১) প্রত্যেক কারাগার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং কোনো নর্দমা, পায়খানা বা অন্য কোনো আবর্জনা হইতে উদ্ভূত দূষিত বাষ্প হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে এবং বিশেষ করিয়া-

(ক) কারাগারের মেঝে, সিঁড়ি, যাতায়াতের পথ হইতে নিয়মিত ময়লা ও আবর্জনা উপযুক্ত পন্থায় অপসারণ করিতে হইবে;

(খ) বন্দির শয়নস্থলের মেঝে সপ্তাহে ন্যূনতম একদিন ধৌত করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে, ধৌত কাজে জীবাণুনাশক ব্যবহার করিতে হইবে;

(২) মেডিক্যাল অফিসার ও সিভিল সার্জন, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শন করিবেন এবং সুপারিনটেনডেন্ট-এর নিকট প্রতিবেদন প্রদান করিবেন।

(৩) সুপারিনটেনডেন্ট

(ক) উপধারা (২)-এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন-অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে, কারা মহাপরিদর্শক-এর সহায়তা চাহিবেন ও পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

(খ) বন্দির স্বাস্থ্য, কারাগারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করিতে, বিধি অনুযায়ী, ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ ও উপদান সরবরাহ নিশ্চিত করিবেন।

(৪) বন্দির ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কারাগারে চুল কাটাসহ এই সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবস্থা থাকিবে।

৩৭। **স্বাস্থ্যসেবা**-(১) সকল বন্দি বিশেষত গর্ভবতী নারী, নবজাতক, মাতার সহিত অবস্থানরত শিশু, ঋতুবতী নারী কিংবা অন্যান্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বন্দি তাহাদের বিশেষ স্বাস্থ্যচাহিদা অনুসারে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্ত হইবেন।

(২) কারা অভ্যন্তরে স্বাস্থ্যসেবার মান জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ও মানদণ্ডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

(৩) প্রত্যেক কারাগারে হাসপাতাল থাকিবে, যাহাতে সর্বদা প্রয়োজনীয়সংখ্যক চিকিৎসকসহ অন্যান্য চিকিৎসাসহায়ক কর্তকর্তা-কর্মচারী থাকিবে।

(৪) কারা হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির সরবরাহ ও মজুত থাকিবে এবং মেডিক্যাল অফিসার উহা নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি করিবেন।

(৫) নারী ওয়ার্ডের পরিবেষ্টনীর মধ্যে কারা হাসপাতালের একটি অংশ থাকিবে, যাহাতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক নারী চিকিৎসক বা নারী স্বাস্থ্য সেবিকা থাকিবে।

(৬) মেডিক্যাল অফিসার বা সহকারী সার্জনের অনুপস্থিতিতে এবং বিশেষ স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনে, সুপারিনটেনডেন্ট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো বন্দিকে অনতিবিলম্বে কারাগারের বাহিরে নিকটস্থ হাসপাতালে স্থানান্তরের নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৭) কোনো বন্দির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হইলে, কারা কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতক্রমে নিকটস্থ সরকারি হাসপাতাল বা মেডিক্যাল কলেজ বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা চিকিৎসাকেন্দ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

(৮) বন্দিদের মাসনিক স্বাস্থের উন্নয়নে নিয়মিত মোটিভেশন ও কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করা হইবে।

(৯) মাদকাসক্ত বন্দিকে অন্যান্য বন্দি হইতে পৃথক রাখিয়া প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে।

(১০) স্বাস্থ্যগত কারণে কারা কর্তৃপক্ষ বন্দিকে মেডিক্যাল অফিসারের পরামর্শক্রমে পৃথক রাখিতে পারিবে।

৩৮। **শরীরচর্চা, বিনোদন ও উৎকর্ষমূলক কর্মকান্ড**- (১) বন্দির কল্যাণ, মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষ এবং দক্ষতা উন্নয়নে কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া বন্দিগণ বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পাইবেন, মায়া
বন্দির-

(ক) শারীরিক, মানসিক অথবা যৌন হয়রানির শিকার হওয়ায় আশঙ্কা সৃষ্টি করিবে না, এবং

(খ) মানবিক ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বন্দিগণ পর্যাপ্ত শরীরচর্চা, খেলাধুলা, বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ পাইবে এবং প্রত্যেক কারাগারে এই সংক্রান্ত পর্যাপ্ত সুবিধাদি থাকিবে।

(৩) কারা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বন্দিগণ পুস্তক, সংবাদপত্র, রেডিয়ো ও টেলিভিশন সংগ্রহ ও ব্যবহার করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সংবাদপত্র, রেডিয়ো, টেলিভিশন ইত্যাদির ধরন, ফ্রিকুয়েন্সি, চ্যানেল ইত্যাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কারা কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনে শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

৩৯। **বন্দির কাজ**-(১) সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিগণ সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজে নিয়োজিত হইবেন।

(২) বিনাশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিকে তাহাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কাজে নিয়োজিত করা যাইবে।

(৩) বন্দির কাজ এমন হইবে, যাহা-

(ক) সংশোধন ও পুনর্বাসন-এর উদ্দেশ্যে সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনার অংশ হইবে;

(খ) উৎপাদনমূলক হইবে;

(গ) বিধি অনুসারে, যথোপোযুক্ত মজুরির ভিত্তিতে হইবে;

(ঘ) নিপীড়ন বা শাস্তির নিমিত্ত হইবে না; এবং

(ঙ) কারামুক্তির পর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির সহিত সম্পর্কিত হইবে।

(৪) বিচারাধীন অথবা সাজাপ্রাপ্ত নহে এইরূপ বন্দি কাজ করিবার যোগ্য হইবে না, তবে তাহাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে কাজ করিবার সুযোগ প্রদান করা যাইতে পারে।

(৫) কারা কর্তৃপক্ষ বন্দির দৈনন্দিন কাজের জন্য-

(ক) যথোপযুক্ত উপকরণ সরবরাহ করিবে;

(খ) বন্দির প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বা বন্দির কাজ ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখিতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবে;

(গ) দফা (খ)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সহিত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে;

(ঘ) সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে, কারাগারের বাহিরেও বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে কাজ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ব্যতীত যে-কোনো মেয়াদের কারাদন্ডের ক্ষেত্রে, অর্জিত রেয়াতসহ মোট কারাদন্ডের ন্যূনতম অর্ধাংশ অতিবাহিত না করিলে বন্দি কারাগারের বাহিরে কাজ করার যোগ্য হইবেন না;

আরো তবে শর্ত থাকে যে, কারা কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে নিশ্চিত হইবে যে উক্ত বন্দি বৈষম্যের শিকার হইবে না।

(৬) কারা কর্তৃপক্ষ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, পেশাগত কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি ও রোগসহ কর্মক্ষেত্রে আহত হইলে ক্ষতিপূরণ প্রদান, কর্মঘণ্টা হ্রাসকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

***৪০। শিক্ষা ও শিক্ষা উপকরণ-** (১) বন্দির উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কারা অভ্যন্তরে শিক্ষা, কারিগরি দক্ষতা ও আইনগত সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।*

(২) বন্দির তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিকসহ অনুমোদিত পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদানের জন্য কারা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়, প্রয়োজনে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত কারা মহাপরিদর্শক সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্ব স্থাপন করিতে পারিবেন;

(খ) স্থানীয় সরকারি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান, প্রয়োজনে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত সুপারিনটেনডেন্ট, কারা মহাপরিদর্শক-এর অনুমোদনসাপেক্ষে সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্ব স্থাপন করিতে পারিবেন।

(৪) প্রত্যেক কারাগারে একটি পাঠাগার থাকিবে এবং সকল বন্দির পাঠাগার হইতে পুস্তক সংগ্রহ ও পড়িবার সুযোগ থাকিবে এবং কারা কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, স্থানীয় গণ-গ্রন্থাগারের সহযোগিতা গ্রহণ এবং সরকারি গণ-গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(৫) বন্দিদের মানসিক উন্নয়নে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৬) কারা কর্তৃপক্ষ বন্দিদের শিক্ষা ও প্রতিক্ষণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

***৪১। প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন-** (১) বন্দির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হইবে এবং প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে বন্দি যেসকল কাজ করিবেন, তাহা-*

(ক) পাঠ্যক্রম ও মডিউল অনুসারে হইবে, প্রয়োজনে, মুক্তির পরও বন্দিকে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিবার সুযোগ প্রদান করা যাইতে পারে;

(খ) অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের জন্য যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে কারা কর্তৃপক্ষ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে।

(৩) বিচারাধীন বন্দিদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন ঐচ্ছিক হইবে এবং এ বিষয়ে পৃথক পরিকল্পনা প্রণীত হইবে।

৪২। প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন ইউনিট- (১) প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক কারগারে একটি প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন ইউনিট থাকিবে এবং উক্ত ইউনিটের কার্যপরিধি, ক্ষেত্র ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন ইউনিট অন্যান্য কার্যসহ প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর সনদ প্রদান করিবে এবং উক্তরূপ সনদে ইহা প্রতিফলিত হইবে না যে, বন্দি কারাগারে অবস্থানকালীন উহা অর্জন করিয়াছে।

৪৩। চিন্তা, চেতনা ও ধর্মানুভূতি-(১) বন্দির চিন্তা, চেতনা ও ধর্মানুভূতির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

(২) কারা কর্তৃপক্ষ কারা ব্যবস্থাপনার দৈনিক কর্মসূচি এমনভাবে নির্ধারণ করিবে যাহাতে বন্দিগণ কারা অভ্যন্তরে তাহাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করিতে পারেন।

(৩) বন্দিগণ কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত স্ব স্ব ধর্মীয় পুস্তকাদি পাঠের সুবিধার্থে নিজ হেফাজতে সংরক্ষণ করিতে৷ পারিবেন।

৪৪। আইনজীবী, আত্মীয়স্বজন, অনুমোদিত অন্যান্য ব্যক্তি ইত্যাদির সহিত সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ-(১) বন্দিগণ কারা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও তৎকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত তারিখ ও সময়ে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন, যথা:

(ক) আইনজীবী;

(খ) পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা অনুমোদিত অন্যান্য ব্যক্তি;

(গ) বিদেশি বন্দির ক্ষেত্রে, সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট দূতাবাস বা হাইকমিশন কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি;

(ঘ) তিনি যে কর্মক্ষেত্র বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, প্রয়োজনে, উক্ত কর্মক্ষেত্র বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বা সহকর্মী ইত্যাদি।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত বন্দির সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্টকৃত তারিখ ও সময় কারা কর্তৃপক্ষ কারাগারের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার স্বার্থে বাতিল, স্থগিত বা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৩) বন্দি কারাগারের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার পরিপন্থি নহে এবং সরকারের ভাবমূর্তী নষ্ট না হয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনাসাপেক্ষে কারা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপধারা (১)-এ বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সহিত যোগাযোগ করিবে পারিবে।

[ব্যাখ্যা: এই উপধারার উদ্দেশ্য পুরণকল্পে, 'যোগাযোগ' অর্থে চিঠি-পত্র, দূরালাপনী, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল ও সময়ে সময়ে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিকে বুঝাইবে।]

(৪) আদালতের নির্দেশে বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাত, তদন্ত বা প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধানের জন্য প্রত্যেক কারাগারে একটি জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

৪৫। ব্যাংক চেক, আইনগত দলিলাদি ইত্যাদিতে স্বাক্ষর- বন্দি কারা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে, বিধি দ্বার নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ব্যাংক চেক এবং

প্রয়োজনে, অন্যান্য আইনগত দলিলাদিতে স্বাক্ষর বা ক্ষেত্রমতো, টিপসহি প্রদান করিতে পারিবে।

৪৬। **বন্দির বা তাহার পরিবারের অসুস্থতা-সম্পর্কিত তথ্য অবহিত করা**-(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বন্দি। সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিবারের সদস্য, নিকট আত্মীয় অথবা বন্দি কর্তৃক পূর্বে মনোনীত ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে অবগত করিতে হইবে

(ক) মৃত্যুবরণ করা;

(খ) গুরুতর অসুস্থ হওয়া;

(গ) অসুস্থতাজনিত হাসপাতালে ভর্তি; বা

(ঘ) গুরুতর জখম বা আহত হওয়া ইত্যাদি।

(২) উপধারা (১)-এ বর্ণিত তথ্যাবলি বিচারাধীন বন্দির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদালতকে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) বন্দির পরিবারের সদস্যের মৃত্যু বা গুরুতর অসুস্থতার খবর সংবেদনশীলতার সহিত খরব প্রাপ্তির পর অনতিবিলম্বে বন্দিকে অবগত করিতে হইবে।

৪৭। **নারী বন্দি**- (১) নারী বন্দির-

(ক) প্রতি কোনো প্রকার বৈষ্যম করা যাইবে না; এবং

(খ) শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, পারিবারিক ও সামাজিক চাহিদা বিবেচনায় প্রয়োজন-অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(২) নারী বন্দির জন্য

(ক) প্রয়োজন অনুসারে পর্যাপ্তসংখ্যক কারাগার প্রতিষ্ঠা করা হইবে; বা

(খ) প্রত্যক কারাগারে নারী বন্দির জন্য পৃথক পরিবেষ্টনীসহ পৃথক ভবনে আবাসনের ব্যবস্থা করা হইবে যাহার প্রবেশ ও বর্হিগমন পথ এইরূপ হইবে যাহাতে কারাগারের অন্যান্য অংশ হইতে দৃষ্টিগোচর না হয়।

(৩) শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিবেচনায় আনিয়া সাজাপ্রাপ্ত নারী বন্দিকে নিজ বসত বাড়ির অথবা সামাজিক পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী কারাগারে আবাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) নারী বন্দির ক্ষেত্রে, এই আইনের অতিরিক্ত হিসাবে, কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬ (২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ৪৮ নং আইন)-এর বিধানাবলিও প্রযোজ্য হইবে।

(৫) কারা কর্তৃপক্ষ নারী বন্দিদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ বা বিক্রয় অথবা মুক্তির পর তাহাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং উহার অধীনস্ত অধিদপ্তর, সংস্থা ও নারী উদ্যোক্তা সমিতির সহিত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে।

৪৮। **নারী পরিবেষ্টনীতে অনুপ্রবেশ, তল্লাশি ইত্যাদি**- (১) নারীদের জন্য পৃথক কারাগারে অথবা পৃথক পরিবেষ্টনীতে-

(ক) নিযুক্ত সকল কারা কর্মচারীকে নারী হইতে হইবে, এবং

(খ) কোনো পুরুষ কর্মচারী প্রবেশ করতে পারিবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, পুরুষ নিরাপত্তাকর্মী নারী কারাগার বা ক্ষেত্রমতো, পরিবেষ্টনীর বাহিরে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে।

আরও শর্ত থাকে যে, বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণ, হাত বা পায়ের ছাপ, আঙুলের ছাপ, ছবি ও অন্যান্য শনাক্তকরণ চিহ্ন ও দৈহিক পরিমাপ ইত্যাদি গ্রহণের ক্ষেত্রে অথবা কারা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন হইলে নারী কারা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর উপস্থিতিতে কোনো পুরুষ কর্মকর্তা বা কর্মচারী নারী কারাগার বা পরিবেষ্টনীতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

(২) নারী বন্দির দেহ তল্লাশির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে নারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী দ্বারা উক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করিতে হইবে।

৪৯। সন্তানসম্ভবা নারী, স্তন্যদায়ী মা ও মায়ের সহিত থাকা শিশুর চাহিদা বিবেচনায় বিশেষ ব্যবস্থাপনা-এই আইনের অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন-

(ক) কারা কর্তৃপক্ষ সন্তানসম্ভবা নারী, স্তন্যদায়ী মা ও মায়ের সহিত থাকা শিশুর চাহিদা পূরণে নিম্নরূপ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা:

(অ) দন্ডপ্রাপ্ত বন্দির ক্ষেত্রে সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা-অনুযায়ী উপযোগী পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়ণ;

(আ) প্রত্যেক কারাগারে প্রয়োজন-অনুসারে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং উক্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে, প্রযোজ্যক্ষেত্রে, পর্যাপ্তসংখ্যক দক্ষ কর্মী নিযুক্তকরণ;

(ই) শারীরিক, মানসিক ও যৌন হয়রানির শিকার নারী বন্দির জন্য মনো-সামাজিক পরামর্শসহ এতৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান; এবং

(ঈ) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অন্যান্য সকল বা যে-কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) সন্তানসম্ভবা নারী, স্তন্যদায়ী মা, বন্দির সহিত কারাগারে বা কারাগারের বাহিরে শিশু রহিয়াছে এইরূপ নারী বন্দির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে, যথা:

(অ) নিজের বা অন্যের অনিষ্ট বা শারীরিক ক্ষতিসাধন করিবার আশঙ্কা না থাকিলে নারী বন্দিকে হ্যান্ডকাপ, বেড়ি, শিকল ইত্যাদি পরানো;

(আ) শাস্তি হিসাবে নির্জন কারাবাস ও পৃথক কারাবাস প্রদান করা; এবং

(ই) পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ রহিত করা।

৫০। মায়ের সহিত শিশু- (১) শিশুর বয়স ৬ (ছয়) বৎসর উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নারী বন্দির সহিত শিশু অবস্থান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শিশুটি শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হইয়া থাকিলে মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রাপ্তিসাপেক্ষে উক্ত শিশুর জন্য চিকিৎসা, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১)-এ বর্ণিত শিশুর বয়স ৬ (ছয়) বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর মায়ের সম্মতিতে উক্ত শিশুর পিতা অথবা অন্য কোনো আইনানুগ অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করিবে এবং-

(ক) সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে শিশুর নাম, বয়স ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্যাদি এবং গ্রহণকারী ব্যক্তির পরিচয়সংক্রান্ত তথ্যাবলি লিপিবদ্ধ করিবে; এবং

(খ) পিতা, মাতা বা অভিভাবকের স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিবে।

(৩) উপধারা (২) অনুসারে শিশুর পিতা বা আইনানুগ অভিভাবক তাহাকে গ্রহণ না করিলে বা শিশুটির পিতা বা আইননানুগ অভিভাবক না থাকিলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা:

(ক) শিশু আইন, ২০১৩-এর বিধান অনুসারে গঠিত শিশু কল্যাণ বোর্ডকে বিষয়টি অবহিত করা; এবং

(খ) আদালত বা সরকার বা সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর অনুমোদনক্রমে সমাজ সেবা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত শিশুকে প্রেরণ করা।

(৪) উপধারা (২) ও (৩) অনুসারে নারী বন্দির শিশু কারাগারের বাহিরে যে স্থানেই অবস্থান করুক না কেন, উক্ত শিশু প্রতি ১৫ (পনেরো) দিনে একবার মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিশুটকে যে-কোনো সময় মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) কারাগারে ভর্তির সময় মায়ের সহিত আগত শিশুর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি নিশ্চিত করিতে হইবে, যথা:

(ক) শিশুর নাম, সংখ্যা, বয়স ও ব্যক্তিগত তথ্যাদি লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ;

(খ) সর্বোত্তম স্বার্থকে প্রাধান্য বিবেচনা করিয়া শিশুর তথ্যাদি গোপনীয় রাখা এবং এইরূপ তথ্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন;

(গ) স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সহযোগিতায় প্রচলিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বিশেষ করিয়া জাতীয় স্বাস্থ্যসেবার আওতায় অত্যাবশ্যকীয় টিকা প্রদান করা এবং প্রয়োজনে, শিশুবিশেষজ্ঞ দ্বারা শিশুর বিকাশ পর্যবেক্ষণ;

(ঘ) শিশুর সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নে যথোপযুক্ত শিক্ষা ও বিনোদনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ, প্রয়োজনে, কারাগারের বাহিরে শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ; এবং

(ঙ) কারাবন্দি মা, বাবা অথবা অভিভাবকের সহিত শিশুকে দিব্যকালে তালাবদ্ধ রাখা যাইবে না এবং এইরূপ সময়ে তাহাকে ডে-কেয়ার সেন্টারে রাখিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫১। সন্তানসম্ভবা নারী, স্তন্যদায়ী মা এবং মায়ের সহিত শিশুর জন্য খাদ্য- *সন্তানসম্ভবা বা স্তন্যদায়ী নারী বন্দি এবং শিশুদের জন্য, বিধি দ্বারা নির্দেশিত শর্তাদি ও পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক, পরিপূরক পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করাসহ অনুকূল ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ব্যবস্থা করিতে হইবে।*

৫২। সন্তান সম্ভবা মায়ের কারাগারের ভিতরে বা বাহিরে শিশুর জন্ম ইত্যাদি- *(১) সন্তানসম্ভবা নারী বন্দির সন্তান প্রসবের জন্য কারা কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা:*

(ক) প্রসবের পূর্বে সকল স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা;

(খ) কারা হাসপাতালে ভর্তি করা; এবং

(গ) প্রয়োজনে, কারাগারের বাহিরের হাসপাতালে স্থানান্তর করা।

(২) প্রসবের পর কারা কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা:

(ক) নবজাতক শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্যসেবা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা; এবং

(খ) নবজাতক শিশুর জন্ম-নিবন্ধন সম্পন্ন করা:

তবে শর্ত থাকে যে, জন্ম-নিবন্ধন সনদে কারাগারে কিংবা কারাগারের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিশুর জন্ম হইয়াছে এইরূপ কোনো বিষয় উল্লেখ করা যাইবে না।

৫৩। আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রাপ্তি বিষয়ে বন্দির অধিকার- *(১) বন্দিগণ তাঁহাদের মামলাসংক্রান্ত কাগজপত্রাদির অনুলিপি নিজ দখলে রাখিতে ও সংরক্ষণ করিতে পারিবেন।*

(২) মামলা পরিচালনার সুবিধার্থে বন্দি-

(ক) নিজস্ব আইনজীবী মনোনয়ন ও ওকালতনামা প্রদানসহ মামলাসংক্রান্ত বিষয়ে কারা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আইনজীবীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারিবে; বা

(খ) আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এবং উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে সকল ধরনের আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির অধিকারী হইবে।

(৩) উপধারা (২)-এ যাহাই কিছুই থাকুক না কেন, বন্দিকে বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা প্রদানে কারা কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে, প্রয়োজনে, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ এবং

উক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিতে বা অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(৪) কারা কর্তৃপক্ষ সন্তানসম্ভবা নারী, স্তন্যদায়ী মা এবং সঙ্গে সন্তান রহিয়াছে এইরূপ বিচারাধীন নারী বন্দির তালিকা প্রস্তুতপূর্বক জেলা আইনগত সহায়তা কমিটি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জেলা কার্যালয় বা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে প্রদান করিবে, যাহাতে তাহারা আইনানুগ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

৫৪। কিশোর বন্দি-(১) কিশোর বন্দির ক্ষেত্রে কারা কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা।

(ক) সাধারণ শিক্ষা;

(খ) কর্মমুখী শিক্ষা; এবং

(গ) কারিগরি শিক্ষা।

(২) উপধারা (১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কারা কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, বিশেষায়িত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সংগঠন এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের সহায়তা গ্রহণ, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২)-এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকালে অথবা যে-কোনো সময় কারা কর্তৃপক্ষের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কিশোর বন্দির বয়স ১৮ (আঠারো) বৎসর অপেক্ষা কম, তাহা হইলে কারা কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট আদালত এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে, জেলা আইনগত সহায়তা কমিটির নিকট বিষয়টি প্রেরণ করিবে।

(৪) উপধারা (৩) অনুসারে সংশ্লিষ্ট আদালত হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রাপ্ত হইলে কারা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কিশোরকে নিকটস্থ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থানান্তর করিবে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৫) উপধারা (১) হইতে (৪)-এ যাহা কিছুই থাকুক না, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র হইতে কোনো শিশুকে ১৮ (আঠারো) বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর কারগারে প্রেরণ করা হইলে তাহাকে কিশোর হিসাবে গ্রহণকরত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রেয়াতসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করিবে।

[**ব্যাখ্যা:** এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কিশোর অর্থে কিশোরীও অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

৫৫। প্রতিবন্ধী বন্দি-মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধীর উন্নয়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কারা কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৫৬। মানসিকভাবে অসুস্থ বন্দি- (১) কোনো বন্দি কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশের সময় মানসিকভাবে অসুস্থ থাকিলে বন্দি কারাগারে আসিবার অনতিবিলম্বে মেডিক্যাল অফিসারের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে তাহার চিকিৎসার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) কারাগারে অবস্থানকালে কোনো বন্দির মানসিক রোগের লক্ষণ দেখা দিলে কারা কর্তৃপক্ষ-

(ক) কারা অভ্যন্তরে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কারাগারে উক্ত বন্দির চিকিৎসা সেবা পর্যাপ্ত না হইলে মেডিক্যাল অফিসারের প্রত্যয়নসাপেক্ষে কারাগারের বাহিরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাইবে, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট আদালতকে অবহিত করিবে।

(৩) মানসিক রোগে অসুস্থ বন্দির ক্ষেত্রে-

(ক) কারা কর্তৃপক্ষের আচরণ হইবে, মানবিক ও যত্নশীল; এবং

(খ) তাহাকে অন্যান্য বন্দি হইতে পৃথক রাখিতে হইবে।

৫৭। দুর্ঘটনায় আহত, মহামারি ইত্যাদিতে অসুস্থ- *(১) কোনো দুর্ঘটনায় বন্দি গুরুতর আহত বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারির প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি বা অন্য কোনো কারণে বন্দির অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমী অসুস্থতা দেখা দিলে মেডিক্যাল অফিসার অনতিবিলম্বে কারা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন:*

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কারা কর্তৃপক্ষ আদেশ দ্বারা যাথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৫৮। বিদেশি বন্দি- *(১) বিদেশি বন্দি অন্যান্য সকল বন্দির জন্য প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইবেন।*

(২) কারা কর্তৃপক্ষ বিদেশি বন্দিকে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি অবগত করিবেন, তিনি

(ক) তাহার রাষ্ট্রের কূটনীতিক, দূতাবাস বা কনস্যুলার প্রতিনিধি, আইনজীবী ও আত্মীয় যদি থাকে, তাঁহাদের সহিত সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে যোগাযোগ বা সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোনো বিদেশি বন্দির বাংলাদেশে কোনো দূতাবাস বা কনস্যুলার প্রতিনিধি না থাকে বা যাহারা অভিবাসী, উদ্‌বাস্তু কিংবা রাষ্ট্রহীন, সেইক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত মানবাধিকার সংগঠন অথবা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা উক্ত বন্দিকে সহায়তা প্রাদান করিতে পারিবে।

(ঘ) দন্ডপ্রাপ্ত হইলে তাহার দন্ড স্বীয় দেশে ভোগের আবেদন করিতে পারিবে, যাহা সরকার কর্তৃক বিবেচিত হইবে;

(গ) কারাদন্ডের সহিত অর্থদণ্ডে দন্ডিত হইয়া থাকিলে এবং বন্দি বিনিময় চুক্তিতে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে বা সরকার কর্তৃক কোনো শর্তারোপ করা না হইলে সংশ্লিষ্ট বন্দি স্বীয় দেশে স্থানান্তরিত হইবার পূর্বে অর্থদন্ডের সমপরিমাণ অর্থ উক্ত দেশের দূতাবাস, কনস্যুলার ইত্যাদির মাধ্যমে জমা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) সাজার মেয়াদ অতিক্রান্ত মুক্তিপ্রাপ্ত বিদেশি বন্দি মুক্তি লাভের পর হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত কারাগার বা এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত সরকার কর্তৃক কোনো নিরাপদ হেফাজতে অবস্থান করিবেন।

৫৯। মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত বন্দি- *(১) কারাগারে প্রেরণের পর অনতিবিলম্বে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত বন্দিকে যথাযথভাবে তল্লাশি করা হইবে এবং বন্দির হেফাজতে থাকা নিরাপত্তাহানিকর, অবৈধ ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কারা কর্তৃপক্ষের হেফাজতে গ্রহণ করা হইবে।*

(২) মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দির আবাসন, হেফাজত, সুরক্ষা, নিরাপত্তা, যত্ন, সাক্ষাৎ, যোগাযোগ ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিকে-

(ক) অন্যান্য বন্দি হইতে পৃথক সেলে অন্তরিন রাখা হইবে এবং উক্ত বন্দি নির্ধারিত প্রাঙ্গণের বাহিরে যাইবার অধিকারী হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, নিরাপত্তা নিশ্চিতসাপেক্ষে, বিশেষ প্রয়োজনে তাহাকে ওয়ার্ডে রাখা যাইতে পারে।

(খ) শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিধানসাপেক্ষে, বিধি দ্বারা অনুমোদিত, কার্যাবলির সুযোগ প্রদান করা হইবে।

(৪) কোনো বন্দির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হইবে না, যদি-

(ক) উক্ত বন্দি মানসিক রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে;

(খ) The Code of Criminal Procedure, 1898-এর section 374 ও section 376-এর বিধান-অনুসারে উক্ত মৃত্যুদন্ডাদেশ নিশ্চিত করা না হইয়া থাকে;

(গ) উক্ত মৃত্যুদন্ডাদেশ-সংক্রান্ত আপিল বা অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়া অথবা ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকে:

(ঘ) নারী বন্দির ক্ষেত্রে দফা (ক) হইতে দফা (গ)-তে বর্ণিত বিধানের অতিরিক্ত হিসাবে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলিও প্রযোজ্য হইবে, যদি-

(অ) উক্ত নারী সন্তানসম্ভবা হইয়া থাকেন; অথবা

(আ) উক্ত নারী স্তন্যদানকারী মাতা হইয়া থাকেন।

(৫) মৃত্যুদণ্ড কার্যকরসংক্রান্ত পদ্ধতি, সময়সীমা ও অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬০। আমৃত্যু কারাদন্ডপ্রাপ্ত বন্দির বিশেষ ব্যবস্থা- আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দির কারা ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬১। কারাগারে মৃত্যু- (১) কারাগারে কোনো বন্দির মৃত্যু ঘটলে বা আত্মহত্যা করিলে মেডিক্যাল অফিসার বা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী অনতিবিলম্বে বিষয়টি সুপারিনটেনডেন্টকে অবহিত করিবেন;

(২) উপধারা (১) অনুসারে অবহিত হইবার পর সুপারিনটেনডেন্ট বিষয়টি তাৎক্ষণিক কারা মহাপরিদর্শক, সংশ্লিষ্ট আদালত, সরকার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করিয়া নিম্নলিখিত বাবস্থা গ্রহণ করিবেন-

(ক) মৃত দেহের সুরতহাল;

(খ) মৃত দেহের ময়না তদন্ত (প্রযোজ্যক্ষেত্রে);

(গ) মৃত্যুর সংবাদ উক্ত বন্দির নিকট-আত্মীয় বা বন্দি কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত ব্যক্তি বা বিদেশি বন্দির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসকে অবহিতকরণ; এবং

(ঘ) ধর্মীয় বিধান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি এবং মানবিক মর্যাদা অনুসরণ করিয়া স্বজনদের নিকট হস্তান্তর অথবা সরকারিভাবে সৎকার।

(৩) মৃত্যু সনদপত্রে স্বাভাবিক মৃত্যু উল্লেখ থাকিলে এবং মৃতের আত্মীয়-স্বজন লিখিত আবেদন করিলে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনসাপেক্ষে, সুরতহাল সম্পন্ন করিয়া ময়না তদন্ত ব্যতিরেকে মৃতদেহ হস্তান্তর করা যাইতে পারে।

(৪) মৃত্যু সনদপত্রে অস্বাভাবিক মৃত্যু উল্লেখ থাকিলে আইনানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

৬২। কারাবন্দির আত্মহত্যা -(১) বন্দি আত্মহত্যার ক্ষেত্রে সুপারিনটেনডেন্ট প্রাথমিক তদন্ত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন কারা উপ-মহাপরিদর্শক এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর প্রেরণ করিবেন।

(২) উপধারা (১)-এর অতিরিক্ত হিসাবে বিচারাধীন বন্দি আত্মহত্যা করিলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আদালতকে অবগত করিতে হইবে।

৬৩। কারাবন্দির মৃত্যুসম্পর্কিত তথ্যাবলি লিপিবদ্ধকরণ -কারা অভ্যন্তরে কোনো বন্দির মৃত্যু ঘটলে বা কোনো বন্দি আত্মহত্যা করিলে, মেডিক্যাল অফিসার অবিলম্বে বিষয়টি নির্ধারিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন, যাহাতে, যতদূর সম্ভব নিম্নবর্ণিত, তথ্যাবলি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যথা:

(ক) অসুস্থতা, আত্মহত্যা বা অন্য কোনো কারণে মৃত্যুর ধরন।

(খ) মৃত বন্দি কর্তৃক অসুস্থতা বিষয়ে প্রথম অবহিতকরণ অথবা বিষয়টি অবগত হইবার তারিখ ও সময়;

(গ) আত্মহত্যাজনিত বিষয়টি অবগত হইবার তারিখ ও সময়;

(ঘ) বন্দি মৃত্যুর দিন যে কাজে নিযুক্ত ছিলেন, প্রযোজ্যক্ষেত্রে;

(ঙ) মৃত্যুর দিন মৃত বন্দি যে খাবার গ্রহণ করিয়াছিলেন উহার ধরন ও পরিমাণ;

(চ) মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক বন্দির অসুস্থ হইবার বিষয়ে প্রথম অবগত হইবার তারিখ ও সময়;

(ছ) রোগের ধরন বা আত্মহত্যার প্রক্রিয়া ও অন্যান্য ধরন:

(জ) হাসপাতালে ভর্তি হইবার সময় ও তারিখ, প্রযোজ্যক্ষেত্রে:

(ঝ) বন্দিকে বাহিরের কোনো হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছিল কি না, প্রযোজ্যক্ষেত্রে;

(ঞ) বন্দিকে প্রদত্ত চিকিৎসার বিবরণ;

(ট) বন্দিকে তাহার মৃত্যুর আগে মেডিক্যাল অফিসার বা স্বাস্থ্যসহায়ক কর্মচারী কর্তৃক সর্বশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়;

(ঠ) বন্দির মৃত্যুর সময় ও তারিখ:

(ড) সুরতহালসম্পর্কিত বিবরণ;

(ঢ) ময়না তদন্ত সম্পন্ন হইয়া থাকিলে এই সম্পর্কিত বিবরণ; এবং

(ণ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য তথ্য।

৬৪। **যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি-** (১) প্রত্যেক কারাগারে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি থাকিবে।

(২) উপধারা (১) অনুসারে গঠিত কমিটির পুরুষ-নারী সদস্যসংখ্যা বন্দি ও কর্মচারীর আনুপাতিক হারে নির্ধারিত হইবে।

(৩) কোনো বন্দি বা কারা কর্মচারী ও কর্মকর্তা কর্তৃক যৌন হয়রানি কিংবা সহিংসতার অভিযোগ উত্থাপিত হইলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি বিধি নির্ধারিত অন্যান্য কার্যের পাশাপাশি অভিযোগের সত্যানুসন্ধান ও শুনানি করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগ দায়েরের সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অভিযোগের তদন্ত সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) অভিযোগ প্রমাণিত হইলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

কারাগারের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা

৬৫। **শৃঙ্খলার সাধারণ নিয়মাবলি-**শৃঙ্খলার সাধারণ নিয়মাবলির মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৬৬। **কারাগারের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা-** (১) কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শৃঙ্খলা পরিপন্থি কার্যাবলি প্রতিরোধ, বন্দির পলায়ন রোধ, বন্দি কর্তৃক নিজের বা অন্যের ক্ষতি করিবার সম্ভাবনা রোধ ইত্যাদি অন্যান্য বিষয় বিবেচনাক্রমে কার্যকর ও গতিশীল নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটি কর্তৃক বন্দির নিরাপত্তা বা সুরক্ষা ঝুঁকি নির্ধারণ করিতে হইবে এবং ঝুঁকি নির্ধারণকালে উক্ত কমিটি অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি বিবেচনা করিবে, যথা:

(ক) অপরাধ ও পুনঃঅপরাধ প্রবণতা ও মাত্রা:

(খ) পলায়নের অতীত ইতিহাস;

(গ) মাদকাসক্তি এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতার মাত্রা:

(ঘ) কারা অপরাধের সংখ্যা ও মাত্রা; এবং

(ঙ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

(৩) প্রত্যেক কারাগার কি-পয়েন্ট ইন্সটলেশন (কেপিআই) এলাকা হিসাবে গণ্য হইবে।

[ব্যাখ্যা: কি-পয়েন্ট ইন্সটলেশন (কেপিআই) অর্থে সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত কি-পয়েন্ট ইন্সটলেশন (কেপিআই) নিরাপত্তা নীতিমালাতে উল্লিখিত কেপিইউ-কে বুঝাইবে।)

(৪) প্রত্যেক কারাগার উড্ডয়নমুক্ত এলাকা হিসাবে গণ্য হইবে।

(৫) কারাগারের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে বিধি দ্বারা নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি নির্ধারিত হইবে, যথা।

(ক) কারাগারের সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা ও ধরন, প্রাচীর হইতে নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে বহুতল ভবন নির্মাণের বিধি-নিষেধ;

(খ) কারাগারের প্রবেশ দ্বার-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা:

(গ) বন্দি, কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারী, পরিদর্শনকারী এবং দর্শনার্থীদের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা;

(ঘ) সুরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, প্রয়োজনে, কোনো বন্দির জন্য আবশ্যক হইলে বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা; এবং

(ঙ) নিরাপত্তা ও সুরক্ষাসম্পর্কিত আনুষঙ্গিক বিষয়াদিসহ অন্যান্য বাহিনীর সহিত সমন্বয় সাধন।

(৬) কারাগারের নিরাপত্তা অথবা সুরক্ষার জন্য অনিবার্য হুমকির আশঙ্কা থাকিলে অথবা কারা অভ্যন্তরে বিদ্রোহ, দাঙ্গা, জিম্মি অথবা অন্য যে-কোনো কারণে কারা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলে, কারা কর্তৃপক্ষ

(ক) যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং প্রয়োজনে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহায়তা চাহিতে পারিবেন এবং উহারা অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবেন, এবং

(খ) বিষয়টি কারা মহাপরিদর্শসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

*৬৭। **বন্দি পৃথকীকরণ**- (১) কারা কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো বন্দিকে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে অন্যান্য বন্দি হইতে পৃথক করিয়া একক সেল বা কক্ষে রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যেক্ষেত্রে-*

(ক) বন্দির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে;

(খ) বন্দির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে;

(গ) অন্যান্য বন্দির সহিত উক্ত বন্দির অবস্থান কারাগারের শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা বিঘ্ন করিতে পারে;

(ঘ) বন্দিকে স্বাস্থ্যগত কারণে পৃথকীকরণের জন্য মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক এইরূপ ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা হইয়াছে।

(ঙ) বন্দি সহিংস আচরণ করে বা সহিংসতার হুমকি প্রদান করে; এবং

(চ) অন্য কোনো কারণে সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হইয়া থাকে।

(২) কারাগারে পৃথকীকরণ অবস্থায় আটক বন্দির ক্ষেত্রে-

(ক) সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হইবে;

(খ) জেলার অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং মেডিক্যাল অফিসার দিনে ন্যূনতম একবার তাঁহাকে পরিদর্শন করিবেন:

(গ) পরিদর্শনকালে মেডিক্যাল অফিসারের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, পৃথকীকরণ অব্যাহত রাখিলে উক্ত বন্দির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতে পারে, সেইক্ষেত্রে কারা কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পৃথকীকরণ আদেশ

প্রত্যাহার করিবেন এবং অনতিবিলম্বে উক্ত বন্দিকে পৃথক অবস্থা হইতে পূর্বের অবস্থায় ফেরত পাঠাইতে হইবে।

(ঘ) উপধারা (১) দফা (৩)-এ বর্ণিত পৃথকীকরণ ডেপুটি জেলারের পদমর্যাদার নিম্নে নহে এইরূপ কর্মকর্তা করিতে পারিবে না।

(৩) শাস্তি হিসাবে পৃথকীকরণ ৭ (সাত) দিনের অধিক হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, পৃথকীকরণ আদেশ বর্ধিত করা আবশ্যক বলিয়া সুপারিনটেনডেন্ট-এর নিকট প্রতীয়মান হইলে এবং উক্তরূপ বর্ধিতকরণের ফলে বন্দির স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ হইবে না মর্মে মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়িত হইলে সুপারিনটেনডেন্ট উক্ত পৃথকীকরণ আদেশ ক্রমাগতভাবে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পৃথকীকরণ বা উহা প্রত্যাহারের আদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে বিষয়টি সুপারিনটেনডেন্টকে অবহিত করিবেন এবং সুপারিনটেনডেন্ট উক্ত আদেশ চূড়ান্ত করিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

৬৮। **বন্দি স্থানান্তর-** (১) কারা কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, বন্দিকে এক কারাগার হইতে অন্য কারাগারে কিংবা অন্য কোনো স্থানে বা হাসপাতালে পুলিশের সহযোগীতায় স্থানান্তর করিতে পারিবে।

(২) আদালতের নির্দেশনা বা মামলার তারিখ অনুসারে কারা কর্তৃপক্ষ পুলিশের সহযোগীতায় বন্দিকে সংশ্লিষ্ট আদালতে হাজিরের নিমিত্ত স্থানান্তর করিবেন।

(২) বন্দি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:

(ক) স্থানান্তরের পূর্বে মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক বন্দির স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্থানান্তরের বিষয়টি মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া;

(খ) নিরাপত্তা ও সুরক্ষার যাবতীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনে, অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করা;

(গ) বন্দি পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনে যথেষ্ট পরিমাণে স্থান সংকুলান, বায়ু চলাচল এবং আলোর ব্যবস্থা রাখা:

(ঘ) বন্দির গোপনীয়তা নিশ্চিত করা, তাহাদের জনসাধারণের দৃষ্টিসীমার বাহিরে রাখা, অসম্মান বা অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে বিরত রাখা; এবং

(ঙ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ব্যবস্থা অনুসরণ করা।

৬৯। **বল প্রয়োগের ক্ষেত্র ও শর্তসমুহ-** (১) সুপারিনটেনডেন্ট-এর অনুমোদনসাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত যে-কোনো ক্ষেত্রে বন্দির উপর বল প্রয়োগ করা যাইবে, যথা:

(ক) কারা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর আত্মরক্ষা;

(খ) পলায়নের চেষ্টারত কোনো বন্দিকে নিবৃত করা:

(গ) দাঙ্গা ও মারামারি প্রতিরোধ;

(ঘ) সম্পদ বিনষ্ট করা হইতে বন্দিকে বিরত রাখা;

(ঙ) নিজের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে এইরূপ কোনো কাজ হইতে বন্দিকে বিরত রাখা:

(চ) কারা কর্তৃপক্ষের কোনো আদেশ প্রতিপালনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা;

(ছ) অন্যান্য বন্দি, পরিদর্শনকারী, দর্শনার্থী বা কারাগারে আগত অন্য কোনো ব্যক্তির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে: বা

(জ) অন্য যে-কোনো কারণে কোনো বন্দি দ্বারা কারাগারের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবিনতি ঘটিলে বা ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দিলে।

(২) সুপারিনটেনডেন্ট-এর অনুমোদন গ্রহণ সময়সাপেক্ষ হইলে এবং উপধারা (১)-এ বর্ণিত উদ্ভূত পরিস্থিতি দায়িত্বরত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থকিলে উক্তরূপ পরিস্থিতি জরুরি ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণে আনিবার লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে এইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যাহা সুপারিনটেনডেন্ট উপস্থিত থাকিলে করিতেন এবং অনতিবিলম্বে তৎকর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিষয়টি সুপারিনটেনডেন্টকে অবহিত করিবেন।

(৩) বল প্রয়োগসংক্রান্ত সকল ঘটনা সুপারিনটেনডেন্ট লিখিতভাবে কারা উপমহাপরিদর্শক এবং ক্ষেত্রমতো, কারা মহাপরিদর্শক-কে অবহিত করিবেন।

(৪) বল প্রয়োগসংক্রান্ত ঘটনাসংবলিত পূর্ণাঙ্গ নথি কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিপিবদ্ধ, সজ্জিত ও সংরক্ষিত হইতে হইবে।

৭০। যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা আরোপ (১) সন্তানসম্ভবা নারী, সদ্য সন্তান প্রসবকারী নারী ও ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত অনাদায়ী নারী বন্দি ব্যতীত ধারা ৬৯-এর উপধারা (১)-এ বর্ণিত বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে বন্দির উপর সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার জন্য যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা যাইতে পারে।

তবে শর্ত থাকে যে, যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা আরোপের আদেশ বর্ধিত করা আবশ্যক বলিয়া সুপারিনটেনডেন্ট-এর নিকট প্রতীয়মান হইলে এবং উক্তরূপ বর্ধিতকরণের ফলে বন্দির স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ হইবে না মর্মে মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়িত হইলে সুপারিনটেনডেন্ট উক্ত ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার সময়সীমা ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'যান্ত্রিক প্রতিবন্ধিকতা' অর্থে এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত আধুনিক সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(৩) যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা আরোপ এবং এতৎসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিধানাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৭১। লাঠি ও প্রাণঘাতী নহে এমন অস্ত্রের ব্যবহার -(১) আসন্ন সহিংসতার ঝুঁকি রহিয়াছে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে অথবা ক্রমাগতভাবে সহিংসতা চলিতে থাকিলে উক্তরূপ সহিংসতা প্রতিরোধকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উদ্ভূত পরিস্থিতির ঝুঁকি ও বিপদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ লাঠি ও প্রাণঘাতী নহে এইরূপ অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং গৃহীত ব্যবস্থাসম্পর্কিত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নথিতে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১)-এর বিধান-অনুসারে লাঠি ও প্রাণঘাতী নহে এইরূপ অস্ত্র ব্যবহারজনিত বন্দি আহত বা জখম হইলে উক্ত বন্দিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করিতে হইবে।

৭২। আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার- (১) এই ধারার বিধানসাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জরুরি অবস্থায় নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন, যথা:

(ক) নিজের, অন্যান্য কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী কিংবা বন্দির আক্রমণ প্রতিরোধে বা প্রাণ রক্ষার্থে আবশ্যকীয় হইলে;

(খ) সহিংস বন্দি বিদ্রোহ দমন বা জিম্মি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও উদ্ধারে;

(গ) কারাগার হইতে অথবা এসকর্ট-এর অধীনে থাকা অবস্থায় কোনো বন্দি পলায়নের চেষ্টা করিলে এবং ইহার কারণে অন্যান্যদের প্রাণনাশের হুমকি দেখা দিলে; এবং

(ঘ) ধারা ৬৯, ৭০ ও ৭১-এর বিধান প্রয়োগ করিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হইলে।

(২) উপধারা (১)-এর বিধান অনুসারে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারজনিত বন্দি আহত বা জখম হইলে উক্ত বন্দিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপধারা (১)-এর বিধান-অনুসারে গৃহীত ব্যবস্থাসম্পর্কিত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নথিতে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত করিতে হইবে এবং উক্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি সরকার, কারা মহাপরিদর্শক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।

৭৩। **কারাবন্দির তল্লাশি-** কারা কর্তৃপক্ষ নিয়মিত বা আকস্মিকভাবে পরিদর্শনকালে অথবা কোনো বন্দির দখলে অবৈধ বস্তু বা দ্রব্য রহিয়াছে মর্মে কারা কর্তৃপক্ষের নিকট গোচরীভূত হইলে বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে বন্দির দেহ এবং প্রয়োজনে, শয়নস্থান, বিছানাপত্র ইত্যাদি তল্লাশি করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বন্দির শয়নস্থান ও বিছানাপত্র তল্লাশিকালে বন্দির ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করা যাইবে না।

৭৪। **কারাগার এলাকার তল্লাশি-** সুপারিনটেনডেন্ট-এর নির্দেশক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে-কোনো সময় বা নির্দেশিত মতে কারাগার এলাকা বা উহার অংশবিশেষ তল্লাশি করিতে পারিবে এবং এই সম্পর্কিত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নথিতে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত করিতে হইবে এবং উহার অনুলিপি সুপারিনটেনডেন্টকে প্রদান করিতে হইবে।

৭৫। **কারা কর্মচারীদের তল্লাশি** কারা কর্তৃপক্ষ কারা কর্মচারীদের কারাগারে প্রবেশ বা প্রস্থানের সময় দেহ তল্লাশি করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কারা কর্মচারীর দখলে অবৈধ বস্তু বা দ্রব্য রহিয়াছে মর্মে কারা কর্তৃপক্ষের নিকট গোচরীভূত হইলে বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে উক্ত কারা কর্মচারীকে বিশেষভাবে তল্লাশি করা যাইবে।

৭৬। **দর্শনার্থী ও কারাগার এলাকায় আগত ব্যক্তির তল্লাশি, জব্দ ইত্যাদি (১)** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজে বা সমলিঙ্গের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক কারাগারে আগত দর্শনার্থী অথবা কারা এলাকায় আগত ব্যক্তির দেহ ও তাহার সহিত থাকা বস্তুর তল্লাশি করিতে পারিবেন।

(২) দর্শনার্থীর তল্লাশিকালে তাহার পারিবারিক ও সামাজিক মান-মর্যাদা এবং দর্শনার্থী হিসাবে আগত শিশুর তল্লাশি সংবেদনশীলভাবে করিতে হইবে।

(৩) উপধারা (১) ও উপধারা (২) অনুসারে তল্লাশিকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দর্শনার্থীর সহিত থাকা বস্তু নিজ হেফাজতে গ্রহণ করিবেন এবং কারাগার ত্যাগকালে ফেরত প্রদান করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, তল্লাশিকালে সংগৃহীত বস্তু দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে নিষিদ্ধ হইলে উহা তাৎক্ষণিকভাবে জব্দ করিয়া উক্ত দর্শনার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে এবং জব্দকৃত বস্তুসহ উক্ত দর্শনার্থীকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

(৪) নিষিদ্ধ বস্তু এবং দর্শনার্থী কর্তৃক অনুমোদিত বা গ্রহণযোগ্য নহে এইরূপ বস্তু ও কর্মকান্ডের তালিকা, যতদূর সম্ভব কারা এলাকায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এইরূপ স্থানে নোটিশ বোর্ডে বা অন্য কোনোভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৫) কোনো দর্শনার্থী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তাহার দেহ বা বস্তু তল্লাশিতে বাধা প্রদান করিতে পারিবে না এবং বাধা প্রদান করিলে উক্ত দর্শনার্থীকে বন্দির সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রদানে করা যাইবে না।

(৬) এই ধারার উদ্দেশ্যে তল্লাশি, দ্রব্য বা সম্পদের হেফাজত ও ফেরত প্রদান প্রক্রিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৭৭। **কারা অভ্যন্তরে বা কারা এলাকায় বন্দি বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ফৌজদারি অপরাধ ইত্যাদি -(১)** কোনো বন্দি কারা অভ্যন্তরে ফৌজদারি অপরাধ করিলে কারা কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

(২) কারা এলাকায় কোনো ব্যক্তি ফৌজদারি অপরাধ সংঘটন করিলে বা নিজের পরিচয় জানাইতে অস্বীকার করিলে, অথবা মিথ্যা পরিচয় প্রদান করিয়াছে মর্মে কারা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হইলে, কারা কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে আটক করিতে পারিবেন এবং অনতিবিলম্ব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট হস্তান্তর করিবেন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

৭৮। কারাবন্দির কারা অপরাধ- বন্দি কর্তৃক কারা অভ্যন্তরে নিম্ন বর্ণিত শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত কার্যকলাপ সম্পাদন করা হইলে এই আইনের বিধান-অনুসারে উহা কারা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:

(ক) অন্য বন্দিকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

(খ) মারামারি;

(গ) কারাগারের অভ্যন্তরে আগত কোনো সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তি বা পরিদর্শনকারীর প্রতি অপমানজনক বা সম্মানহানিকর আচরণ করা;

(ঘ) খাদ্য গ্রহণে অস্বীকৃতি;

(ঙ) বন্দির নিকট সংরক্ষিত কারাবাসসংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য, নথি, দলিলাদি, স্বাক্ষ্য বা লিখিত বিবরণ মুছিয়া ফেলা, বিকৃত করা অথবা ধ্বংস করা;

(চ) যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে সাজা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে নির্ধারিত কাজে অংশগ্রহণ না করা;

(ছ) মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অসুস্থতার ভান প্রমাণিত হওয়া;

(জ) কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হওয়া, অস্বীকৃতি জানানো, বাধা প্রদান অথবা বিকৃত করা;

(ঝ) আরোপিত যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতার সামগ্রী বিনষ্ট, বিকৃতি বা ধ্বংস করা;

(ঞ) নিষিদ্ধ যে-কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক বা ইলেকট্রনিকস সামগ্রী বা যন্ত্রের ব্যবহার, প্রস্তুত, বহন, গ্রহণ বা সরবরাহ করা:

(ট) যে-কোনো ধরনের মাদকদ্রব্য অথবা এমন কোনো বস্তু যাহা মাদকদ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা প্রস্তুত, ব্যবহার, বহন, গ্রহণ বা সরবরাহ করা;

(ঠ) কোনো ব্যক্তিকে আঘাত বা হুমকি প্রদানের নিমিত্ত অথবা নিজে পলায়ন বা অন্যকে পলায়নের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে যে-কোনো নিষিদ্ধ বস্তু বা দ্রব্য প্রস্তুত, ব্যবহার, বহন, সংরক্ষণ, গ্রহণ বা সরবরাহ করা;

(ড) পলায়ন করা অথবা আইনগতভাবে কারাগারের বাহিরে থাকিলে উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কারাগারে ফেরত না আসা;

(ঢ) কর্মস্থলের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি, অগ্নিনিরাপত্তা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের নিমিত্ত এই আইন, বিধি বা অন্য কোনো আইনের বিধান লঙ্ঘন করা;

(ণ) ইচ্ছাকৃতভাবে কারাগারের অথবা অন্য কোনো বন্দির ব্যক্তিগত সম্পদ চুরি বা ক্ষতিসাধন করা;

(ত) কোনো অশালীন আচরণ, কর্মসম্পাদন, আঘাত বা আক্রমণ করা:

(থ) জিম্মি করা;

(দ) বন্দি বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করা;

(ধ) অন্য কোনো ব্যক্তির জিম্মা হইতে বলপূর্বক যে-কোনো সম্পদ ছিনাইয়া নেওয়া;

(ন) কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে বিধিবহির্ভূত সুবিধা গ্রহণ করা;

(প) কারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নিজের বা অন্য কোনো ব্যক্তির মুনাফার জন্য কোনো দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবসায় পরিচালনা করা;

(ফ) কারা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো স্থানে প্রবেশ, সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা অথবা অবস্থান করা।

(ব) তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কোন যন্ত্রাংশ, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, মোবাইল, ইন্টারনেট ও বৈদ্যুতিক সংযোগ, ইত্যাদি যে-কোনো সম্পদের ক্ষতি সাধন করা;

(ভ) কৃষিকাজে ব্যবহৃত কোন মন্ত্র, উপকরণ, যন্ত্রাংশ ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করা;

(ম) উপরে বর্ণিত যে-কোনো কার্যাবলি সম্পাদনের পরিকল্পনা করা, তথ্য গোপন করা, আয়োজন করা, প্রচেষ্টা চালানো অথবা উক্তরূপ কার্যাবলি করার হুমকি, সহায়তা বা উস্কানি প্রদান করা।

(২) সরকার সময় সময় অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে অন্যান্য কার্যাবলীকে উপধারা (১)- এর অধীন কারা অপরাধ হিসেবে হিসেবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১)-এ বর্ণিত যে-কোনো কার্যাবলি সম্পাদনের পরিকল্পনা করা, তথ্য গোপন করা, আয়োজন করা, প্রচেষ্টা চালানো অথবা উক্তরূপ কার্যাবলি করিবার হুমকি সহায়তা বা উস্কানি প্রদান করাও কারা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) অপরাধের প্রকৃতি (যেমন, লঘু বা গুরু) বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৭৯। **কারা অপরাধের শাস্তি-** (১) কারা অপরাধের জন্য সুপারিনটেনডেন্ট ব্যতিত অধস্তন কোনো কারা কর্মকর্তা শাস্তি প্রদান করিবেন না এবং একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তি প্রদান করা যাইবে না।

(২) সুপারিনটেনডেন্ট শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে কারা অপরাধের জন্য বন্দি-অপরাধীকে নিম্নরূপ এক বা একাধিক শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন এবং শান্তিসংক্রান্ত বিষয়াবলি নথিতে লিপিবদ্ধ করিবেন, যথা:

(ক) আনুষ্ঠানিকভাবে সতর্কীকরণ:

(খ) তিরস্কার;

(গ) সাক্ষাৎ স্থগিত;

(ঘ) ক্ষতিপূরণের আদেশ;

(ঙ) ছুটি বাতিল;

(চ) রেয়াত কর্তন:

(ছ) যান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা আরোপ:

(জ) সেলে আবদ্ধকরণ;

(ঝ) বিশেষ নিরাপত্তা ওয়ার্ডে স্থানান্তর;

(ঞ) নির্জন কারাবাস;

(ট) কাজের মজুরি কর্তন বা হ্রাসকরণ;

(ঠ) কারাবন্দির পদাবনতি বা পদোন্নতি স্থগিত;

(ড) ডিভিশন বাতিল; এবং

(ঢ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য শাস্তি।

(৩) শাস্তির প্রকৃতি (লঘু বা গুরু), শাস্তি প্রদানের প্রক্রিয়া, শাস্তিসংক্রান্ত বিষয়াবলি, ফর্ম, রেজিস্টার ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮০। **কারাগারে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা কমিটি ও উহার কার্যাবলি** -(১) কারা অপরাধবিষয়ক তদন্ত, সুপারিশ ও নিষ্পত্তি এবং বন্দি কর্তৃক অভিযোগ, মতামত, পরামর্শ গ্রহণ অথবা অন্যান্য কার্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক কারাগারে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা কমিটি নামীয় একটি কমিটি থাকিবে।

(২) শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা কমিটির গঠন, কার্যাবলি, অভিযোগ, তদন্ত, সুপারিশ প্রদান প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮১। পুনর্বিবেচনা ও আপিল -ধারা ৭৯-এর অধীন কোনো বন্দিকে শাস্তি প্রদান করা হইলে আদেশ প্রদানের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ বন্দি-

(ক) সুপারিনটেনডেন্ট-এর নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন; বা

(খ) কারা উপ-মহাপরিদর্শকের নিকটি আপিল করিতে পারিবেন।

(২) পুনর্বিবেচনা বা আপিল করা সত্ত্বেও শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাজনিত সাজা কার্যকর করিবার লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যকীয় হইলে সুপারিনটেনডেন্ট উক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) পুনর্বিবেচনা বা আপিল দায়ের, পদ্ধতি এবং উহা নিষ্পত্তিসম্পর্কিত বিষয়াবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮২। বন্দিকে আদালতে হাজির, প্রসেস জারি ইত্যাদি -(১) কারা কর্তৃপক্ষ পুলিশের সহযোগীতায় বন্দিকে কারাগার হইতে আদালত বা ট্রাইবুনালে হাজির করিবে।

(২) যথাযথ নিরাপত্তা গ্রহণক্রমে পরিবহণের মাধ্যমে হাজিরা নিশ্চিত করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বন্দি পরিবহণ বা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কারা কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহায়তা চাহিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা অনতিবিলম্বে চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) কারা কর্তৃপক্ষ বন্দিকে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে আদালতে হাজির করা হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আদালত বা ট্রাইবুনালকে অবহিত করিতে হইবে, যথা:

(ক) মেডিক্যাল অফিসারের লিখিত পরামর্শ-অনুসারে বন্দি স্থানান্তরের জন্য উপযুক্ত না হইলে;

(খ) নির্ধারিত তারিখে বন্দিকে অন্য কোনো আদালতে হাজিরা বা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য উপস্থিত করা হইলে;

(গ) চলমান কোনো তদন্তে বন্দি তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের হেফাজতে থাকিলে; বা

(ঘ) বন্দি কারা কর্তৃপক্ষের হেফাজতে না থাকিলে।

(৪) আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত প্রসেস দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জারি করিবে এবং সংশ্লিষ্ট বন্দিকে আদালতে শারীরিক বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাজির করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) দেওয়ানি, ফৌজদারি বা দেশে বিদ্যমান অন্যান্য আইন-অনুসারে বন্দির আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

ষষ্ট অধ্যায়

সাজাপ্রাপ্ত বন্দি

৮৩। সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (১) ঝুঁকি ও চাহিদা নিরুপন কমিটি সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, পুনর্মূল্যায়ন, সংশোধন ইত্যাদি করিবে।

(২) সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:

বন্দির-

(ক) কাজ;

(খ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;

(গ) প্রাক মুক্তি কার্যক্রম;

(ঘ) মুক্তি পরবর্তী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া; এবং

(ঙ) বিধি নির্দেশিত অন্যান্য বিষয়।

(৩) শ্রেণিবিন্যাস ও নিরাপত্তা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নারী, কিশোর, বিদেশি নাগরিক অথবা মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিশেষ চাহিদা বিবেচনা করা হইবে।

৮৪। শ্রেণিবিন্যাস ও নিরাপত্তা মূল্যায়ন, পুনর্মূল্যায়ন ইত্যাদি- (১) সাজাপ্রাপ্ত বন্দি কারাগারে ভর্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশোধন ও পুর্নবাসনের নিমিত্ত তাহার ঝুঁকি ও নিরাপত্তা মূল্যায়ন (Risk Assessment) এবং চাহিদা মূল্যায়ন (Need Assessment) ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ কমিটি কর্তৃক করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সাজার মেয়াদ ৯০ (নব্বই) দিনের কম হইলে বন্দির ঝুঁকি ও নিরাপত্তা মূল্যায়ন এবং চাহিদা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ভর্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) অনুসারে মূল্যায়নের পর ঝুঁকি ও চাহিদা নিরুপন কমিটি প্রতি ১২ (বারো) মাসে ন্যূনতম একবার প্রত্যেক বন্দির ঝুঁকি ও নিরাপত্তা পুনঃমূল্যায়ন করিবে এবং তদনুসারে, সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সংশোধন বা পরিবর্তন করিবে।

(৩) উপধারা (২)-এ বর্ণিত পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধারা ৮৪-এর উপধারা (২)-এ উল্লিখিত বিধানসহ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে, যথা।

(ক) কারাগারে অবস্থানকালে বন্দির আচরণসংক্রান্ত তথ্যাবলি; এবং

(খ) সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা-অনুসারে নির্ধারিত কার্যাবলিতে সংশ্লিষ্ট বন্দির অংশগ্রহণ।

(৪) বন্দির ঝুঁকি ও নিরাপত্তা মূল্যায়ন ও পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সুপারিনটেনডেন্ট নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি নিশ্চিত করিবেন, যথা:

(ক) বন্দির তথ্যাবলি সংগ্রহ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ,

(খ) সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি বিশ্লেষণ; এবং

(গ) এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি।

৮৫। সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ- (১) সাজাপ্রাপ্ত বন্দি-

(ক) সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী তাহার জন্য নির্ধারিত কাজ, ধারা ৩৯ ও ৪১-এ প্রদত্ত শর্তাবলি পূরণসাপেক্ষে, করিতে বাধ্য থাকিবে।

(খ) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা অন্য কোনো কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিয়া থাকিলে উহা বন্দির কাজ হিসাবে বিবেচিত হইবে;

(গ) তৎকর্তৃক কৃত ও সম্পাদিত কাজের জন্য যথাযথ পারিশ্রমিক বা মজুরি পাইবার অধিকারী হইবে এবং উক্তরূপ প্রাপ্ত পারিশ্রমিক বা মজুরির অর্ধেকাংশ সংশ্লিষ্ট বন্দির সম্মতিক্রমে-

(অ) পরিবারকে প্রদান করা যাইবে:

(আ) আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অর্থদন্ড, জরিমানা ইত্যাদি প্রদান করা যাইবে; বা

(ই) অন্য কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকিলে তাহা পূরণে ব্যয় করা যাইবে।

(২) সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে কারা কর্তৃপক্ষ, বিধি দ্বারা নির্দেশিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায়, সাজাপ্রাপ্ত বন্দিকে কারাগারের বাহিরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৮৬। সাজাপ্রাপ্ত বন্দির কারাবাসের স্থান নির্ধারণ ও স্থানান্তর- (১) সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন সুরক্ষায় উৎসাহিত করিবার জন্য বন্দিকে তাহার নিজ জেলা, পরিবারের সদস্যরা যে জেলায় অবস্থান করিতেছে উক্ত জেলা বা তাহার সন্নিকটস্থ কারাগারে অবস্থান কারিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(২) ধারা ৬৮ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপধারা (১)-এর বিধান কোনো বন্দির ক্ষেত্রে অনুসরণ করা না হইলে উক্ত বন্দির ক্ষেত্রে সুপারিনটেনডেন্ট সংশ্লিষ্ট বন্দির

মুক্তি পাইবার সম্ভাব্য তারিখ হইতে কাছাকাছি সময়ে কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত সময় বা তারিখে সংশ্লিষ্ট বন্দিকে নিজ জেলা, পরিবারের সদস্যরা যে জেলায় অবস্থান করিতেছে উক্ত জেলা বা তাহার সন্নিকটস্থ কারাগারে পুলিশের সহযোগীতায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৮৭। **সাজাপ্রাপ্ত বন্দির জন্য সুবিধা অর্জন**- (১) ঝুঁকি ও চাহিদা নিরুপন কমিটি সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় বিশেষ

সুবিধাসংক্রান্ত সুপারিশ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এ বর্ণিত বিশেষ সুবিধার ধরন, সুবিধা অর্জন, প্রদান পদ্ধতি ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, কারা কর্তৃপক্ষ বিশেষ সুবিধার ধরন, সুবিধা অর্জন, প্রদান পদ্ধতি ইত্যাদি আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

সপ্তম অধ্যায়
সিভিল বন্দি, বন্দি (detainee), নিরাপদ হেফাজত ইত্যাদি

৮৮। **সিভিল বন্দি**- সিভিল বন্দি-

(ক) অন্যান্য সকল বন্দি হইতে পৃথক আবাসনে থাকিবে;

(খ) কারাগারের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবে; এবং

(গ) অন্য কোনো আইনে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান না থাকিলে এই আইন এবং তাহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত খাদ্য ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্ত হইবে।

৮৯। **বন্দি (detainee), নিরাপদ হেফাজত ইত্যাদি**- (১) বন্দি (detainee) ও নিরাপদ হেফাজতে থাকা বন্দির জন্য চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত বন্দির সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারসংক্রান্ত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে এবং প্রয়োজনে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(২) বন্দি (detainee) ও নিরাপদ হেফাজতে থাকা বন্দির কারাগারে অবস্থানকালে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বজায় রাখিয়া কাজ ও অন্যান্য কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ প্রদান করা যাইবে।

অষ্টম অধ্যায়
কারা প্রশাসন

৯০। **মহাপরিদর্শক**- (১) বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট-এর একজন মহাপরিদর্শক থাকিবেন এবং তিনি উক্ত ডিপার্টমেন্ট-এর প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) কারা মহাপরিদর্শক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) কারা মহাপরিদর্শক ডিপার্টমেন্ট-এর সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি এই আইনের বিধানাবলিসাপেক্ষে এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত কার্যাবলি সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) কারা মহাপরিদর্শক-এর পদ শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা আ অন্য কোনো কারণে কারা মহাপরিদর্শক তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্যপদে নবনিযুক্ত কারা মহাপরিদর্শক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা কারা মহাপরিদর্শক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি অস্থায়ীভাবে কারা মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯১। কারা মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি- *কারা মহা পরিদর্শকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:*

(ক) ধারা ৭-এ উল্লিখিত বাংলাদেশে কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা:

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় আদেশ, নির্দেশনা ইত্যাদি জারি করা;

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে প্রদত্ত বা জারিকৃত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা;

(ঘ) সরকারের অনুমোদনক্রমে কোনো ভবন বা স্থাপনাকে অস্থায়ীভাবে বিশেষ কারাগার হিসাবে ঘোষনা ও উহাতে বন্দি স্থানান্তর করা;

(ঙ) ডিপার্টমেন্ট-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা;

(চ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ডিপার্টমেন্ট-এর অধীনে বিভিন্ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা ও উহাদের কার্যপরিধি নির্ধারণ করা:

(ছ) এই আইন, বিধিমালা, সরকারি পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে, সময়ে সময়ে, এই সংক্রান্ত ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও প্রকাশ করা;

(জ) বন্দির সংশোধন, পুনর্বাসন ও সমাজে পুনর্জঙ্গীভূতকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যাবলির পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয়, তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য গ্রহণ করা;

(ঝ) বন্দির সংশোধন, পুনর্বাসন ও সমাজে পুনর্ভশীভূতকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় গবেষণার ব্যবস্থা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ ও নূতন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা।

(ঞ) বন্দির সংখ্যাধিক্য হ্রাস করিবার লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং

(ট) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯২। অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক-এর নিয়োগ, দায়িত্ব ও কার্যাবলি ইত্যাদি- *(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ডিপার্টমেন্ট-এর জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক থাকিবে এবং তাঁহাদের নিয়োগের শর্তাবলি সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।*

(২) অতিরক্তি কারা মহাপরিদর্শক-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(ক) খারা ৭-এর উল্লিখিত বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা;

(খ) সরকার বা কারা মহাপরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত ও নির্দেশিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করা;

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আনুষঙ্গিক বা যে-কোনো কার্যাবলি সম্পাদন করা; এবং

(ঘ) সরকার বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যে-কোনো দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করা।

৯৩। কারা উপ-মহাপরিদর্শক-এর নিয়োগ, দায়িত্ব ও কার্যাবলি ইত্যাদি -(১) *এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ডিপার্টমেন্ট-এর জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক কারা উপ-*

মহাপরিদর্শক থাকিবে এবং তাঁহাদের নিয়োগের শর্তাবলি সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) কারা উপ-মহাপরিদর্শক-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা।

(ক) ধারা ৭-এর উল্লিখিত বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(খ) সরকার বা কারা মহাপরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত ও নির্দেশিত দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদন করা;

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আনুষঙ্গিক বা যে-কোনো কার্যাবলি সম্পাদন করা; এবং

(ঘ) সরকার বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যে-কোনো দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করা।

৯৪। **কর্মকর্তা-কর্মচারী ইত্যাদি-** (১) ডিপার্টমেন্ট-এর কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগাঠনিক কাঠামো অনুসারে কারা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয়সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পদান করা হইতে বিরত থাকিবে, যথা।

(ক) সরকার বা কারা মহাপরিদর্শকের অনুমতি গ্রহন ব্যতিরেকে কোনো লাভজনক কর্মে নিযুক্ত হওয়া;

(খ) বন্দির সহিত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বন্দি বা তাহার আত্মীয়স্বজন-এর সহিত আর্থিক বা ব্যাবসায়িক লেনদেন করা;

(গ) ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে কারাগারে দ্রব্য-সামগ্রী সরবরাহের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া: বা

(ঘ) বিধি দ্বারা নির্দেশিত অন্য যে-কোনো কার্যাবলি সম্পাদন করা।

৯৫। **কারা কর্মকর্তা-কর্মাচারীদের দায়িত্ব-** (১) কারা কর্মকর্তা-কর্মাচারীদের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(ক) এই আইন ও তাহার অধীন প্রণীত বিধি, আদেশ ইত্যাদি প্রতিপালন করা;

(খ) দেশে প্রচলিত অন্যান্য আইন বা বিধি, প্রবিধি, নীতিমালা, নির্দেশনা, পরিপত্র, আদেশ ইত্যাদি বলে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা;

(গ) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনসম্মত আদেশ ও নির্দেশনা প্রতিপালন করা; এবং

(ঘ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

(২) কারা কর্মকর্তা কর্মাচারী উপধরা (১) প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উচ্চমানের শৃঙ্খলা, বিশ্বস্ততা, পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতা বজায় রাখিবেন।

(৩) উপধারা (১) ও উপধারা (২) বিধান প্রতিপালনে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যর্থ হইলে তাহার বিরুদ্ধে বিধি অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

৯৬। **সুপারিনটেনডেন্ট-** (১) প্রত্যেক কারাগারে এক বা একধিক সুপারিনটেনডেন্ট থাকিবেন এবং তিনি এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুসরণ করিয়া কারা মহাপরিদর্শক-এর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া কারগারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করিবেন ।

(২) সুপারিনটেনডেন্ট-এর সাময়িক অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কারাগারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা অথবা কারা মহাপরিদর্শক কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা সুপারিনটেনডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তিনি এই আইন ও আইনের অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) সুপারিনটেনডেন্ট-এর তাঁহার ন্যস্ত বা অর্পিত দায়িত্ব, প্রয়োজনে, কোনো অধীন কর্মকর্তা কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

(৪) সুপারিনটেডেন্ট তাঁহার অধীন সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর ছুটি প্রদানসহ প্রশাসনিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অধীন কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্ব পালনকালীন সুপারিনটেনডেন্ট-এর অনুমতি ব্যতীত অনুপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

(৫) সুপারিনটেনডেন্ট কারাগার এলাকায় বসবাস করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কারাগার এলাকার আবাসনের ব্যবস্থা না থাকিলে কারা মহাপরিদর্শক-এর লিখিত অনুমতিসাপেক্ষে কারা এলাকার বাহিরে বসবাস করিতে পারিবেন।

(৬) সুপারিনটেনডেন্ট-এর অধীনে কারা প্রশাসন, বন্দির সংশোধন এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক বিভাগ বা ইউনিট থাকিবে এবং তিনি ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট বা জেলার ব্যতীত সংশ্লিষ্ট ইউনিটের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে আন্তঃইউনিটে বদলি করিতে পারিবেন।

(৭) সুপারিনটেনডেন্ট কারাগারের জনাকীর্ণতা হ্রাস করিবার নিমিত্ত বিচারাধীন বন্দির জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা আইনগত সহায়তা কমিটির সভাপতিকে অবগত করিবেন এবং বিষয়টি কারা মহাপরিদর্শককে অবহিত করিবেন।

৯৭। সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক নথি ও তথ্যাবলি সংরক্ষণ- (১) সুপারিনটেনডেন্ট এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুসারে বন্দির নিম্নরূপ নথি, রেজিস্টার ও তথ্যাবলি সংরক্ষণ করিবেন, যথা:

(ক) ভর্তি, মুক্তি, শাস্তি, শ্রম, পরিদর্শন, বন্দির নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ ও মূল্যবান সম্পত্তি, সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং সংশোধনমূলক কার্যক্রমের রেজিস্টারসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল নথিপত্র ও রেজিস্টার;

(খ) আলোকচিত্র, ইলেকট্রনিক তথ্যাবলি ও বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণসংবলিত তথ্যাদি; এবং

(গ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য তথ্য।

৯৮। ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট- (১) প্রত্যেক কারাগারে এক বা একাধিক ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট থাকিবেন এবং তিনি এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুসরণ করিয়া সুপারিনটেনডেন্ট-এর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রাণে থাকিয়া বন্দির সংশোধন, পুর্নবাসন ও সমাজে পুনঃঅঙ্গীভূতকরণ-সংক্রান্ত কার্যাবলির ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করিবেন।

(২) ধারা ১৭-এ বর্ণিত বন্দির সংশোধন, পুনর্বাসন ও সমাজে পুনঃঅঙ্গীভূতকরণ-সংক্রান্ত নথিপত্র রেজিস্টার, প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি, মালামাল ইত্যাদির হেফাজতকারী (custodian) হইবেন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট।

(৩) ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট বন্দির সংশোধন, পুনর্বাসন ও সমাজে পুনঃঅঙ্গীভূতকরণ-সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনে সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন এবং সুপারিনটেনডেন্টকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করিবেন।

(৪) ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট সরকার বা কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত। অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৫) ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট কারা এলাকার অভ্যন্তরে বসবাস করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কারা এলাকার অভ্যন্তরে আবাসনের ব্যবস্থা না থাকিলে সুপারিনটেনডেন্ট-এর লিখিত অনুমতিসাপেক্ষে কারা এলাকার বাহিরে বসবাস করিতে পারিবেন।

৯৯। জেলার- (১) প্রত্যেক কারাগারে এক বা একাধিক জেলার থাকিবেন এবং তিনি এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুসরণ করিয়া সুপারিনটেনডেন্ট এর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া কারা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন।

(৪) সরকার বা কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময়ে সময়ে, নির্দেশিত এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৫) জেলার কারা এলাকার অভ্যন্তরে বসবাস করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কারা এলাকার অভ্যন্তরে আবাসনের ব্যবস্থা না থাকিলে সুপারিনটেনডেন্ট-এর লিখিত অনুমতিসাপেক্ষে কারা এলাকার বাহিরে বসবাস করিতে পারিবেন।

(৬) সুপারিনটেনডেন্ট-এর অনুমতি ব্যতিরেকে জেলার রাতে কারা এলাকা ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

১০০। ডেপুটি জেলার -(১) ডেপুটি জেলার সুপারিনটেনডেন্ট-এর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া জেলার-কে তাঁহার দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করিবেন।

১০১। ডিউটি অফিসার- সুপারিনটেনডেন্ট তাঁহার অধীন কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতে উক্ত অধীন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের জন্য অন্যান্য অধীন কর্মকর্তাদের মধ্যে হইতে একজন ডিউটি অফিসার মনোনীত করিতে পারিবেন এবং তিনি সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

১০২। গেট কিপার- (১) প্রত্যেক কারাগারে এক বা একাধিক গেট কিপার থাকিবেন, তিনি সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক তাঁহার অধীন কর্মচারীদের মধ্য হইতে মনোনীত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) গেট কিপার-

(ক) কারাগারের গেট প্রহরায় সতকর্তা ও নিরাপত্তার সহিত নিয়োজিত থাকিবেন এবং মূল ফটকের চাবি তাহার নিকট সংরক্ষিত থাকিবে:

(খ) কারাগারের বাহির হইতে ভিতরে বা কারাগার হইতে বাইরে বহণকৃত যে-কোনো বস্তু বা দ্রব্য পরীক্ষা এবং উক্তরূপ পরীক্ষাকোলে কোনো ব্যক্তিকে বাধা প্রদান ও তল্লাশি করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, পরীক্ষাকালে কোনো নিষিদ্ধ দ্রব্য বা বস্তু পাওয়া গেলে তিনি বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সুপারিনটেনডেন্ট, জেলার বা ডিউটি অফিসারকে অবগত করিবেন।

১০৩। মেডিক্যাল অফিসার ও সহকারী সার্জন- (১) প্রত্যেক কারাগারে একজন মেডিক্যাল অফিসার এবং এক বা একাধিক সহবারী সার্জন থাকিবেন এবং তাঁহারা এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুসরণ করিয়া সুপারিনটেনডেন্ট-এর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া বন্দির স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক কার্যাবলির ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করিবেন।

(২) মেডিক্যাল অফিসার কারা এলাকার অভ্যন্তরে বসবাস করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কারা এলাকার অভ্যন্তরে আবাসন ব্যবস্থা না থাকিলে সুপারিনটেনডেন্ট-এর লিখিত অনুমতিসাপেক্ষে তিনি কারা এলাকার বাহিরে বসবাস করিতে পারিবেন।

(৩) মেডিক্যাল অফিসারের অনুপস্থিতিতে সহকারী সার্জনদের মধ্য হইতে সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক মনোনীত একজন দায়িত্ব পালন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কারাগারে সহকারী সার্জনদের মধ্য হইতে দায়িত্ব প্রদান সম্ভব না হইলে সুপারিনটেনডেন্ট-এর চাহিদা অনুসারে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন তাঁহার অধীন কোনো চিকিৎসককে মেডিক্যাল অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য

মনোনীত করিবেন এবং উক্তরূপে মনোনীত চিকিৎসক এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক মেডিক্যাল অফিসারের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন।

(৪) মেডিক্যাল অফিসার বন্দির স্বাস্থ্যসেবাসংক্রান্ত গৃহীত সকল পদক্ষেপ যথাযথভাবে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ, নথিভুক্ত ও সংরক্ষিত করিবেন।

(৫) বন্দিদের মনোসামাজিক (psychosocial) কাউন্সিলিং বা মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাইকিয়াট্রিস্ট বা মানসিক রোগের চিকিৎসক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জনবল ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করিবে।

১০৪। মেডিক্যাল বোর্ড- (১) আদালতের নির্দেশে অথবা মেডিক্যাল অফিসারের পরামর্শক্রমে সুপারিনটেনডেন্ট বন্দির ডাক্তারি পরীক্ষা, চিকিৎসা বা অন্য কোনো স্বাস্থ্যগত বিষয়ে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করিবার জন্য সিভিল সার্জন, সংশ্লিষ্ট জেলার সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক, প্রযোজ্যক্ষেত্রে, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুসারে উক্তরূপ অনুরোধের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন, তত্ত্বাবধায়ক, প্রযোজ্যক্ষেত্রে, হাসপাতালের পরিচালক বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১০৫। ইউনিফর্ম ও কিটস- ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারগণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান ও কিটস ব্যবহার করিবেন।

১০৬। অস্ত্রের প্রাধিকার- (১) ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অস্ত্রের প্রাধিকারপ্রাপ্ত হইবেন এবং বিধি অনুসারে তাহাদের বরাবরে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করা হইবে।

১০৭। যানবাহন সুবিধাদি ইত্যাদি (১) ডিপার্টমেন্ট-এর দাপ্তরিক প্রয়োজন এবং বন্দির চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক যানবাহন ও অ্যাম্বুলেন্স থাকিবে।

(২) যানবাহনের ধরন, ব্যবহার পদ্ধতি, প্রাধিকার, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়াবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০৮। কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ট্রাস্ট ও সমবায় সমিতি গঠন- (১) ডিপার্টমেন্ট-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য-

(ক) ট্রাস্ট গঠন করা যাইবে, এবং

(খ) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সমিতি গঠন করিতে পারিবে।

(২) ট্রাস্ট ও সমিতি গঠনসংক্রান্ত বিষয়াবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০৯। প্রশিক্ষণ একাডেমি, কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব ও কার্যাবলির ধরন-অনুসারে দেশে বা বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নবিষয়ক অন্যান্য কার্য গ্রহণ করা হইবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে উল্লিখিত দেশীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন ও বন্দির সাজা বাস্তবায়ন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের জন্য একটি প্রশিক্ষণ একাডেমি, প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সমজাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থাকিবে।

নবম অধ্যায়

পুরস্কার, অপরাধ ও শাস্তি

১১০। কারা পুরস্কার-কারা মহাপরিদর্শক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা, সদাচরণ, নীতিবোধ এবং বন্দিদের সংশোধন ও পুনর্বাসন ইত্যাদি সেবার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবেন।

১১১। অপসারণ, বরখাস্ত অথবা বাধ্যতামূলক অবসর- নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোনো কর্তৃপক্ষ অসদাচরণের দায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীর

পদ অবনমন, অপসারণ, বরখাস্ত বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান বা এইরূপ কোনো দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

১১২। কতিপয় ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ- (১) কোনো কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী Penal Code 1860 অথবা অন্য কোনো ফৌজদারি আইনের অধীন অপরাধ সংঘটন করিলে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে একই বিষয়ের উপর ফৌজদারি কার্যধারা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলেও বিভাগীয় কার্যধারা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কারা কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কার্যধারায় উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপর কোনো দন্ড আরোপ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, এই বিষয়ে বিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ দন্ড স্থগিত থাকিবে।

১১৩। কারা কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক বিদ্রোহ- (১) কোন ব্যক্তি যদি-

(ক) কারা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ সংঘটনের সূচনা করেন, বিদ্রোহের প্ররোচনা প্রদান করেন, বিদ্রোহের কারণ সৃষ্টি করেন অথবা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন অথবা বিদ্রোহে যোগদান করেন;

(খ) উক্তরূপ কোন বিদ্রোহে উপস্থিত থাকিয়া উহা দমনের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা না করেন;

(গ) উক্তরূপ কোন বিদ্রোহ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকিয়া বা উক্তরূপ কোন বিদ্রোহের অস্তিত্ব রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া অথবা উক্তরূপ কোন বিদ্রোহের কারণ ঘটানোর কথা জ্ঞাত থাকিয়া অথবা উক্ত কোন বিদ্রোহ, উত্তেজনা বা ষড়যন্ত্রের কথা যুক্তিযুক্তভাবে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যুক্তিসঙ্গত বিলম্ব ব্যতিরেকে তাহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা সরকারকে বিষয়টি অবহিত না করেন; অথবা

(ঘ) অধিভুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশ সরকার বা কারা কর্তৃপক্ষের প্রতি তাহার কর্তব্য বা আনুগত্য হইতে বিরত থাকিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন; তাহা হইলে তিনি পাঁচ বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে দন্ডপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটনকালে কোন বক্তি যদি বাংলাদেশে প্রচলিত অন্যান্য ফৌজদারি আইনের অধীন অন্য কোন অপরাধ সংঘটিত করেন; তাহা হইলে উহা ভিন্ন অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি যে আইনের অধীন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে উক্ত আইনেও দণ্ডিত হইবেন।

১১৪। বিদ্রোহ সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষ আদালত গঠন -যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ পদমর্যাদার নিম্নে নহে এরূপ বিচারকের আদালতকে সরকার ধারা ১১৩ অনুসারে অধীন অপরাধের বিচারের নিমিত্তে বিশেষ আদালত ঘোষণা করিবে এবং উক্ত আদালত সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতিতে বিচার সম্পন্ন করিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীন গঠিত আদালতে সাক্ষ্য উপস্থাপন, নথি সংক্ষণ, বিচার পদ্ধতি, সাজা প্রদান পদ্ধতি, রায় কার্যকরীকরণ ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) উপধারা (১) এর অধীন গঠিত আদালতের রায় বা আদেশ জেলা ও দায়রা জজ আদলতে আপিলযোগ্য হইবে।

১১৫। ফৌজদারি অপরাধে চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ -(১) অন্য কোনো আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, কোনো কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী কোনো উপযুক্ত ফৌজদারি আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে অনতিবিলম্বে চাকরি হইতে বরখাস্ত করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোনো বিভাগীয় ব্যবস্থা চলমান থাকিলে উক্ত বিভাগীয় ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন পড়িবে না।

(২) কোনো কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার হইয়া কারাগারে আটক থাকিলে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে চাকরি হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে।

দশম অধ্যায়

কারা পরিদর্শন

১১৬। কেন্দ্রীয় কারা পরিদর্শন।- (১) কারা মহাপরিদর্শক কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় কারা পরিদর্শক দল থাকিবে।

(২) উপধারা (১) অনুসারে কেন্দ্রীয় কারা পরিদর্শক দল এর গঠন ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১১৭। স্থানীয় পরিদর্শন -(১) বন্দির কল্যাণের নিমিত্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর সভাপতিত্বে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধি ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় পরিদর্শক দল তাহাদের অধিক্ষেত্রভুক্ত কারাগার পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) বন্দির আইনি সমস্যা ও আইন সহায়তা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে জেলা ও দায়রা জজ-এর সভাপতিত্বে তাঁহার অধীন বিচারক, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা লিগ্যাল অ্যাইড অফিসার অথবা, ক্ষেত্রমতো, মহানগর দায়রা জজ-এর সভাপতিত্বে তাঁহার অধীন বিচারক, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা লিগ্যাল অ্যাইড অফিসার-এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটি তাঁহাদের অধীন কারাগার পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(৩) উপধারা (১) ও (২)-এর অধীন উক্তরূপ পরিদর্শনের পর, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফর্মে, কারা মহাপরিদর্শক এবং ক্ষেত্রমতো, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, দপ্তর, কার্যালয় বা কমিটির নিকট প্রতিবেদন প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপধারা (৩) অনুসারে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কারা মহাপরির্দশক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, দপ্তর, কার্যালয়, কমিটি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

একাদশ অধ্যায়

বিবিধ

১১৮। ক্ষমতা অর্পণ- (১) কারা মহাপরিদর্শক, প্রয়োজনবোধে, এই আইনের অধীন তাঁহার উপর অর্পিত যে-কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব, লিখিত আদেশ দ্বারা, ডিপার্টমেন্ট-এর কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সুপারিনটেনডেন্ট, প্রয়োজনবোধে, এই আইনের অধীন তাঁহার উপর। অর্পিত যে-কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব, লিখিত আদেশ দ্বারা, তাঁহার অধীন কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

১১৯। তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ডিপার্টমেন্ট-এর কোনো কর্মকর্তা- কর্মচারী কর্তৃক বন্দিসংক্রান্ত কোনো তথ্য, এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো কারণে, কারা কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে প্রকাশ করা যাইবে না।

(২) ডিপার্টমেন্ট-এর কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় অথবা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১২০। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কারা কর্তৃপক্ষ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সংস্থা বা অন্য

কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে এবং তদনুসারে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

১২১। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার- কারা ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কারা কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল পক্ষ তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করিবে।

১২২। অসুবিধা বা অস্পষ্টতা দূরীকরণে সরকারের ক্ষমতা -এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা বা অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অসুবিধা বা অস্পষ্টতা অপসারণ করিতে পারিবে।

১২৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং উক্ত বিধি 'জেল কোড বিধিমালা' নামে অভিহিত হইবে।

১২৪। রহিতকরণ ও হেফাজত- (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে The Prisons Act, 1894 (Act No. IX of 1894) এবং The Prisoners Act, 1900 (ACT NO. III OF 1900), অতঃপর 'উক্ত আইনদ্বয়' বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্ত আইনদ্বয় রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উহাদের অধীন-

(ক) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে গঠিত কারা অধিদপ্তর এই আইনের ধারা ৪-এর অধীন বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা ডিপার্টমেন্ট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে;

(খ) প্রতিষ্ঠিত কারা অধিদপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই আইন কার্যকর হইবার পর এই আইনের অধীন গঠিত ডিপার্টমেন্ট-এর আওতাভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে তাহাদের জন্য নিজ নিজ দপ্তর ও কর্মের যে শর্তাবলি প্রযোজ্য ছিল, এই আইন কার্যকর হইবার পর তাহাদের জন্য এই আইন ও এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিসাপেক্ষে একই শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(গ) কারা অধিদপ্তরের যেসকল অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি, দায় ও দলিলাদি, রেজিস্টার ইত্যাদি এই আইন কার্যকর হইবার পর এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ডিপার্টমেন্ট-এর নিকট তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত হইবে;

(ঘ) প্রণীত সকল বিধি, আদেশ, নির্দেশাবলি, পরিপত্র ইত্যাদি যাহা উক্ত আইনদ্বয় রহিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর ছিল, উহা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি, আদেশ, নির্দেশাবলি, পরিপত্র ইত্যাদি দ্বারা রহিত বা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ এবং যতদূর পর্যন্ত আইনের বিধানাবলির পরিপন্থি না হয় ততদূর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

(ঙ) কৃত কোনো কাজ-কর্ম বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে:

(চ) কারা অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে উক্ত ব্যবস্থ্য বা কার্যধারা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় দায়েরকৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(ছ) কারা অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো মামলা বা কার্যধারা কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট চলমান থাকিলে, উহা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে, যেন উক্ত আইনদ্বয় রহিত হয় নাই;

(জ) কারা বন্দির যেসকল সুযোগ-সবিধা প্রদান করা হইয়াছে বা চলমান রহিয়াছে উক্তরূপ সুবিধাদি এই আইনের অধীন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং চলমান সুবিধাদি এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধির বিধানসাপেক্ষে অব্যাহত থাকিবে।

(ঝ) কারা অধিদপ্তরের অধীন প্রকল্প, যদি থাকে, গ্রহণ করা হইলে উক্তরূপ প্রকল্প এই আইনের বিধানাবলিসাপেক্ষে সংশোধিত, পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্পের নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হইবে।

১২৫। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ ইত্যাদি- *(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।*

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

The United Nations Standards minimum rules for the treatment of prisoners (The Nelson Mandela Rules), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), Basic Principles and guidelines on the right to a remedy and reparations for victims of cross violation of international human rights law and serious violation of international humanitarian law, Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সনদ এবং নীতিমালা অনুসরণ করে বাংলাদেশ কারা ও পরিষেবা সংশোধন আইন প্রণয়ন সময়ের দাবি।

১৩১ বছর পূর্বের ***Prisons Act,1894*** (১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ নং আইন) ও ১২৫ বছর পূর্বের ***Prisoners Act, 1900*** (১৯০০ খ্রিষ্ট্রাব্দের ৩ নং আইন) দিয়ে আমাদের কারাগার ব্যবস্থা চলমান। উপরিল্লিখিত পুরাতন আইনদ্বয় হালনাগাদ করা সময়ের দাবি হওয়া সত্বেও স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ ৫৩ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আইনদ্বয় যুগোপযোগী করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। অতঃপর ২০২৩ সালে উপরিল্লিখিত আইন দুটি হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেয়া হয় এবং কারাগারকে বন্দিশালা নয় বরং সংশোধনাগারে পরিবর্তন ও সংস্কার করার

উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা আইন, ২০২৩ (খসড়া) প্রনয়ণ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় উক্ত খসড়াটি অদ্যাবদি আইন হিসেবে প্রণয়ন করে গ্যাজেট আকারে প্রকাশ করা হয় নাই।

উপরিল্লিখিত অবস্থাধীনে ১৩১ বছর পূর্বের ***Prisons Act,1894*** (১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ নং আইন) ও ১২৫ বছর পূর্বের **Prisoners Act, 1900** (১৯০০ খ্রিষ্ট্রাব্দের ৩ নং আইন) বাতিল করে “বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা আইন, ২০২৩ (খসড়া)” কে আইন হিসেবে ঘোষণা এবং প্রকাশ একান্ত আবশ্যক এবং এতদ্ববিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী।

প্রত্যেক মানুষই সৃষ্টিকর্তার সন্তান। সৃষ্টিকর্তা কখনোই কোন মানুষকে অপরাধী করে সৃষ্টি করে না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থাই মানুষকে অপরাধী হিসেবে তৈরী করে। অর্থাৎ কোন মানুষই অপরাধী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না।

সমাজে অপরাধ থাকবে, অপরাধীও থাকবে। উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় অপরাধের বিচার করা হয়। অপরদিকে, অপরাধীকে তার সাজার মেয়াদ অন্তে তাকে পুণরায় সুস্থ, সুন্দর এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। অর্থাৎ সে দেশ তত উন্নত যে দেশ অপরাধীর বিচার করেনা অপরাধের বিচার করে অপরাধীকে পুনরায় সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে এনে পরিবার ও সমাজে পুনর্বাসন করে।

বিগত ১৩১ বছর আমাদের কারাগার আইন সংশোধন এবং যুগোপযোগী না হওয়ার কারনে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার উপর যে বিরোপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তা সকলেই অবগত। বর্তমান কারাগার আইন অনুযায়ী একজন লঘু অপরাধের অপরাধী কারাগারে প্রবেশ করে বড় অপরাধী হয়ে বের হয়ে আসতে বাধ্য। যা কখনোই কাম্য নয়।

যদিও অত্র রুলটি ইস্যু হওয়ার দীর্ঘ ০৫ বছর পর দরখাস্তকারী শংকর চাওলাকে সরকার মুক্তি প্রদান করেছে এবং নেপাল দূতাবাস তাকে গ্রহণ করে

তাকে নেপালে পাঠিয়েছে সেহেতু অত্র রুলটির মুল বিষয়বস্তু নিষ্পত্তি হয়েছে সঠিক। কিন্তু একজন বিদেশী ব্যাক্তির ভুল আইনে গ্রেফতার হওয়া, অভিযোগ দাখিল হওয়া, সাজাপ্রাপ্ত হওয়া এবং বিনা অপরাধে সাত বছরের অধিককাল কারাগারে আটক থাকা সংক্রান্ত বিষয়গুলো জন গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় উপরিল্লিখিত বিষয়গুলোর সংশ্লিষ্টতায় কতিপয় নির্দেশনা, ঘোষণা ও পরামর্শ প্রদানপূর্বক অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তি করলে ন্যায় বিচার সম্পন্ন হবে বলে অত্র আদালত মনে করে।

অতএব আদেশ হয় যে, নিম্নে বর্ণিত নির্দেশনা প্রদান পূর্বক অত্র রুলটি নিষ্পত্তি করা হলো।

নির্দেশনা:

১. অত্র রায়ের গর্ভে উল্লেখিত “বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা আইন, ২০২৩ (খসড়া)” কে দ্রুত আইন হিসেবে প্রণয়ন করে গ্যাজেট আকারে প্রকাশ।

২. (**Faustina Pereira, Advocate, Supreme Court Vs State and Others (53 DLR 414)**) মোকদ্দমায় প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতীপালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

৩. নেপাল দূতাবাসের কর্মকর্তা তাদের আইনানুগ এবং নৈতিক দুটি দায়িত্ব পালনে সম্পূর্নরূপে ব্যর্থ হয়েছেন প্রমাণিত। তাদের এই ব্যর্থতার কারণে তাদের দেশের একজন নাগরিক বিনা কারণে দীর্ঘদিন জেলখানায় আটক থাকল। এতদ্ববিষয়ে নেপাল সরকারের পররাষ্ট্র ও স্বারষ্ট্র সচিবকে অবহিত করার জন্য সচিব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আজিজুর রহমান ব্যাক্তির মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার রক্ষায় যে অনুসরণীয় দায়িত্ব পালন করেছেন তার জন্য বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করা হলো। এছাড়াও

আদালতের বন্ধু হিসেবে আদালতকে সহযোগীতা করার জন্য এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল হালিম এবং ড. ফস্টিনা পেরিরা বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ মনজুর আলম, বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শোয়েব মাহমুদ, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ ওবায়দুর রহমান তারেক, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আবুল হাসান এবং ৭ নং প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট খন্দকার শাহরিয়ার শাকিরকে অত্র মোকদ্দমায় আদালতকে বিশেষ সহায়তা করার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি **Judicial Administration Training Institue (JATI)** তে পাঠানোর জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশ বিজিবি এবং পুলিশ সদস্যদের অবহিত হওয়া একান্ত জরুরী বিধায় রায় ও আদেশের অনুলিপি মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং সচিব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর ই-মেইলে প্রেরণের জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম

আমি একমত।